চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 127 Sunday, 7 April, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১২৭ সংখ্যা ❋ ২৪ চৈত্র, ১৪৩০ রবিবার, ৭ এপ্রিল, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

শনিবার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। ...বিস্তারিত পাতা ২

নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের আই এস এফের মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক মফিকুল ইসলাম। এলাকার বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ...বিস্তারিত পাতা ৩

উত্তরবঙ্গ আজও অবহেলিত। দক্ষিণবঙ্গ আর উত্তরবঙ্গের মধ্যে পার্থক্য বলে শেষ করা যাবে না। সবদিক থেকেই অবহেলারশিকার উত্তরবঙ্গ।সাহুডাঙ্গিতে প্রচারে এসে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপি প্রার্থী। ...বিস্তারিত পাতা ৫

এখন তিনি গুজরাট টাইটান্স দলের অধিনায়ক। কিন্তু বছর কয়েক আগেও নাইট রাইডার্স সমর্থকদের নয়নের মণি ছিলেন শুভমান গিল। কিন্তু ২০২১ সালে তাঁকে ছেড়ে দেয় শাহরুখ খানের দল। ...বিস্তারিত পাতা ৮

এনআইএ ইস্যুতে কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ৬ এপ্রিল ঃ ভোটের মুখে পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে গ্রুক অভিযান ঘিরে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। সঃ দশখালির মতো অভিযানে গিয়ে বাধার মুখে পড়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। এনিয়ে রাজ্য প্রশাসনের রিপোর্ট তলব করল নির্বাচন কমিশন। মুখ্যসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে এবার রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে কমিশনের তরফে। শনিবার বিএসএফ গেস্ট হাউসে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে কমিশনের আধিকারিকদের বৈঠক ছিল ভিডিও কনফারেন্সে। বাহিনী বিন্যাস নিয়ে আলোচনা চলাকালীনই ভূপতিনগর নিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়। অন্যদিকে, তৃণমূল প্রতিনিধিদলও কমিশনের দ্বারস্থ হতে চায়। তার জন্য আলাদা করে সময় চাওয়া হয়েছে।

এনআইএ-এর বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গত ২০২২ সালের ডিসেম্বরের বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ শনিবার দুজনকে গ্রেপ্তার করতে যায়। পাঁচটি জায়গায় তল্লাশির পর বলাইচরণ মাইতি এবং মনোব্রত জানাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, মনোব্রত জানার বাড়ির কাছে স্থানীয় বাসিন্দারা জড়ো হন। তাঁরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁরাই হামলা চালায়। এনআইএ প্রতিনিধি দলের একজন জখম হন। গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনায় স্থানীয় থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ধৃত দুই তৃণমূল নেতা মনোব্রত জানা এবং বলাইচরণ মাইতির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছে এনআইএ। কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, তাঁরা বোমা তৈরি, এলাকায় বোমাবাজি এবং সন্ত্রাস ছড়ানোর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সেই ঘটনা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন পুলিশকে সঙ্গে না নিয়ে অভিযানে গিয়েছে এনআইএ, এই প্রশ্ন তোলেন। এর পর দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভূপতিনগর নিয়ে বিশেষ নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশমতো রবিবার রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ যাবেন সেখানে। স্থানীয় নেতৃত্বকে নিয়ে বড় জনসভা হবে অর্জুননগরে। ভূপতিনগরে শনিবারে এনআইএ আধিকারিকদের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ঘটনাকে 'ভীষণই গুরুতর সমস্যা' বলে অভিহিত করলেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান।শুধু তাই নয়। বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখতে বললেন রাজ্যপাল। শনিবার কলকাতায় এক সমাবেশে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ভূপতিনগরের ঘটনাকে ততটাই গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিৎ যতটা প্রয়োজন। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরটের পর জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করতে আসে।

কোনও রকম ভেদাভেদ ছাড়াই কাজ করে বিজেপি সরকার ঃ মোদী

সাহারানপুর, ৬ এপ্রিল ঃ কোনও রকম ভেদাভেদ ছাড়াই কাজ করে বিজেপি সরকার। জোর দিয়ে বললেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরের এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই প্রথম আমি এমন নির্বাচন প্রত্যক্ষ করছি, যেখানে বিরোধীরা জযী হওয়ার জন্য নয়। বরং বিজেপিকে ৩৭০ আসনের নিচে এবং এনডিএ ৪০০ আসন ধারণ করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সমাজবাদী পার্টির এমন অবস্থা যে তাদের প্রতি ঘন্টায় প্রার্থী পরিবর্তন করতে হচ্ছে এবং কংগ্রেসের জন্য তো আরও খারাপ, তারা প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না, এমনকি তাদের দুর্গেও। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আজ বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস। মাত্র কয়েক দশকে আমাদের দেশের রেকর্ড সংখ্যক মানুষ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। বিজেপি মানুষের আস্থা জিতেছে, বিজেপি মানুষের মন জয় করেছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হল বিজেপি রাজনীতি না করে জাতীয় নীতি অনুসরণ করে। বিজেপির জন্য, দেশ প্রথমে আসে, এটি বিজেপির স্লোগান নয়, আমাদের বিশ্বাসের নিবন্ধ। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আইএনডিআই জোট কমিশনের জন্য। যেখানে এনডিএ, মোদী সরকার মিশনের জন্য। কংগ্রেস যেখানে থাকে সেখানে বিকাশ সম্ভবই নয়। অভিযোগ করলেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী মোদী। শনিবার রাজস্থানের আজমের-এ নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, যেখানে কংগ্রেস থাকে সেখানে উন্নয়ন হতে পারে না। কংগ্রেস কখনই গরিবদের কথা চিন্তা করেনি অথবা বঞ্চিত, শোষিত ও যুবকদের কথা ভাবেনি। কংগ্রেসকে পরিবারতান্ত্রিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত দল বলেও আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, গতকাল কংগ্রেস পার্টি মিথ্যার বান্ডিল প্রকাশ করেছে, তাদের ইস্তেহার প্রকাশ করেছে। প্রতিটি পাতায় ভারত ভেঙে ফেলার গন্ধ। স্বাধীনতার সময় মুসলিম লীগে যে চিন্তাভাবনা ছিল কংগ্রেসের ইস্তেহারে সেই একই চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। মোদী বলেছেন, কংগ্রেস তৎকালীন মুসলিম লীগের চিন্তাধারা বর্তমান ভারতের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। এখন কংগ্রেসের কোনও নীতি অবশিষ্ট নেই। মনে হচ্ছে কংগ্রেস সবই চুক্তিতে দিয়েছে, পুরো কংগ্রেস পার্টিকে আউটসোর্স করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতি সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মন্ত্রী শশী পাঁজা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ৬ এপ্রিল ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগরে এনআইএ-এর ওপর হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতি সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ভূপতিনগরে তদন্তের সময় এনআইএ অফিসারদের ওপর হামলা প্রসঙ্গে মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেছেন, আমরা এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছি। কীভাবে ইডি, সিবিআই, আইটি-কে বিজেপি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে, এমনকি আদর্শ আচরণবিধি লাগু হওয়ার পরও? নির্বাচন কমিশনের উচিত ঘটনার সত্যতাভিত্তিক রিপোর্ট চাওয়া। হ্যাঁ, হামলার ঘটনা ঘটা উচিত হয়নি। বিজেপির সমালোচনা করে শশী পাঁজা বলেছেন, মুদ্রাস্ফীতি বা বেকারত্বের বিষয়ে বিজেপি কিছু বলে না। যে ব্যক্তির চাকরি নেই, সে কীভাবে ''অমৃত কাল'' ভাববে? বিজেপি শুধু ভবিষ্যতের কথা বলে। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলির ''অপব্যবহার'' নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার বিষয়ে, শশী বলেছেন, বর্তমানে, দেশে এমসিসি বলব রয়েছে। এতে রাজ্যপালের কোনও ভূমিকা নেই কারণ এই মুহূর্তে শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপূর্ণ।

দার্জিলিং, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট এই তিন কেন্দ্রে ৪৭ জন বৈধ প্রার্থী রয়েছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ৬ এপ্রিল ঃএবারের লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় এরাজ্যের দার্জিলিং, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট এই তিন কেন্দ্রের স্ক্রুটিনির পর মোট ৪৭ জন বৈধ প্রার্থী রয়েছেন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে আজ এখবর জানানো হয়েছে। স্ক্রুটিনিতে দার্জিলিঙে মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার ১৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১ জন বাদ যাওয়ায় বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা ১৪, রায়গঞ্জের ১ জনের নাম বাদ যাওয়ায় বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা ২০ এবং বালুরঘাট কেন্দ্রে কোনো প্রার্থীর নাম বাদ না যাওয়ায় ওই কেন্দ্রে মোট ১৩ জন বৈধ প্রার্থী রয়েছেন। দ্বিতীয় দফায় মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন আগামী ৮ এপ্রিল। ২৬ এপ্রিল ওই তিন কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ হবে।

ভূপতিনগর কাণ্ডে মমতার নিশানায় এনআইএ

দেশ বেচবেন না', মোদির 'গ্যারেন্টি চাইলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে জেলায় জেলায় প্রচারে নেমেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গে রয়েছেন তিনি। শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের পর উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখান থেকেই মোদির গ্যারান্টি চাইলেন তৃণমূল সুপ্রিমো! বললেন, আগে গ্যারান্টি দাও দেশ বেচবে না, দেশ বাঁচাবে। আরও উসকে দিলেন ' গ্যারান্টি' বনাম ' গ্যারান্টি'। চব্বিশের ভোটে তৃণমূল বনাম বিজেপি লড়াইয়ে যা শাসকদলের নতুন স্লোগান।

শনিবার দুপুরে রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে চিরাচরিত ভঙ্গিতে কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদির উদ্দেশে মমতা বলেন, মোদির গ্যারান্টি মোদির ছবি। আর রাজ্য সরকারের গ্যারান্টি, আমি নই, আমি সামান্য এক মানুষ। রাজ্য সরকারের গ্যারান্টি মা-মাটি-মানুষ। গ্যারান্টি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, গ্যারান্টি বার্ধক্যভাতা। আর মোদি? আগে গ্যারান্টি দাও দেশ বেচবে না, দেশ বাঁচাবে। দেশ বাঁচানো সরকারের কাজ। কিন্তু এই সরকার সমস্ত বেচে দিচ্ছে। তার আবার গ্যারান্টি! ভোটের আগে তড়িঘড়ি রান্নার গ্যাসের দাম কমানো নিয়ে ফের কেন্দ্রকে একহাত নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, এখন নির্বাচনের আগে দাম কমিয়েছে গ্যাস সিলিন্ডারের। তার পর কিন্তু মনে রাখবেন ফের হাজার টাকা হবে। তখন বলতে হবে, হাজার

টাকার গ্যাসে ফুটছে বিনা পয়সার চাল। হেমতাবাদের সভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো নানা দিক থেকেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নানা তিরে বিদ্ধ করে জনসমর্থন টেনে রাখতে চাইলেন ঘাসফুলের দিকে।ভূপতিনগরে এনআইএ আধিকারিকদের উপর হামলা করেনি মহিলারা। হামলা করেছে কেন্দ্র জেন্সিই। আর তা স্থানীয় মহিলারা রুখে দাঁড়িয়েছেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের সভা থেকে এমনই দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মমতা বলেন, হামলাটা কে করেছে? মেয়েরা করেনি। করেছে এনআইএ। গদ্দার জানে হারবে। তাই লোকের বাড়ি গিয়ে গিয়ে কোথায় একটা চকোলেট বোম ফেটেছিল ২০২২ সালে। যদি মহিলাদের বাড়ি গিয়ে, গ্রামে গিয়ে অত্যাচার করে। মহিলারা কী করবে? শাঁখা-পলা পরে, মাথায় ওড়না দিয়ে বসে থাকবে? মহিলারা তাঁদের ইজ্জত, সম্মান রক্ষা করবে না? তুমি রাতের বেলায় ঢুকে যাবে বাড়ি বাড়ি। তৃণমূলের সব এজেন্টকে গ্রেপ্তার করতে হবে? নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা বলেন, আমরা পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন কমিশন চাই না। আমরা চাই কমিশন নিজেদের মতো কাজ করুক। বিজেপি ইলেকশন কমিশন চাই না। যত দোষ রাজ্যের বেলায়? রাজ্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিয়েও বিজেপির হয়ে ভোটে লড়াই! সন্দেশখালির রেখা পাত্রকে এবার তোপ দাগলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি প্রার্থীর উদ্দেশে তৃণমূল সুপ্রিমোর প্রশ্ন, সরকার না দিলে এসব কোথায় পেতেন?

১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে রাজ্যে, জানাল কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকা তা ৬ এপ্রিল ঃ ১০ এপ্রিলের মধ্যে রাজ্যে আরও ১০০ কোম্পানি বাহিনী আসছে রাজ্যে। প্রথম দফার ভোটের জন্যই আসছে এই বাহিনী। শনিবার এই তথ্য জানালেন রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। সূত্রের খবর, পয়লা বৈশাখের আগে বা পরে আরও ১৫০ কোম্পানি বাহিনী আসতে পারে বঙ্গে। তবে এ বিষয়ে আফতাবের কাছে নিশ্চিত কোনও খবর নেই। ১৯ এপ্রিল প্রথম পর্বে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে ভোটগ্রহণ। রয়েছে মোট ৫ হাজার ৪০০ বুথ। তিন জেলায় যথাক্রমে ১৭, ৯ ও ১১ কোম্পানি বাহিনী রয়েছে। রাজ্যজুড়ে রয়েছে ১৭৭ কোম্পানি বাহিনী। ফলে আদৌ সব বুথে বাহিনী মোতায়েন করা যাবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। এমতবস্থায় রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব জানালেন, বুধবারের মধ্যে আরও ১০০ কোম্পানি বাহিনী আসছে রাজ্যে। যাদের প্রথম দফার ভোটে ব্যবহার করা হবে। শোনা যাচ্ছে, আরও ১৫০ কোম্পানি বাহিনী পয়লা বৈশাখের আগে-পরে রাজ্যে আসতে পারে। যদিও বিষয়ে আরিজের দাবি, এবিষয়ে দিল্লি থেকে আমি কোনও কনফার্মেশন পাইনি। ইতিমধ্যে রাজ্যে ১৭৭ বাহিনী রয়েছে। বুধবার আরও ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে। এর পর আরও দেড়শো কোম্পানি বাহিনী এলে মোট ৪২৭ কোম্পানি বাহিনী হবে রাজ্যে। এদিকে প্রথম দফা ভোটে প্রত্যেক বুথে আধাসেনা জওয়ান মোতায়েন করতে ৩৩৬ থেকে ৩৭৮ কোম্পানি বাহিনী প্রয়োজন হবে। পরে আরও বাড়নো হবে।

নোটবন্দি, পেগাসাস, রাফালে, ক্ষমতায় ফিরলে সব তদন্ত হবে, কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরলেই বিজেপি আমলের সব দুর্নীতির তদন্ত হবে। ইস্তেহারে ঘোষণা করল কংগ্রেস। হাত শিবিরের দাবি, মোদি জমানায় বহু দুর্নীতির উপর পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। সে সব পর্দা সরবে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরলেই। কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে বিজেপি নেতৃত্বের সরকারের কার্যকালে নেওয়া নির্বাচনী বন্ড-সহ নোটবন্দি, পেগাসাস, রাফালে চুক্তির মতো সিদ্ধান্তগুলির তদন্ত করবে কংগ্রেস। দলের লোকসভা নির্বাচনের ইস্তাহার ' একথা জানানো হয়েছে। ৪৮ পাতার ইস্তেহারের ২৫ নম্বর পাতায় বলা হয়েছে, ' দশ বছরে বিজেপি তথা এনডিএ সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত বেশ কিছু পদক্ষেপের বাস্তব হল দুর্নীতির উপর পর্দা দেওয়ার চেষ্টা। যেমন নোটবন্দি, রাফালে চুক্তি, পেগাসাস স্পাইওয়ার এবং নির্বাচনী বন্ড। কংগ্রেস এই সমস্ত সন্দেহজনক বিষয়ের তদন্ত করবে এবং সেই সমস্ত মানুষকে আইনের আওতায় নিয়ে আসবে যারা অনৈতিকভাবে অবৈধ সুবিধা লাভ করেছে। বস্তুত, গত কয়েক বছর ধরেই এই ইস্যুগুলি নিয়ে সরব রাহুল গান্ধী। নোট বাতিলের পর থেকেই এটিকে ভারতের অর্থনীতির জন্য বিরাট ধাক্কা হিসাবে বর্ণনা করে এসেছেন তিনি। ২০১৯ নির্বাচনে রাফালে যুদ্ধবিমানকেই মূল ইস্যু করেছিল কংগ্রেস। পেগাসাস নিয়েও দীর্ঘদিন আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু কোনও আং দালনই কংগ্রেসের জন্য সেভাবে ফলপ্রসূ হয়নি। বরং আমজনতা এসব বিস্মৃত। ভোটের মুখে তাই কংগ্রেস এই ইস্যুগুলি ফের মনে করিয়ে দিতে চাইছে। ইস্তেহার প্রকাশের অনুষ্ঠানে নির্বাচনী বন্ড নিয়ে একযোগে সরব হয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং নেতা রাহুল গান্ধীও। রাহুলরা বলছেন, এই নির্বাচন গণতন্ত্র ও সংবিধান বাঁচানোর নির্বাচন। একদিকে রয়েছে এনডিএ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, যাঁরা সংবিধান এবং গণতন্ত্রকে আক্রমণ করছেন এবং অন্যদিকে রয়েছে ইন্ডিয়া জোট যারা সংবিধান ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চায়।

দেশের ঊর্ধ্বে কেউ নয়

মোদী নিজেকে মহান মনে করছেনঃ সোনিয়া

জয়পুর, ৬ এপ্রিল ঃ দেশের ঊর্ধ্বে কেউ নয়, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেকে মহান মনে করছেন, শনিবার এই মন্তব্য করেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী এবং রাজ্যসভার সদস্য সোনিয়া গান্ধী। তিনি এদিন আরও বলেন, কেউ দেশের উপরে নয়, তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেকে মহান মনে করেন। এই দেশ গুটিকয়েক মানুষের সম্পত্তি নয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা দেশের জন্য রক্ত দিয়েছেন। জয়পুরের বিদ্যাধরনগর স্টেডিয়ামে কংগ্রেসের ইস্তেহার 'ন্যায়পত্র' প্রকাশের পর আয়োজিত জনসভায় ভাষণে একথা বলেন সোনিয়া গান্ধী। তিনি এদিন আরও বলেন, আমাদের মহান পূর্বপুরুষেরা তাদের সংগ্রামের শক্তিতে দেশের স্বাধীনতার সূর্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এত বছর পর সেই সূর্যের আলো নিভে গেছে। আমাদের সংকল্প হওয়া উচিত যে আমরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং ন্যায়ের আলো ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। গত ১০ বছর ধরে, আমাদের দেশ এমন একটি সরকারের হাতে রয়েছে যারা বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক সংকটকে বাড়াতে কোনও কসরত ছাড়েনি। মোদী সরকার যা করেছে তা আমাদের সামনে রয়েছে। তাই এই সময়টা হতাশার ভরা, তবে জেনে রাখুন হতাশার সঙ্গে আশারও জন্ম হয়। আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে যে আমাদের কংগ্রেস সহকর্মীরা তাদের ন্যায়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে হাজার হাজার ঝড়-ঝঞ্ঝা মোকাবিলা করে এগিয়ে যাবেন।

কাউকে রেয়াত হবে না, 'ঘুষ কর মারেঙ্গে'

জেহাদিদের আর বাঁচাতে পারবে না পাকিস্তান! রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ পড়শি দেশ থেকে এসে ভারতের শান্তি নষ্ট করতে এলে কাউকে রেয়াত হবে না। পাকিস্তানে পালিয়েও পার পাবে না জঙ্গিরা। সেদেশে ঢুকে জেহাদিদের খতম করার হুঁশিয়ারি দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ভারত যে কখনও অন্যদেশে হামলা চালায় না সে বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু দেশে জেহাদের বিষ ছড়ানোর চেষ্টা করলে যেকোনও পরিস্থিতিতেই তার পালটা দিতে পিছপা হবে না দিল্লি তা পরিস্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজনাথ। পাকিস্তান জঙ্গিদের চারণভূমি। বিগত কয়েক দশক ধরে ভারতে সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে। লাগাতার জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে উপত্যকা অশান্ত করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। যার কড়া জবাব দিচ্ছে দিল্লিও। শুক্রবার এক সর্বভারতীয় বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে রাজনাথ সিংয়ের একটি সাক্ষাকার সম্প্রচারিত হয়। সেখানেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, পড়শি দেশ থেকে এসে কোনও সন্ত্রাসবাদী যদি ভারতের শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করে তাহলে কড়া জবাব দেওয়া হবে। জঙ্গিরা যদি পাকিস্তানে পালিয়ে আশ্রয় নেয়, সেক্ষেত্রে পাকিস্তানে ঢুকে তাদের খতম করা হবে (ঘুস কে মারেঙ্গে)। ভারতের সে ক্ষমতা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সত্যি কথাই বলেছেন। পাকিস্তানও সে কথা জানে। বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়। বিদেশের মাটিতে নাকি বেছে বেছে জঙ্গিদের নিকেশ করছে ভারত। রিপোর্টে বলা হয়, ২০১৯ সাল থেকে মোট ২০ জঙ্গিকে নিকেশ করেছে ' এই দাবির সপক্ষে পাকিস্তান সরকারও বেশ কিছু প্রমাণ দিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটিকে। ইসলামাবাদের মতে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে অবস্থিত ভারতের স্লিপার সেলই পাকিস্তানে ঢুকে জঙ্গিদের খুন করেছে। ইজরায়েলের গোয়েঃদা সংস্থা মোসাদের ধাঁচেই এই অপারেশন চালাচ্ছে ' এই তথ্য প্রকাশ্যে আসার পরই প্রতিরক্ষামন্ত্রী এদিনের সাক্ষাকারে বলেন, ভারত কখনও অন্যদেশে হামলা চালানোর কথা ভাবে না কিংবা তাদের ভূখণ্ড দখল করতে চায় না। কিন্তু কেউ যদি ভারতকে চোখ রাঙায় তা বরদাস্ত করা হবে না। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে খুন হচ্ছে একের পর এক কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী। পড়শি দেশটিতে গত দুবছরে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে অন্তত কুড়ি জন জেহাদি। এছাড়া মুম্বই হামলার মূলচক্রী হাফিজ সইদের উপরও বোমা হামলা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, এরা প্রত্যেকেই ছিল ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড লিস্টে। শুধু পাকিস্তানই নয় কানাডার মাটিতেও খুন হয়েছে খলিস্তানি জঙ্গি। গত বছর কুখ্যাত খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যার ঘটনায় আঙুল উঠেছিল ভারতের দিকে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সাফ অভিযোগ আনেন, নিজ্জর খুনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ভারত সরকার। যা নিয়ে তলানিতে ঠেকেছে দুদেশের সম্পর্ক। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই জল্পনার পালে হাওয়া লেগেছে। কিন্তু দ্য গার্ডিয়ানের রিপোর্টে যা যা দাবি করা হয় শুক্রবার তা নস্যা করে দেয় কেন্দ্র। ক্ষোভ প্রকাশ করে বিদেশমন্ত্রক সাফ জানিয়ে দেয়, বিদেশের মাটিতে গিয়ে খুন করা ভারত সরকারের নীতি নয়। দ্য গার্ডিয়ানের এই রিপোর্টে যা অভিযোগ আনা হয়েছে সবটাই ভুয়ো। বিদ্বেষমূলক মানসিকতা থেকে ভারত বিরোধী প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে এই রিপোর্টে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরও বলেন, বিদেশি নাগরিকদের বেছে বেছে হত্যা করা মোটেও ভারতের নীতি নয়।

ভূপতিনগরে ঠিক কী ঘটেছে? বিবৃতি জারি করল এনআইএ

দুরন্ত বার্তা, কলকা তা ৬ এপ্রিল ঃ বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্তে গিয়ে ভূপতিনগরে ' শিকার এনআইএ। তা নিয়ে চলছে জোর রাজনৈতিক তরজা। ঠিক কী হয়েছিল, তা নিয়ে বিবৃতি জারি করল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এদিকে, এই ঘটনায় জেলাশাসকের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করল নির্বাচন কমিশন। এনআইএ-র বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গত ২০২২ সালের ডিসেম্বরের বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ শনিবার দুজনকে গ্রেপ্তার করতে যায়। পাঁচটি জায়গায় তল্লাশির পর বলাইচরণ মাইতি এবং মনোব্রত জানাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মনোব্রত জানার বাড়ির কাছে স্থানীয় বাসিঃদারা জড়ো হন। তাঁরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁরাই হামলা চালায়। এনআইএ প্রতিনিধি দলের একজন জখম হন। গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনায় স্থানীয় থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ধৃত দুই তৃণমূল নেতা মনোব্রত জানা এবং বলাইচরণ মাইতির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছে এনআইএ। কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, তাঁরা বোমা তৈরি, এলাকায় বোমাবাজি এবং সন্ত্রাস ছড়ানোর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এনআইএ বিবৃতিতে আরও দাবি করে, গত ২০২২ সালের ডিসেম্বরে, নাড়ুয়াবিল্লার বাসিন্দা রাজকুমার মান্নার বাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়। ৩ ডিসেম্বর ঘটনায় এফআইআর দায়ের করে রাজ্য পুলিশ। তাতে তিনজনের মৃত্যুর কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে বিস্ফোরণেও কোনও ধারা তাতে ছিল না। কলকাতা হাই কোর্টে এনআইএ তদন্তের দাবিতে মামলা হয়। গত বছরের ৪ জুন এনআইএ তদন্তভার নেয়। তদন্তে এনআইএ-র হাতে উঠে আসে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। মনোব্রত জানা এবং বলাইচরণ মাইতির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ সামনে আসে। তাঁদের তলবও করা হয়। এর পর শনিবারের তল্লাশিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কলকাতায় এনআইএ আদালতে পেশ করা হবে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ হল

নিজস্বসংবাদদাতা,কলকাতাঃআসন্ন লোকসভা ও বিধানসভা উপনির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ন করতে রাজ্য প্রশাসনকে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও কেন্দ্রীয় এজেন্সির মধ্যে নিবি। সমন্বয় ও সহযোগিতা সুনিশ্চিত করতে হবে বলে নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার আজ অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এই রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা ও ডিজিপি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সির শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। কোন অবস্থাতেই ভোটাররা যেন ভয় না পান তা সুনশ্চিত করতে আন্ত ঃ রাজ্য ও আন্তর্জাতিক সীমানায় সুরক্ষা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গেও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে বলে নির্বাচন কমিশনার নির্দেশ দিয়েছেন বলে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। নিয়মিত নজরদারির সঙ্গে ভোট গ্রহনের ৪৮ ঘন্টা আগে আন্ত ঃরাজ্য সীমানা সিল করে দিতে হবে বলে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে যৌথ চেক পোস্ট তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। স্পর্শকাতর বুথ ছাড়াও সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার সঙ্গে প্রার্থী ও ভোট কর্মীদের সুরক্ষায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সমুদ্রে মাছ ধরার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি

কলকাতা,৬এপ্রিলঃমাছের প্রজনন বৃদ্ধিতে সহায়তায় রাজ্য সরকার ৬১ দিন সমুদ্রে মাছ ধরার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আগামী ১৫ই এপ্রিল থেকে ১৪ই জুন পর্যন্ত রাজ্যের নদী এবং বারো নটিকাল মাইল পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরা যাবে না বলে জানিয়ে মৎস্য দপ্তরের তরফে দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর এবং দুই চব্বিশ পরগনা সহ অন্যান্য জেলার সব মৎস্যজীবী সংগঠনকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এই সময়ে মৎস্যজীবীদের সহায়তা করতে রাজ্য সরকার আগেই চলতি অর্থবছরের বাজেটে সমুদ্রসাথী প্রকল্পে সহায়তার কথা ঘোষণা করেছে।

বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে কর্মীদের অভিনন্দন মোহন যাদবের

ভোপাল, ৬ এপ্রিল ঃ বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের পরিশ্রমী কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন, ভারত মাতার সেবায় নিবেদিত রাষ্ট্রীয় সেবকদের বৃহত্তম সংগঠন, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসে আন্তরিক অভিনন্দন। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে একটি উন্নত ভারতের লক্ষ্য অর্জিত হোক। সফল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমাদের ভারত বিশ্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠুক,এই প্রার্থনা করি বাবা শ্রী মহাকালের কাছে। এই উপলক্ষ্যে আমি সেই সমস্ত ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তিত্বদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, যাঁদের দৃঢ়তা, ত্যাগ, নিবেদন এবং নির্দেশনায় এই পরিবারটি একটি বিশাল রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে।

বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রামনরেশ যাদবের ছেলে অজয় যাদব

লখনউ, ৬ এপ্রিল ঃ বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রামনরেশ যাদবের ছেলে অজয় যাদব। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিভিন্ন দলের নেতাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। শনিবার উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রামনরেশ যাদবের ছেলে অজয় যাদব লখনউতে বিজেপির সদর দফতরে বিজেপিতে যোগদান করেন। অজয় যাদবের সঙ্গে এদিন সমাজবাদী পার্টির অনেক নেতাও বিজেপিতে যোগদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে বিজেপিঃজে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল বিজেপি। শনিবার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে

বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে বিজেপি।নাড্ডা এদিন বলেছেন, বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে, আমি সমগ্র দেশে দলীয় কর্মীদের আমার শুভেচ্ছা জানাতে চাই। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে এখন বিজেপি বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে...বিজেপিই একমাত্র দল যা জাতীয়তাবাদের আদর্শ এবং ''সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস'' নিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমরা রাম মন্দিরের ''প্রাণ প্রতিষ্ঠা'', ৩৭০ ধারা বাতিলে সফল হয়েছি। আমাদের অঙ্গীকার করা উচিত, এনডিএ ৪০০ আসনের গন্ডি অতিক্রম করবে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা পূর্ণ শক্তি দিয়ে কাজ করব।

গঙ্গায় জলস্তর নিম্নগামী! গ্রীষ্ম পড়তেই জলসঙ্কটের অশনি সংকেত

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ এপ্রিলের গোড়া থেকেই চরম গরম পড়ে গিয়েছে। হাওয়া অফিসের কথায়, চলতি সপ্তাহে পারদ আরও চড়বে। এই প্রবল গরমে জলসঙ্কটের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন বালি পুর কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, জানুয়ারিতেই গঙ্গায় জলস্তর নেমে যাওয়ায় বেলুড়ের কেএমডিএর ইনটেক পয়েন্টে জল তুলতে সমস্যার কারণে তীব্র জলকষ্ট দেখা দিয়েছিল বালি পুর এলাকার বেলু। ও বালিতে।ভ্রএকই সঙ্গে বিগ।ছিল ইনটেক পয়েন্টের একটি পাম্পও। তখনকার মতো পাম্প সারিয়ে সমস্যার আপাত সুরাহা হলেও বালি পুরসভার জল সঙ্কট মেটেনি আজও। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, কেএমডিএর ইঞ্জিনিয়াররা গঙ্গার গভীরে নতুন ইনটেক পয়েন্ট করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছেন। এখন ডিপিআর তৈরির কাজ চলছে।সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে নতুন ইনটেক পয়েন্ট তৈরিতে আরও এক বছর লেগে যেতে পারে। ততদিন পুরোনো ইনটেক পয়েন্ট থেকে পরিকল্পনামাফিক জল তুলে সঙ্কট মোকাবিলাই চ্যালেঞ্জ পুর কর্তৃপক্ষের কাছে। মূলত বেলুড়ের বিকে পাল টেম্পল রোডের জগন্নাথ ঘাটের কাছে কেএমডিএর জলপ্রকল্পে গঙ্গার ঠিক যে জায়গা থেকে জল তোলা হয়, সেখানে পলি জমে নদীতে বিস্তীর্ণ চড়া পড়েছে।ফলে ভাটার সময় ইনটেক পয়েন্টের পাম্প চালানো যাচ্ছে না। শুধুমাত্র বালি পুর এলাকায় পরিস্রুত

জল সরবরাহের জন্য কেএমডিএর এই জলপ্রকল্পের ইনটেক পয়েন্টের একটি পাম্প বিকল হয়েছিল গত জানুয়ারিতে। সেই সময় বেলু। ও বালিতে তীব্র জল সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। পাড়ায় পাড়ায় জলের গাড়ি পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলেন পুর কর্তৃপক্ষ।পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন হয়ে উঠলে বালি পুরসভার নিজস্ব জলের গাড়িতেও টান পড়ে। তখন লাগোয়া উত্তরপাড়া পুরসভা, হাওড়া ও কলকাতা পুরনিগম থেকে জলের গাড়ি এনে সামাল দেওয়া হয়। পুরসভা সূত্রে খবর, বিকল পাম্পটির বহু যন্ত্রাংশ গঙ্গার পলিতে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে বিকল পাম্প সারাতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। কিন্তু পুর কর্তৃপক্ষ বিলক্ষণ বুঝতে পারেন সঙ্কটের শেষ এখানেই নয়।বেলুড়ের দিকে পলি জমে জমে জেগে ওঠা চরের জন্য ইনটেক পয়েন্ট থেকে জল তোলাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বেলুড়ের জগন্নাথঘাটে আগে যেখানে ১৬০টি সিঁড়ি ছিল এখন মোটে কুড়িটি দেখা যায়। ফলে প্রতিদিনই জল তোলার জন্য জোয়ারের অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এখন গরমে স্বভাবতই বো।ছে জলের চাহিদা।এ ভাবে শুধু জোয়ারের ভরসায় কঠিন দিনগুলিতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সহজ হবে না বিলক্ষণ বুঝছেন পুর কর্তৃপক্ষ। ফলে নতুন করে ইনটেক পয়েন্ট তৈরির জন্য শুরু হয়েছে উদ্যোগ। বালির প্রাক্তন কাউন্সিলার ও হাওড়া পুর নিগমের প্রশাসনিক বোর্ডের অন্যতম সদস্য রিয়াজ আহমেদ বলেন, ‘ জন্য আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। সমাধান হিসেবে বালিতে রবীন্দ্রভবনের কাছে জল তোলার জন্য নতুন ইনটেক পয়েন্ট করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।’কেএমডিএর ইঞ্জিনিয়াররা রবীন্দ্রভবনের কাছে গঙ্গার গভীরে ইনটেক পয়েন্ট করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছেন। এখন ডিপিআর তৈরির কাজ চলছে। নতুন ইনটেক পয়েন্ট তৈরিতে আরও এক বছর লেগে যেতে পারে। ততদিন রীতিমতো অঙ্ক কষে পুরোনো ইনটেক পয়েন্ট দিয়ে জল তুলে জল সঙ্কট মোকাবিলা করতে হবে।এই মুহূর্তে বেলুড়ের কেএমডিএ জলপ্রকল্পের দৈনিক সর্বোচ্চ জল উপাদন ক্ষমতা ৪৮ মিলিয়ন গ্যালন। তার ৮০ অর্থাৎ ৩৮-৪০ মিলিয়ন গ্যালন জল উপাদন স্বাভাবিক বলে ধরা হয়। পুরসভা সূত্রে খবর এই মুহূর্তে ৩৫ মিলিয়ন গ্যালন জল উপাদন সম্ভব হচ্ছে। এর বাইরে হুগলির শ্রীরামপুরে বালি পুরসভার নিজস্ব জল প্রকল্প থেকে পাওয়া প্রতিদিন ৫-৬ মিলিয়ন গ্যালন জল বালির একাংশে জলের চাহিদা মেটাচ্ছে।ভ্রজল সরবরাহের সময়ের কিছুটা হেরফের করা হয়েছে। অনেক এলাকায় সকালের দিকে একটানা ৩ ঘন্টা জল দেওয়ার পরিবর্তে এক থেকে দেড় ঘণ্টা জল দিয়ে আবার দুপুরে ও বিকেলে জল দেওয়া হচ্ছে। এভাবে দিনে ৫-৬ ঘন্টা জল সরবরাহ করে সঙ্কট মোকাবিলা করা যাচ্ছে। তবে সব সময়েই ঘরপোড়া গোরুর মতো তটস্থ থাকতে হয় জল সরবরাহ বিভাগের কর্মী-আধিকারিকদের।

রামের দলে রাধিকা,লোকসভার আগেই বঙ্গ বিজেপি-তে নয়া মুখ জমিদার বংশের দুহিতা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দোরগোড়ায় লোকসভা নির্বাচন। ভোটে বঙ্গ BJP-র জন্য ৩৫ আসনের টার্গেট বেঁধে দিয়েছেন অমিত শাহ, সূত্রের খবর এমনটাই। এদিকে বাংলার গেরুয়া শিবিরে এবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেলেন রাধিকা ভট্টাচার্য শাহ। রাজ্য BJP-র প্রধান মুখপাত্রের দায়িত্বে রয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য। সম্প্রতি তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন। এবার বঙ্গ ক্সখগু-র মুখপাত্রের দায়িত্ব পেলেন রাধিকা ভট্টাচার্য শাহ। লোকসভা ভোটের মুখে তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।রামের দলের সেই রাধিকার পরিচয়- তিনি পিতৃকুল, মাতৃকুল দু’দিক থেকেই বনেদি রক্ত বহন করছেন। এক দিকে মুর্শিদাবাদের জমিদার বংশের পরিচয়। অন্য দিকে, জাহাজ ব্যবসায়ীর বনেদিয়ানা।পুরো নাম রাধিকা ভট্টাচার্য শাহ। বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন রাজ্যে যখন দিলীপ ঘোষ সভাপতি। বেশ কয়েক বছর আগে দিলীপের হাত থেকে পতাকা নিলেও সদ্য দায়িত্ব পেলেন সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডার থেকে। বাংলার অন্যতম মুখপাত্র হলেন রাধিকা। রাজনীতি নয়, পেশায় কর্পোরেট জগতের আন্তর্জাতিক বিষয়ের পরামর্শদাতা। কাজ করেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জেও। সেই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রামীণ শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন নিজস্ব বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে।ভ রাধিকা বলেছেন, ‘ সারাজীবন অনেক কাজ করেছি। মানুষের সেবা করেছি। এখন আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাজের সঙ্গেও যুক্ত হতে চাই। সেই কারণেই রাজনীতির আঙিনায়।'' পারিবারিক পরিচয় নিয়ে যে তিনি গর্বিত, তা তাঁর কথায় কথায় স্পষ্ট। মূলত মুম্বইয়ের বাসিন্দা হলেও তিনি এখন বাংলার মুখপাত্র। তাই সম্ভবত রাধিকা বারে বারে বোঝাতে চাইলেন, বাংলাই তাঁর মূল। বললেন, ‘ এমন দু’টি পরিবারের সদস্য, যাদের কথা ‘ নামের বইয়ে উল্লেখ রয়েছে।'' সেই সূত্রেই রাধিকা জানালেন, তাঁর পিতামহ ছিলেন জমিদার। রায়সাহেব নগেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের জায়গির পেয়েছিলেন। নগেন্দ্রকুমার বহরমপুরের উল্লেখযোগ্য জমিদারও ছিলেন।ভ্রলোকসভা নির্বাচনের আগে আগেই দায়িত্ব পেয়েছেন রাজ্য বিজেপির। কলকাতায় আসার কথা দু’এক দিনের মধ্যেই। তার পরে বিজেপির সাংবাদিক বৈঠকে বা চ্যানেলের সান্ধ্য বিতর্কে দেখা যেতে পারে ‘ রাধিকাকে। এত দিন বাংলার বাইরে থেকে রাজ্য রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে অসুবিধা হবে না? রাধিকার জবাব, ‘ বাইরে আবার কী! যেখানেই থাকি বাংলার সঙ্গেই থাকি। এখানকার রাজনীতির কথাও রোজ জানি, শুনি। আর বিজেপি তো শুধু বাংলার কথা বলে না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখন বিশ্বের নেতা। তিনি নতুন ভারত গড়ছেন। সেই কথাই তো বলব।''একই সঙ্গে রাধিকা জানান বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি তো বটেই, তিনি গুজরাতি, মরাঠি, পাঞ্জাবি এবং উর্দুতেও অনর্গল কথা বলতে পারেন।ভ্রকিন্তু রাধিকার মতো ‘ প্রোফাইল’ মুখপাত্র রাজ্য বিজেপির জন্য? দলের এক রাজ্য নেতা বলেন, ‘ নতুন বিজেপির সব কিছুই নতুন। এখন রাজ্য কমিটি থেকে মোর্চা নেতৃত্ব- সর্বত্রই চিকিসক, অধ্যাপক, আইনজীবীদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেই ছাপ রয়েছে দলের লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থিতালিকাতেও।'' এই প্রসঙ্গে রাধিকা বলেন, ‘ যে সময়ের সঙ্গে বদলাচ্ছে, তা তো মানতেই হবে। আমাদের প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মানুষ।''রাজ্যে তৃণমূল ইদানীং বিজেপিকে ‘ দল’ বলে উল্লেখ করে। এ বার খোদ জমিদার বংশের কন্যা দলের মুখপাত্র! এর জবাবও তো দিতে হবে? রাধিকা জানালেন, তিনি তৈরি। বললেন, ‘ মানেই খারাপ নাকি! সবেতেই খারাপ-ভাল রয়েছে। তা ছাড়া কে কী বললেন, তাতে যে কিছু আসে-যায় না, সেটা দেশকে বুঝিয়ে দিয়েছেন মোদীজি। ওঁকে কম আক্রমণ করা হয়েছে? কিন্তু দেশের উন্নয়নের লক্ষ্য থেকে কি সরানো গিয়েছে মোদীজিকে?''

ভোট শেষের আগে স্থগিত থাক এজেন্সির তদন্ত, কমিশনে নালিশ তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোটের গোটা প্রক্রিয়া শেষ হতে এখনও সব মিলিয়ে বাকি ৬২ দিন। তার মধ্যে যেন কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি যেন কাউকে জেরার জন্য নোটিস পাঠানো, জেরা বা গ্রেপ্তারির মতো পদক্ষেপ না-করে, সেই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে পদক্ষেপের দাবি জানাল তৃণমূল। সোমবার তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অফিসে গিয়ে দেখা করেন।চিঠিতে তাঁরা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল এবং ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের গ্রেফতারের কথা তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া আরও সাতটি ঘটনার তালিকাও তুলে ধরেছেন যেখানে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), সিবিআই, জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) এবং আয়কর বিভাগ (আইটি) তৃণমূল সংসদ, বিধায়ক বা কর্মীদের বিরুদ্ধে নানা পদক্ষেপ করেছে।ভ্রগত সপ্তাহেও তৃণমূলের তরফে এ বিষয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছিল। সোমবার ফের চিঠি দেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া ওই চিঠিতে লেখা হয়েছে, এটি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আজ আমরা আপনাকে লিখছি যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন বিভাগ এবং সংস্থা সারা দেশ জুড়ে বিরোধী দলগুলির নেতা-কর্মীদের হয়রান করছে। জনাদেশের সঙ্গে আপস করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার এ হেন পদক্ষেপের ফলে তাদের নির্বাচনী প্রতিনিধিরা নির্বাচনের দৌড়ে অনেক পিছিয়ে পড়ছেন। এ সব কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কেন্দ্রীয় সরকার নিজের স্বার্থ চরিতার্থে কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বিভাগকে ব্যবহার করছে।ভ চিঠিতে লেখা হয়েছে, কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রকে জেনেবুঝে হয়রান করছে সিবিআই। গত ২৩ মার্চ, মহুয়ার অফিস এবং বাসস্থান-সহ মোট চারটি জায়গায় হানা দেয় সিবিআই। এই হানায় সদর্থক কিছুই পাননি সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা। শুধু তাই নয়, সকল নথিপত্র জমা দেওয়ার পরেও বৈদেশিক মুদ্রা আইন (ফেমা)-এও মহুয়াকে ডেকেছিলেন ইডির আধিকারিকেরা। এ সবই ভোটারদের মনে মহুয়ার প্রতি এক বিরূপ মনোভাব যাতে তৈরি হয়, তারই প্রচেষ্টা আর কিছুই নয়।চিঠিতে তৃণমূলের রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিন্হার বাসভবনে ইডির অভিযানের কথা তুলে ধরেছে। যাঁকে পরে তলব করেছিল ইডি। এ ছাড়াও কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাসের বাড়িতে তিন দিনের জন্য আয়কর বিভাগের অভিযান চালানো হয়েছিল। সে বিষয়েও জানানো হয়েছে। তৃণমূল আরও অভিযোগ করেছে যে, এনআইএ তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচারাভিযান ব্যাহত করার জন্য ২০২৩ সালে নথিভুক্ত একটি মামলায ১৯ জন দলীয় কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।ভ্রকমিশনের কাছে তৃণমূলের অনুরোধ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে তাদের দলের সদস্য এবং বিজেপি-বিরোধী

অসত্য বিজ্ঞাপন’ মামলায় রামদেবকে হুঁশিয়ারি সুপ্রিম কোর্টের

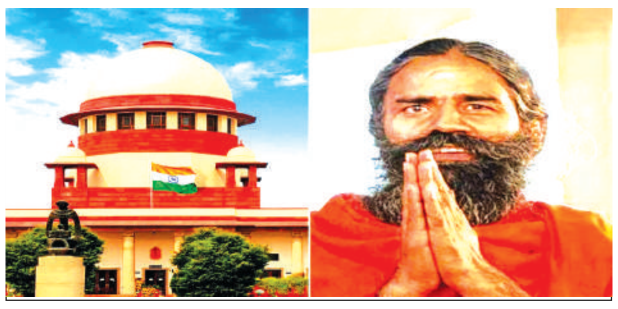

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ পতঞ্জলির বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট রামদেবকে হুঁশিয়ারি দিল। শীর্ষ আদালত তাঁকে স্পষ্ট বলল, কড়া পদক্ষেপের জন্য তৈরি থাকুন। এর আগে এই মামলায় রামদেবকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই নির্দেশ মেনেই মঙ্গলবার রামদেব এবং তাঁর সহযোগী আচার্য বালকৃষ্ণ হাজিরা দেন। ভ্রভুল বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত মামলায় রামদেব এবং আচার্য বালকৃষ্ণকে এর আগে আদালত অবমাননার নোটিস দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের কৈফিয়ত তলব করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু পতঞ্জলির পক্ষ থেকে কোনও জবাব না আসায় ক্ষোভ প্রকাশ করে শীর্ষ আদালত। তারপরই কড়া নির্দেশ দিয়ে বলা হয়, ২ এপ্রিল তাঁদের দুজনকে হাজিরা দিতেই হবে। সেই মতোই মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে হাজিরা দিলেন রামদেব এবং তাঁর সহযোগী। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ ছিল, রামদেবের সংস্থা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা এবং চিকিৎসকদের অপমান করেছে। এছাড়া কোভিড ১৯-এর ভ্যাকসিন নিয়েও এই সংস্থা ভুল প্রচার করেছে বলে অভিযোগ করা হয়। বিষয়টি শীর্ষ আদালতে যাওয়ার পর রামদেবকে নোটিস ধরানো হয়েছিল। তারপরই অবশ্য হলফনামা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেন রামদেব-সহযোগী বালকৃষ্ণ। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয়নি। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে হাজিরা দিতেই হল রামদেবকে। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন দাবি করেছিল, পতঞ্জলির করা দাবিগুলি আদৌ সত্যি বলে প্রমাণিত নয় এবং তা ১৯৫৪ সালের ড্রাগস অ্যান্ড আদার ম্যাজিক রেমেডি আইন এবং ২০১৯ সালের উপভোক্তা সুরক্ষা আইনের মতো আইনগুলিকে সরাসরি লঙ্ঘন করে।এই প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট সংস্থাকে ১ কোটি টাকা জরিমানা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। পাশাপাশি পতঞ্জলিকে সমস্ত বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এবং সংবাদপত্রে সমস্ত ভুয়ো বিজ্ঞাপন বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। গোটা বিষয় নিয়ে

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিকশিত ভারতের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে বিজেপিঃরাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃবিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের সমস্ত কর্মীদের হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। একইসঙ্গে জোর দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিকশিত ভারতের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে বিজেপি। ৬ এপ্রিল বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস, এই উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে টুইট করে রাজনাথ সিং লিখেছেন, বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা রাজনাথ সিংমাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ আরও লেখেন, আমি দলের সমস্ত কর্মীদের অভিনন্দন জানাই, যারা বিজেপিকে শুধু ভারতে নয় বিশ্বের এক নম্বর রাজনৈতিক দলে পরিণত করেছেন। এখন প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে, বিজেপি একটি বিকশিত ভারতের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিকশিত ভারত গড়তে সাহায্য করছে বিজেপিঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ বিজেপি প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের সমস্ত কর্মীদের হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিকশিত ভারত গড়তে সাহায্য করছে বিজেপি। ৬ এপ্রিল বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে এক্স-এ অমিত শাহ টুইট করে লিখেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসে সকল কর্মীদের শুভেচ্ছা।অমিত শাহ আরও লেখেন, সংগঠনের প্রতি অটুট নিবেদন, কাজের প্রতি আনুগত্য এবং দেশ গঠনের সংকল্প নিয়ে, দিনরাত কাজ করে কর্মীরা বিজেপিকে কোটি কোটি দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খার শক্তিশালী মাধ্যম করে তুলেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, বিজেপি দরিদ্র কল্যাণ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনর্গঠন এবং মহিলাদের সম্মানের সমার্থক হয়ে একটি বিকশিত ভারত গড়তে সাহায্য করছে।

কেরলে ২০টির মধ্যে একটি লোকসভা আসনেও জিতবে না বিজেপিঃপিনারাই বিজয়ন

তিরুবনন্তপুরম, ৬ এপ্রিল ঃ কেরলে ২০টির মধ্যে একটি লোকসভা আসনেও জিতবে না বিজেপি। বড়সড় দাবি করলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। তিনি বলেছেন, ''''আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি রাজ্যের ২০টি লোকসভা আসনের মধ্যে একটিও জিততে পারবে না...সিপিআই (এম)-এর ইস্তেহারে সিএএ বাতিল করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যেখানে কংগ্রেসের ইস্তেহার এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে নীরব রয়েছে।কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন আরও বলেছেন, ৩৭০ অনুচ্ছেদ যা জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে তা বিজেপি সরকার একদিনেই বাতিল করেছিল। কোনও প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই এটি অপসারণ করা হয়েছে। কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে সংসদের ভিতরে ও বাইরে প্রতিবাদ জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা ধারাবাহিকভাবে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান এবং নীতিগুলি বজায় রেখেছি, কংগ্রেসের ঠিক বিপরীতে, যা ভোটের জন্য মূল্যবোধের সঙ্গে আপস করতে ইচ্ছুক বলে মনে হচ্ছে।

আবগারি মামলায় ইডি-র তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অতিশী, কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে তোপ এএপি নেত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ আবগারি দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র নেত্রী অতিশী।পাশাপাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। শনিবার সকালে অতিশী বলেছেন, বিগত দুই বছর ধরে এই তথাকথিত আবগারি কেলেঙ্কারির মানি ট্রেইল (অর্থ উৎস) তদন্ত করছে ইডি। ইডি এখনও এএপি-র নেতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থের ট্রেইল তদন্ত করছে, কিন্তু তাঁরা কোনও এএপি নেতার কাছ থেকে অপরাধের আয়ের এক পয়সাও পায়নি। সুপ্রিম কোর্ট ক্রমাগত ইডিকে জিজ্ঞাসা করেছে, এএপি-র সঙ্গে মানি ট্রেইল কোথায় যুক্ত?... কিন্তু ইডি-র কাছে এর কোনও উত্তর নেই।দিল্লির মন্ত্রী অতিশী আরও বলেছেন, বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বলেছেন, মানি ট্রেইল প্রমাণিত হয়নি, এটা বিতর্কিত। কিন্তু মানি ট্রেইল না থাকার পরেও এই মামলায় অনেক এএপি নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিজেপির সমালোচনা করে অতিশী বলেছেন, বিজেপি এএপি এবং দলের নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই, আইটি এবং ভারতের নির্বাচন কমিশনের মতো সংস্থাগুলির মাধ্যমে সমস্ত ধরণের মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। আমি বিজেপিকে বলতে চাই, তাঁরা যদি রাজনৈতিকভাবে এএপি-র মুখোমুখি হতে চায়, তাহলে বিজেপিকে এজেন্সির আড়ালে লুকিয়ে নির্বাচন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। সাহস থাকলে এগিয়ে আসুন এবং আপনার কাজের ভিত্তিতে নির্বাচনে লড়ুন।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে ভারতঃযোগী আদিত্যনাথ

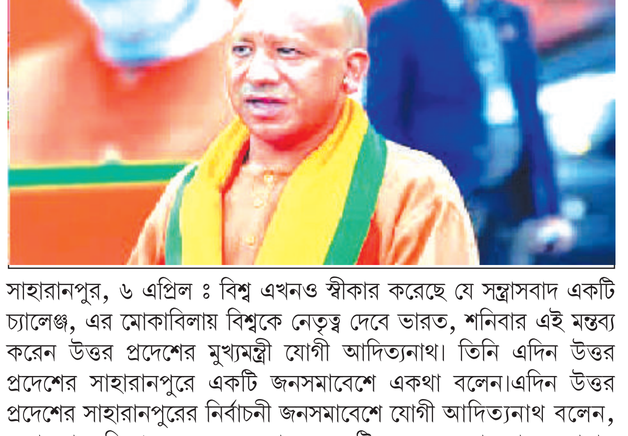

সাহারানপুর, ৬ এপ্রিল ঃ বিশ্ব এখনও স্বীকার করেছে যে সন্ত্রাসবাদ একটি চ্যালেঞ্জ, এর মোকাবিলায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে ভারত, শনিবার এই মন্তব্য করেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি এদিন উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরে একটি জনসমাবেশে একথা বলেন।এদিন উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরের নির্বাচনী জনসমাবেশে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের সকলের কাছে একটি বড় সমস্যা। যার সমাধান করা অত্যন্ত আবশ্যিক একটি কাজ। আজ বিশ্বও স্বীকার করেছে যে সন্ত্রাসবাদ একটি চ্যালেঞ্জ, এর মোকাবিলায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে ভারত।

গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পাকিস্তানের দুই মহিলা ক্রিকেটার

করাচি, ৬ এপ্রিল ঃ গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে প।ছেন পাকিস্তান মহিলা দলের দুই ক্রিকেটার বিসমাহ মারুফ ও গুলাম ফাতিমা। আগামী ১৮ জুলাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শুরু হবে সফর। সেই সফরকে সামনে রেখে শুক্রবার রাতে করাচিতে অনুশীলন করতে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার শিকার হন তাঁরা। অবশ্য বিসমাহ ও ফাতিমার বড় ধরনের কোনও ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তাঁদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তাঁরা পিসিবির মেডিক্যাল টিমের পর্যবেক্ষণে আছেন। করাচিতে এমাসের ১৮ তারিখ থেকে শুরু হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাকিস্তানের ৩ ম্যাচের ওয়ানডে ও ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৭এপ্রিল ঃ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৭এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২৪চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪চৈত্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৪চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৫০শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ২০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৪৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। একাধিক উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। বন্ধু এবং আত্মীয়দের সাথে মজা করুন।

বৃষভ রাশিঃকফি ছাড়ুন বিশেষ করে হার্টের রোগীরা। আপনি বাড়ির চারপাশের ছোট ছোট জিনিসগুলিতে আজ প্রচুর ব্যয় করতে পারেন যা মানসিকভাবে আপনাকে চাপ দিতে পারে।

মিথুন রাশিঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। শুভদিন

কর্কট রাশিঃস্বাস্হ্যের প্রতি যত্ন নিন এবং সব জিনিস ঠিকঠাক করে রাখুন। আপনার স্ত্রীর সাথে

সিংহরাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।

কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন

তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।

বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে

ধনু রাশিঃ আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলিতে আপনার শক্তি নিয়োগ করুন যা আপনাকে শ্রেষ্ঠতর করে তুলবে। শুভদিন

মকর রাশিঃসংসারে শান্তি হবে

কুম্ভ রাশিঃআপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে।

মীন রাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। বাচ্চাদের নিজেদের প।।শোনা এবং ভবিষ্য পরিকল্পনায় মনোযোগী হওয়া দরকার। ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে উচ্চকিত হবেন না।

রাতে ভেঙে পড়ল পাথুরিয়াঘাটায় বাড়ির একাংশ

কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ ফের কলকাতায় বাড়ি ভাঙার আতঙ্ক। গার্ডেনরিচ, বউবাজারের পর এবার বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ল পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। রাতেই সেখানে দ্রুত পৌঁছয় দমকল বাহিনী ও বিপর্যয় মোকাবিলার দল। শনিবার সকালেও আসেন পুরসভা ও জোড়াবাগান থানার পুলিশকর্মীরা। এলাকার বিধায়ক শশী পাঁজা ও ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিনা হাজরা ঘটনাস্থলে যান। বাড়িটিকে ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাড়ির বাসিন্দাদের অন্যত্র যাওয়ার কথা বলে নোটিসও দেওয়া হয়েছে। পাশের একটি জমিতে চলছে বহুতল গড়ার কাজ। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, সেখানে পাইলিং করার জন্যই এই বিপত্তি। ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্তা শনিবার ঘটনাস্থলে যান। ওই বাড়ির দুই বাসিন্দাকেই উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের একজন ৪৮ বছরের প্রভাদেবী সিং, অন্যজন ৩৬ বছরের বিশ্বামিত্র উপাধ্যায়।

প্রার্থীদের কাছে ভোটারদের দাবি মৈপীঠ কুলতলি ও জয়নগর রেলপথের কাজ কবে শুরু হবে

জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ৪ এপ্রিলঃ সুন্দরবনের মৈপীঠ কুলতলি জয়নগর রেলপথের দাবির কথা শুনতে হচ্ছে প্রার্থীদের ভোটের প্রচারে বেরিয়ে। আর ভোট প্রচারে বেরিয়ে ভোটারদের দাবির গুরুত্ব মেনে উওর ও দিতে হচ্ছে সব দলের প্রার্থীদের। আর এমনই ছবি উঠে এলো সুন্দরবনের কুলতলি মৈপীঠ সহ একাধিক এলাকা থেকে। সুন্দরবনের কুলতলি-মৈপীঠ থেকে জয়নগর আসতে নিত্য দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাধারণ মানুষকে। জামতলা থেকে ২৮ কিমি দূরে জয়নগরে এসে ট্রেন ধরতে হয় যাত্রীদের। আর তাই লোকসভা ভোটের প্রচারে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা এলাকায় এলে নতুন রেলপথের দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা দুবারের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল বলেন, সংসদে এই রেলপথের দাবি অনেকবার জানিয়েছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোনো গুরুত্ব দেয়নি। সেই কথা প্রচারে মানুষকে জানাচ্ছি। ফের সংসদে যাওয়ার সুযোগ পেলে এই দাবিতে আরও সোচ্চার হবো। এই জয়নগর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার অশোক কাণ্ডারী বলেন, সুন্দরবনের মানুষ সঠিক দাবিই জানিয়েছেন। প্রচারে গিয়ে এই দাবির কথা আমাকে ও শুনতে হচ্ছে। তৃণমূলের সাংসদ মানুষের দাবিকে দশ বছর ধরে কোনো গুরুত্বই দেননি। উল্টোদিকে,

জয়নগরের এসইউসিআই প্রার্থী নিরঞ্জন নস্কর বলেন,গরিব মানুষের দাবি এই সব সাংসদরা লোকসভায় তোলেন না। মানুষের দুর্ভোগ যন্ত্রণার কথা লোকসভায় তুলে ধরতে হবে। কুলতলির প্রাণকেন্দ্র জামতলা। এই জামতলা মোড় থেকেই জয়নগরের অটো, বাস, ট্রেকার ও ম্যাজিক গাড়ি ছাড়ে। কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ থেকে জামতলার দূরত্ব ৩৩ কিমি। মৈপীঠের গঙ্গার ঘাট থেকে মাত্র একটি সরকারি বাস কয়েক মাস আগে চালু হয়েছিল যা বর্তমানে আবার বন্ধ হয়ে গেছে।বাসটি কলকাতায় যেতো। তবে সিংহভাগ মানুষই জয়নগর-মজিলপুর স্টেশন থেকে ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে চেপে প্রতিদিন কলকাতায় যান। এই ব্যবস্থার বদল চাইছেন কুলতলি-মৈপীঠের মানুষজন। যে প্রার্থীই গ্রামে প্রচারে আসছেন, তাঁদের কাছেই এই দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা। ভোট এসেছে। প্রার্থীরা বাড়ি বাড়ি আসছেন। আর তাঁদের রেলপথের দাবি জানালে আশ্বাস দিয়েই চলে যাচ্ছেন। ভোট আসে ভোট যায়, সুন্দরবনের মানুষের সমস্যার সমাধান কি আদৌ হয় বা হবে সে প্রশ্নই ঘোরাফেরা করছে সুন্দরবনের ভোটারদের মনে।

বি.গার্ডেন এলাকার পুকুর থেকে প্রৌঢ়ের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়ার, ৪ এপ্রিলঃ হাওড়ার বি.গার্ডেন এলাকার একটি পুকুর থেকে এক প্রৌঢ়ের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল।শুক্রবার রাতে স্থানীয় কাজীবাগান এলাকার একটি পুকুর থেকে দেহটি উদ্ধার হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। বি.গার্ডেন পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম রাজকুমার দাস (৫৫)। তিনি হাওড়ার সুরকিকল এলাকার বাসিন্দা। এখানে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তিনি। শুক্রবার রাতে কাজীবাগান এলাকায় বাড়ির পাশে একটি পুকুরে তাঁর দেহ পাওয়া যায়। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। পুকুরে ডুবেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করছে পুলিশ।

আন্দুল রোডের অভিজাত আবাসনে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, আন্দুল, ৪ এপ্রিলঃ আন্দুল রোডের অভিজাত আবাসনে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, চাঞ্চল্য। তদন্তে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনায় উভয়পক্ষের একাধিক জন আহত হন। আবাসনের পরিচালন সমিতির লোকজনের বিরুদ্ধে বহিরাগতদের এনে আবাসিকদের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, আন্দুল রোডের হালদার পাড়ায় অবস্থিত ওই অভিজাত আবাসনের পরিচালন সমিতির মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। অভিযোগ, পুরনো কমিটির লোকজনরা প্রায় জোর করেই আবাসিকদের থেকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টাকা দাবি করেছিল। শুক্রবার রাতে এই নিয়ে আবাসনে বৈঠকে বসেন আবাসিকরা। সেখানেই উভয়পক্ষের তুমুল বচসা শুরু হয়। এরপরেই আবাসনে বহিরাগতরা এসে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। মহিলাদের উপরেও তারা চড়াও হয়। হামলায় কয়েকজন আবাসিক আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় হাওড়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে। হামলাকারীদেরও কয়েকজন আহত হয়েছেন এই ঘটনায়। রাতেই ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। আহতদের নিয়ে আসা হয় হাসপাতালে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাঁকরাইল থানার পুলিশ।

নিউটাউনে ভয়াবহ স্কুটি দুর্ঘটনায় মৃত এক

কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ বেপরোয়া গতি এবং পিছন থেকে প্রাইভেট গাড়ির ধাক্কা মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক স্কুটি চালকের। মৃতের নাম বাপ্পা ঘোষ (৪৮)। ঘটনাটি নিউটাউন বিশ্ব বাংলা সরনির ইকোপার্ক দু নম্বর গেটের কাছে। ঘাতক গাড়িটিকে আটককরেছে নিউটাউন ট্রাফিক পুলিশ।

স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে খবর,শনিবার পৌনে বারোটা নাগাদ নিউটাউন বিশ্ব বাংলা সরনী ধরে ইকোপার্ক এক নম্বর গেট হয়ে আকাঙ্খা মোড়ের দিকে বেপরোয়া গতিতে একটি স্কুটি যাচ্ছিলো সেই সময় পেছন থেকে একটি প্রাইভেট চার চাকা গাড়ি স্কুটির পেছনে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। এরপর ধাক্কা সামাল দিতে না পেরে স্কুটি চালক ডিভাইভারের জলের মধ্যে মাথা ঢুকে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে নিউটাউন ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসে নিউটাউন ট্রাফিক পুলিশ এবং ইকোপার্ক থানার পুলিশ। আসেন বিধাননগর পুলিশের ডিসি নিউটাউন মাণব সিংলা এবং ডিসি ডিসি ট্রাফিক নর্ভু ভুটিয়া, নিউটাউন এর দায়িত্বে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ ক্ষতিয়ে দেখে দুর্ঘনার কারণ ক্ষতিয়ে দেখছে ইকোপার্ক থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, মৃত বাপ্পা ঘোষ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গাড়ির চালক ছিলেন।

দক্ষিন বারাশত কো.অপ.ব্যাংকে আগুন, আগুন নিয়ন্ত্রনে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিন বারাশত , ৪ এপ্রিল ঃ শনিবার দুপুরে জয়নগর ১ নং ব্লকের দক্ষিন বারাশত কো.অপ.ব্যাংকে আচমকা আগুন লেগে যায়। খবর দেওয়া হয় জয়নগর থানা ও জয়নগর মজিলপুর দমকল অফিসে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল সহ জয়নগর থানার একাধিক পুলিশ। পুলিশ, দমকল ও সাধারণ মানুষের চেষ্টা আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। তবে ক্ষয় ক্ষতি পরিমাণ বেশি নয় বলে জানা যায়। দমকল ও পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ব্যাংকের এসি থেকে শটশার্কিট হয়ে এই আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে হতাহতের কোনো খবর নেই।

প্রচারে এসে আদিবাসী নৃত্যতে মেতে উঠলেন হুগলির তৃণমূলের তারকা প্রার্থী রচনা বন্দোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ৪ এপ্রিলঃ ভোট প্রচারে এসে আদিবাসী নৃত্যতে মেতে উঠলেন হুগলির তৃণমূলের তারকা প্রার্থী রচনা বন্দোপাধ্যায়। শনিবার হুগলি ধনিয়াখালি বিধানসভার গুরাপের ভোট প্রচারের আসেন রচনা। সেখানে প্রথমে শীতলা মন্দিরে পুজো দেন তার পর জনসংযোগে বেরিয়ে ধামসা মাদলের তালে হাতে হাত ধরে আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে নাচ করতে দেখা যায় রচনাকে।

দিদি নাম্বার ওয়ানকে দেখার জন্য এই দিন মানুষের ভিড় ছিল উপচে পড়ার মতো। বিরপুরে জনসংযোগ করতে এসে নতুন এক অভিজ্ঞতা গড়ার জন্য একেবারে আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে তাদের মতো করে একসঙ্গে নাচ করেন। তারকা প্রার্থী তথা অভিনেত্রী রচনা বন্দোপাধ্যায়কে দেখার জন্য রোদের মধ্যেও কাতারে কাতারে মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন। অভিনেত্রী প্রার্থীকে সামনে থেকে দেখতে পেয়ে সেলফি তোলার ভিড় লেগে যায় । সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেলফি তোলেন রচনা বন্দোপাধ্যায়। এই বিষয়ে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভোট প্রচারে এসে প্রতিদিন মানুষের থেকেই নতুন নতুন ভাবে তিনি শিখছেন। প্রতিদিনই মানুষের কাছ থেকে ভালবাসা পাচ্ছেন সেই কারণে তিনি খুবই খুশি। নিজের জয়ের বিষয়ে তিনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। মানুষের ভালবাসা রয়েছে তার উপরে। তিনি সেই ভালবাসা এবং বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন। ভোটে জিতে তিনি মানুষের পাশেই থাকবেন এই কথাই জানান হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাশ্মীরে কর্মরত এক জওয়ানের রহস্য-মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য, হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের পেঁড়ো গ্রামের ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়ার, ৪ এপ্রিল ঃ কাশ্মীরে কর্মরত এক সেনা জওয়ানের রহস্য-মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের পেঁড়ো গ্রামের বাসিন্দা বরুণ দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে বাড়ছে রহস্য। মৃতের পরিবার সূত্রের খবর, শুক্রবার দুপুরে পরিবারের সাথে কথা বলার মাত্র ঘন্টাখানেকের মধ্যে বাড়িতে আসে ওই দুসংবাদ। শ্রীনগরের সেনা ছাউনি থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার হয় বরুণ বাবুর দেহ। তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে বাড়িতে খবর আসে। যদিও, তাঁর স্ত্রীর অভিযোগ যিনি মাত্র তার এক ঘন্টা আগে বাড়িতে ফোন করে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলেছিলেন তারপরে কিভাবে ঘটতে পারে এমন একটা ঘটনা। ডিউটির চাপে কি এমন ঘটনা না অন্য কোনও কারণে এই ঘটনা সেটাই বুঝে উঠতে পারছেন না মৃতের পরিবার। প্রসঙ্গত, গত ১৯ বছর ধরে সেনাবাহিনীতে কর্মরত রয়েছেন বরুণ দাস। মাত্র হপ্তাখানেক আগেই পদোন্নতি হয়েছিল তাঁর। বরুণ দাসের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তাঁর পরিবারে ও গোটা গ্রামে। মৃত সেনাকর্মীর স্ত্রী বিজলি দাস বলেন, আমার স্বামী আমাকে শুক্রবার ফোন করেছিল। আমার মেয়ে স্কুলে পরিচয়পত্র নিয়ে যায়নি। সেই কারণে স্কুলে ঢুকতে দেবেনা। এই ব্যাপারে আমার স্বামী স্কুলে ফোন করেছিল।

এছাড়াও স্কুলে অনলাইনে কিভাবে পেমেন্ট করতে হয় সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলাম। বলেছিল সে ফোন করবে। পরে স্কুলে ফোন করেছিল তা জানিয়েছিল। এরপর দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আড়াইটে নাগাদ ঘুম থেকে উঠে দেখি ফোন আসেনি। চারটে নাগাদ মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে গিয়েছিলাম। তখন কন্ট্রোল রুম থেকে ফোন করা হয়। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানানো হয় ডিউটি করার সময় স্বামীর গুলি লেগেছে। কিন্তু পরে জানানো হয় তিনি আত্মহত্যা করেছেন। আমার অনুমান অফিসে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। ১৯ বছর ধরে উনি সেনাকর্মী হিসেবে চাকরি করেছেন। উনি কোবরা বাহিনীতে কাজ করেছেন। কাজে প্রচন্ড চাপ ছিল। এখন শ্রীনগরে ছিলেন। সম্প্রতি হেড কনস্টেবল হয়েছিল। আমরা এই মৃত্যুর তদন্ত চাই। আত্মহত্যা করেছে বললে হবেনা।

রাজ্যের পাঁচ পুলিশ পদাধিকারীককে সরানোর নালিশ বিজেপির

কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ আবারো রাজ্যে সন্দেশখালির ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ভূপতিনগরে ফের আক্রান্ত কেন্দ্রীয় এজেন্সি। পুলিশ ঘটনার সময় নিষ্ক্রিয় ছিল বলে কমিশনে নালিশ জানালো বিজেপি। তাদের দাবি অবিলম্বে ওসি ভূপটিনগর পুলিশ স্টেশন, এসডিপিও কনটাই, এসপি পূর্ব

মেদিনীপুর, এডিজি ল এন্ড অর্ডার, ডিজি আইজিকে অপসারণ করা উচিত। শনিবার কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জমা দিলো বিজেপি প্রতিনিধি দল। এদিন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে এসেছিলেন বিজেপি নির্বাচনী কমিটির সদস্য শিশির বাজরিয়া ও মুখপাত্র শতরূপা সিনহা। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাতের পর শিশির বাজড়িয়া জানান, মুখ্যমন্ত্রী গতকাল কেন্দ্রীয় এজেন্সির ওপর হামলার কথা বলে ছিলেন। আজ এন আই এ দলের ওপর আক্রমন হয়ে গেলো। তাই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে অভিযোগ জানাতে এসেছি। এছাড়াও এই অভিযোগ পত্র পাঠানো হচ্ছে স্পেশাল পর্যবেক্ষকের কাছে, দিল্লিতে পাঠাচ্ছি। শুধু অ্যাকশান নয় সরাসরি এই সব অফিসারদের সরানো উচিত বলে দাবি। ওসি ভূপটিনগর পুলিশ স্টেশন, এসডিপিও কনটাই, এসপি পূর্ব মেদিনীপুর, এডিজি ল এন্ড অর্ডার, ডিজি আইজি - এরা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি শাসক দলের হয়ে কাজ করছে। সিইও এ বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। কাউকে ধরতে গেলে কেন্দ্রীয় এজেন্সি কি জানিয়ে যাবে।

ইডির পরে এবার হামলা এনআইএ-র ওপরে, ভূপতিনগরে ভাঙা হল গাড়ির কাঁচ

ভূপতিনগর, ৬ এপ্রিলঃ ইডির পরে এবার হামলা এনআইএ-র ওপরে! ভূপতিনগরে ভাঙা হল গাড়ির কাঁচ। বছর দুয়েক আগে ভূপতিনগরে বিস্ফোরণের তৃণমূলের তিন নেতা-কর্মীর মৃত্যু। হাইকোর্টের নির্দেশে সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এনআইএ। ভূপতিনগরের অর্জুননগর থেকে দুই ব্যক্তিকে আটক করে গাড়িতে তোলেন এনআইএ আধিকারিকরা। সেই সময় স্থানীয় মানুষদের একটি অংশ গাড়ি ঘিরে ঘরে আটক ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়ার দাবি করে। তারপর গাড়ি ইঁট ছোড়া হয়। ইঁটের ঘায়ে গাড়ির কাঁচ ভাঙে। গাড়িতে থাকা এনআইএ-র দুই আধিকারিক আহত হন। একজনের মাথা ফাটে বলে জানা গিয়েছে। তবে সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকায় আটক ব্যক্তিকে গাড়ি থেকে নামাতে পারেনি স্থানীয়দের একাংশ। এনআইএ ভূপতিনগর থানায় অভিযোগ জানায়। পরে অবশ্য দুইজনকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসে এনআইএ। পরে ওই দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। প্রসঙ্গত গত ২০২২-এর দোসরা ডিসেম্বরে বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল ভূপতিনগর। কাঁথিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার আগের রাতে ঝলসে মৃত্যু হয় অন্তত তিনজনের। তৃণমূলের বুথ সভাপতি রাজকুমার মান্না, তাঁর ভাই দেবকুমার মান্না ও বিশ্বজিত্ গায়েনের বিরুদ্ধে বেআইনি বাজি কারবারের অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময় ওই ঘটনার এনআইএ তদন্তের দাবি করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আদালতের নির্দেশে সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে এনআইএ। সেই তদন্ত করতে গিয়েই হামলার মুখে পড় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এই সংস্থা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভূপতিনগরের বাসিন্দা বলাই মাইতি, মনোব্রত জানাদের তলব করেছিল এনআইএ। কিন্তু তিনি নির্ধারিত দিনে হাজিরা না দিয়ে ভোটে ব্যস্ত থাকার কথা জানান। গভীর রাতে সেই বলাই মাইতির খোঁজে তল্লাশি চালায় এনআইএ। দুইনজকে গাড়িতে তুলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময়ই হামলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এনআইএ-এর তরফে পুলিশের কাছে ফোর্স চেয়েছিল এনআইএ। তার আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে অর্জুননগর গ্রামে পৌঁছে যায় এনআইএ। দুইজনকে ধরে বেরিয়ে আসার সময় মহিলারা গাড়ি ঘিরে ধরেন। গত মাসের শেষের দিকে তৃণমূল নেতা নবকুমার পন্ডা, সুবীর মাইতি, মানব পড়ুয়া-সহ আটজনকে নোটিস পাঠানো হয়। তাঁদের মধ্যে ওই দুজনও ছিলেন। ওই আটজনকে কলকাতার এনআইএ দফতরে তলব করা হয়েছিল। এনআইএ-র এই নোটিশের কিছু আগে টুইট করে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বিজেপি ও এনআইএ-র মধ্যে গোপন আঁতাতের অভিযোগ করেছিলেন। গত ৫ জানুয়ারি উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। একাধিক আধিকারিককে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিল। সেই ঘটনায় রাজ্য জুড়ে তোলপাড় হয়। তার রেশ কাটার আগেই এবার আক্রান্ত হল এনআইএ।

শরৎ চন্দ্র হালদার, ২৯ আসনে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করল বামফ্রন্ট

মথুরাপুর

কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ শনিবার ফের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বামফ্রন্ট। এদিন তারা মথুরাপুরের প্রার্থী হিসেবে ড. শরৎচন্দ্র হালদারকে মনোনীত করে। তিনি এবারের লোকসভায় সিপিআইএম এর কাস্তে হাতুড়ি তারা চিহ্নে লড়াই করবেন। এ পর্যন্ত ছয় দফায় আলোচনার ভিত্তিতে মোট ২৯ আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থী দিয়েছে। বাকী আসনে কংগ্রেস ও আইজকে সামনে রেখে লড়াই করতে চেয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস পরিস্থিতি বুঝে বামেদের সঙ্গে চলার পথ প্রশস্ত করলেও বাধ সাধে আইএসএফ। শেষ মুহূর্তে আসন সমঝোতায় রাজি না হওয়ায় তাদের বাদ দিয়ে লড়াইয়ে নেমেছে বামফ্রন্ট। শোনা গিয়েছে বামেদের তরফ থেকে দু থেকে তিনটি আসনে প্রার্থী ঘোষণার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা রাজ্যের আটটি আসনে লড়াই করার আবেদন জানিয়েছিল। পরবর্তীতে তারা রাজ্যের ১৩ আসনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে আসন সমঝোতায় জল ঢেলে দেয়। জানা গিয়েছে এরপরে আরো একটি প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে তারা। তাই এবারের লোকসভায় ব্রাত্য থেকে গেলো আইএসএফ।

‘প্রত্যেক বুথে সিসিটিভি থাকবে, যা মনিটারিং হবে দিল্লী থেকে’

দুরন্ত বার্তা,হুগলি, ৬ এপ্রিলঃ আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগারের সমর্থনে শনিবার তারকেশ্বরের গোবরহাঁড়া এলাকায় বিজয় সংকল্প সভা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উক্ত সভা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পুরশুরার বিধায়ক বিমান ঘোষ, খানাকুল বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন ঘোষ, গোঘাট বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক। সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেদিনীপুরের ভূপতি নগরে বিস্ফোরনের ঘটনায় এন আই এ এর উপর হামলা প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন এনআইএ সংবিধান স্বীকৃত এমন একটা সংস্থা যারা দেশকে সুরক্ষিত রাখার কাজ করে পাশাপাশি দেশের ভিতরে যারা দেশকে দুর্বল করার কাজ করে, তাদের বিরুদ্ধেও লড়াই করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাষায় এনআইএকে আক্রমণ করেছেন। তাতে তিনি ভারতের সংবিধানকে আক্রমন করার সামিল বলে ব্যাখ্যা করেন শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশকে না জানিয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, পুলিশ সুপারকে আগে স্যাক করা উচিত। ভাইপোর পা চাটা এস পি। এর কাজ হচ্ছে বিজেপির নেতা কর্মীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বড় মিথ্যাবাদী। বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে।তিনি আরো বলে গত লোকসভা ভোটে চন্দ্রকোনায় ১৬টি মেশিন অকেজো বলে ঘোষনা করিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যারফলে বিজেপি প্রার্থী কে হারতে হয়েছিল। আরামবাগ লোকসভা আসন গতবারেই জনতা বিজেপি কে দিয়েছিল। তিনি আরো বলেন এবারে প্রত্যেক বুথে সিসিটিভি থাকবে, যা মনিটারিং হবে দিল্লী থেকে। এবারের আরামবাগ লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন সিপিএম আমলে চিরকুটে চাকরি পেত। এই প্রার্থী বাবার দৌলতে সিপিএম র সময় চাকরি পেয়েছেন। তাকে এখানে প্রার্থী করা হয়েছে।

হুগলিতে ভাঙছে নদী পাড়, ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে গঙ্গার তীরবর্তী এলাকা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ৪ এপ্রিল ঃ বলাগড়ে আজও ভাঙছে নদী পাড়। ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে গঙ্গার তীরবর্তী এলাকা। যার জেরে চিন্তায় বলাগড়বাসী। আর এই ভাঙনকে ঘিরে তরজায় প্রার্থীরা। কয়েকদিন আগে গুপ্তিপাড়ার ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নদীর পাড় ভেঙে তলিয়ে যায়। এলাকার বাসিন্দারা মূলত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অভিযোগ, গঙ্গা ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে বহু চাষের জমি ঘরবাড়ি। আসলে বলাগড়ের ভাঙন সমস্যা দীর্ঘদিনের। সেই সমস্যা কবে মিটবে, বা আদৌ মিটবে কি না জানা নেই বলাগড়বাসীর। তবে নির্বাচন এলেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে বলাগড়ের নদী ভাঙন। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তাই এবারও তার কোনও ব্যতিক্রম নেই। ভোট এলেই দেখা মেলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের, মেলে প্রতিশ্রুতিও। কিন্তু আদতে বাসিন্দাদের সমস্যার কোনও সমাধান হয় না বলেই অভিযোগ। গুপ্তিপাড়া ১ নম্বর পঞ্চায়েতের

ফেরিঘাট সংলগ্ন গঙ্গা পাড়ে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে ভাঙন। ইতিমধ্যেই স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানান হয়। সেই মতো ৭০ লাখ টাকা ব্যয় করে রাজ্য সরকার গঙ্গা ভাঙন রোধে কাজ করছে। বোল্ডার ফেলে, বালির বস্তা দিয়ে ডাম্পিং করা হয়। স্থানীয়দের আশঙ্কা, যেভাবে গঙ্গা ভাঙন শুরু হয়েছে, তাতে একদিন পুরো এলাকাটাই গঙ্গাবক্ষে তলিয়ে যেতে পারে। বড় প্রকল্প না হলে গঙ্গা ভাঙ্গন রোধ করা যাবে না। ঠিক কী পরিস্থিতি? এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, বর্ষা এলেই শুরু হয় গঙ্গার ভাঙন। বিঘার পর বিঘা জমি গঙ্গাবক্ষে তলিয়ে যায়। একসময় যে জায়গায় চাষ হত, এখন সেই জমি গঙ্গাবক্ষে তলিয়ে গিয়েছে। গুপ্তিপাড়া, চরকৃষ্ণবাটি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় এই গঙ্গা ভাঙন শুরু হয়েছে। বাম আমল থেকেই মিলে আসছে প্রতিশ্রুতি, বর্তমান সরকারের আমলেও সেই একই প্রতিশ্রুতির বন্যা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। বিদায়ী বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করেও কোন সমস্যার সমাধান হয়নি। ফেরিঘাট পার করে যাতায়াত করতেও সমস্যা হয় আমাদের। আবার দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে ভোট। তাই যেই জিতুক, তাদের কাছে দাবি থাকবে গঙ্গা ভাঙন রোধ করার। গুপ্তিপাড়া ১ নম্বর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান বিশ্বজিৎ নাগ বলেন, গুপ্তিপাড়া ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রায় কয়েক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই গঙ্গার ভাঙন চলছে। তারমধ্যে ফেরি ঘাটের ডানদিকে প্রায় দেড়শো মিটার ও বাঁদিকে প্রায় ২০০ মিটার এলাকা জুড়ে ভাঙন শুরু হয়েছে। পাড়ায় সমাধানের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়। তবে যেভাবে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে তাতে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে রোধ করা সম্ভব নয়। তাই কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথ উদ্যোগে ভাঙন রোধে কাজ করা প্রয়োজন। হুগলি লোকসভায় যাঁরা প্রার্থী হয়েছেন, তাঁদের কাছে করজোরে আবেদন, বলাগড়বাসীর পাশে দাঁড়ান। কী বলছেন প্রার্থীরা? এই প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বলাগড়ের ভাঙন একটা বড় ইস্যু। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য যদি না থাকে, দিদি একা কত লড়াই করবেন? পশ্চিমবঙ্গকে উন্নতমানের করার জন্য দিদি লড়াই করেই চলেছেন। যদিও দিদি টাকা দিয়েছেন, তার কাজ চলছে। তারপরেও টাকার দরকার। এলাকার পাঁচ বছরের সাংসদ, তাঁকে দেখা যেত না, এখন তাঁকে দেখা যাচ্ছে। আমি সাংসদ হলে সংসদে গঙ্গা ভাঙন রোধে প্রথম আওয়াজ তুলবো। বলাগড়ের ভাঙন একটা বড় ইস্যু। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য যদি না থাকে, দিদি একা কত লড়াই করবেন? রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, তিনি (রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়) কিছু জানেন না। যা শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাই বলছেন। গঙ্গা ভাঙন রোধে প্রচুর টাকা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে দিয়েছিল। কিন্তু সেই টাকা রাজ্য সরকার খরচ করেনি। কেন খরচা করেনি? কত টাকা এসেছিল সেটা তৃণমূল প্রার্থীকে জিজ্ঞেস করুন? আমি ১৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার কাজ করেছি, তার হিসেব দিয়েছি। গত ১৩ বছরে কী কাজ হয়েছে, সেটার হিসাব তৃণমূল প্রার্থী দিক। গঙ্গা ভাঙন রোধে প্রচুর টাকা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে দিয়েছিল। কিন্তু সেই টাকা রাজ্য সরকার খরচ করেনি। লকেট চট্টোপাধ্যায় অন্যদিকে সিপিএম প্রার্থী মনোদীপ ঘোষ বলেন, মাস্টার প্ল্যান করার কথা ছিল। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা ও রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা থাকা দরকার। দুটো সরকারের সমস্যা সমাধানের যে ইতিবাচক ভূমিকা থাকা দরকার, সেটা তাদের নেই। তৃণমূল শুধু প্রতিশ্রুতি দেয়। আগে তৃণমূলের যে সংসদ ছিলেন, তিনিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিছুই হয়নি। তৃণমূল বিজেপি, তারা শুধু পারস্পরিক তরজা করেছে।

ব্যাবসায়ীদের রক্তদান শিবির

দুর্গাপুর, ৬ এপ্রিল ঃ গ্রীষ্মের দাবদহ। তার ওপর নির্বাচন। জেলাজুড়ে হাসপাতালের রক্ত সঙ্কটে নাজেহাল রোগীর পরিবার। এবার সঙ্কট মেটাতে রক্তদান শিবির করল দুর্গাপুর সিটি সেন্ট্রাল মার্কেট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন। শনিবার ওই ব্যাবসায়ী সংগঠনের উদ্যোগে সিটি সেন্টার কমার্শিয়াল মার্কেট কমপ্লেক্সে ভ্রাম্যমাণ রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়। এদিন দাবদহকে উপেক্ষা করে ২০ জন রক্তদান করেন। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড সেন্টার রক্ত সংগ্রহ করেছে। আয়োজক সংগঠনের আহ্বায়ক অরুন নাগ বলেন, বিগত ৩ বছর ধরে রক্তদান শিবির করা হচ্ছে। এটা চতুর্থ শিবির। ১৪ ফেব্রুয়ারী পুলওয়ামা শহিদ দিবসের দিন মূলত করা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১২৭ সংখ্যা, রবিবার, ২৪ চৈত্র, ১৪৩০

পাকিস্তানের জঙ্গি খতম

পাকিস্তানের জঙ্গিরা যদি ভারত আক্রমণ করে তাহলে কিন্তু ভারতীয় সেনারা ছাড়বে না। তারা পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানের ঘরের ভিতর দিয়ে আক্রমণ করে জঙ্গিদের নিহত করবে। প্রধানমন্ত্রী জঙ্গিদের দমনের কথা বলতে গিয়ে জনগণের সমানে এই উক্তি করেছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও দোস্তি নয়। যে রকম আয়নায় মুখ দেখাবে তার চেয়ে ভয়ঙ্কর মুখ দেখতে পাবে পাকিস্তান। ভারত শান্ত থাকেল বলে যদি কেউ মনে করে থাকে যে ভারত একটি ভীরু কাপুরুষ দেশ তাহলে তারা কিন্তু ভুল কাজ করছে। এদিকে ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। তিনিও ভারতের জঙ্গি দমন করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। ভারতীয় সেনা বাহিনীকে সেই রকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন আর মেরেছে বলে গালে চুম্বন খাওয়ার দিন পার হয়ে গিয়েছে। মোদির জামানায় পুরি এবং পুলওয়ামার ঘটনায় ভারতীয় সেনারা পাক সীমান্ত অতিক্রম করে জঙ্গি শিবির ভেঙে দিয়ে এসেছিল। পাকিস্তান সরকারের সাহস নেই জঙ্গিদের ওপরে হাত দেওয়ার। পাকিস্তান সরকার জঙ্গিদের ভয় পায়। তার কারণ জঙ্গিরা সেখানে এত শক্তিশালী যে পাক সেনারা তাদেরকে শায়েস্তা করতে পারছে না। পাক সেনারা বেশ কয়েকবার জঙ্গিদের ওপরে আক্রমশ করেছিল এবং জঙ্গিদের ধরপাকড় করতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ফল পেতে হয়েছিল পাক সেনাদের। পাক জঙ্গিরা মিলিত হয়ে সেনাদের সন্তানদের স্কুলে আক্রমণ করেছিল। বহু সেনা সন্তানদের হত্যা করেছিল। তার ফলে পাক সেনারা ভয়ে আর জঙ্গিদের ওপরে খড়্গহস্ত হয় না। জঙ্গিরা এখন পাকিস্তানে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে দিয়েছে। এমনকী পাক আফগান সীমান্ত এলাকায় প্রশাসন ব্যবস্থা পাকিস্তান সরকারের হাতে নেই। সেখানে আফগান জঙ্গিরা শাসন ব্যবস্থা জারি রেখেছে। তারা যা বলবে সেখানকার বাসিন্দারা তাই শুনবে। এদিকে জানতে পারা গিয়েছে যে পাকিস্তান আফগান জঙ্গিদের ভয়ে লাদেনকে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিল। পাকিস্তানকে বাধ্য করানো হয়েছিল লাদেনকে আশ্রয় দিতে। আফগানিস্তানের এমন একটি স্থানে লাদেন ছিলেন যেখানে উপগ্রহ ছবি তুলে পাঠাতে পারবে না। মার্কিন প্রশাসন উপগ্রহ দিয়ে লাদেনের খোঁজ করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু উপগ্রহ লাদেনের গুপ্ত স্থানের ছবি তুলতে পারেনি বা আয়ত্তের বাইরে ছিল। বেশ আটঘাট বেধেই লাদেন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। সে ধরা পড়ে গেল লাদেন এবং মার্কিন নৌ বাহিনীর হাতে তার প্রাণটা গেল। মার্কিনরা এত ক্ষিপ্ত হয়েছিল যে লাদেন মরদেহের ছাই সাগরে মিশিয়ে ফেলেছিল। এদিকে ভারতের গুপ্তচর সংস্থা রিসার্চ অ্যাণ্ড অ্যানালিটিক্যাল পাকিস্তানে জঙ্গিরা কী ধরনের ভারত বিরোধী কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে তার ওপরে নজর রাখতে শুরু করেছে। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রক এবং সেনা দফতরের গোয়েন্দা বিভাগ উভয় মিলে সীমান্ত এলাকার ওপরে কড়া নজরদারি করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের লোকসভার ভোট এসে উপস্থিত। এখন লোকসভার নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করার দিকে ভারতের প্রশাসন তৎপর হতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে সীমান্ত এলাকার ওপরে কড়া নজরদারি চালু রেখেছে কোনও রকমভাবে পাক জঙ্গিরা ভারতে প্রবেশ করে হানা দিতে না পারে তার জন্য সীমান্ত এলাকায় টহল বৃদ্ধি করা হয়েছে। এমনকী ভারতের বিভিন্ন স্থানে ওপরে কড়া নজরদারি চালু করা হয়েছে। বিশেষ করে পাক সীমান্ত এলাকা চলছে টহলদারি।

মোদির প্রশংসায় শশী

কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর মোদির প্রশংসা করতে শুরু করে দিলেন। তিনি জয়পুর সাহিত্য সভাতে যোগদান করে বলতে শুরু করেছিলেন যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে বসে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। তিনি অত্যন্ত সাহসী। তিনি যা বলেন তাই করে থাকেন। এবারে চারটি রাজ্যের বিধানসভায় বিজেপি দল ক্ষমতায় এসেছে তার প্রধান কাণ্ডারি হচ্ছেন মোদি। তিনি বিজেপি জয়যাত্রাকে অব্যাহত রেখে দিয়েছেন। তিনি এখন বিজেপি দলের প্রধান কাণ্ডারি। কিন্তু তিনি হঠাৎ হঠাৎ এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন তাতে সবাই চমকে ওঠে। তিনি বহুবার বহু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যা সবাই আশা করতে পারেনি। তিনি আশাতীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তাঁর বড় ব্যবধানের জয় আমরা আশা করিনি। কিন্তু তিনি এই জয়কে নিজের পক্ষে নিয়ে আসতে পেরেছেন। আজকে বিজেপিকে লোকেরা ভোট দেয় প্রধানমন্ত্রী মোদির দিকে তাকিয়ে। তিনি বিজেপি দলের এখন করিশমা। তিনি এখন আইকন। দেশের আইকন হয়ে বহু কাজ করেছেন মোদি যা সাধারণ মানুষকে একেবারে চমকে দিয়েছে। দেশবাসী তাঁর সাহসের কথাকে বেশি করে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আসলে বিজেপি জয় হচ্ছে মোদির জয়। মোদি না থাকলে বিজেপি এই জয় নিয়ে আসতে কেউ পারতো না। কৃষক আন্দোলন হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী বহু আন্দোলন হয়েছে। এনআরসি নিয়ে সারা ভারত জুড়ে মোদি বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু সব আন্দোলনকে একেবারে ভোঁতা করে দিয়ে মোদি তাঁর জয়ের পতাকাকে তুলে ধরে রাখতে পেরেছেন। তবে তিনি সমাজের এমন সব শক্তিকে উজ্জীবিত করতে শুরু করেছে সেখান বিভেদ বৈষম্য দেখা দিতে শুরু করেছে। জাতি ভেদ মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে। শিবাজী ঔরঙ্গজেব নিয়ে কথা নিয়ে নির্বাচনী প্রচার হতে শুরু করেছে। ভারতের প্রাচীন রাজনীতি বর্তমানে লোকসভার নির্বাচনের হাতিয়ার।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। সত্যের মধ্যে শক্তি নিহিত। যার কাছে সত্য রয়েছে তিনি সর্বশক্তির অধিকারী। তিনি সব সময়ে শক্তি ধারন করতে পারেন। মিথ্যাচারের কাছে কোনও শক্তি থাকে না। মিথ্যাচার কেবল শক্তিহীন হয়ে পড়তে শুরু করে। তন্ত্র সাধনা করে মা কালীকে জাগ্রত করতে হবে। তার কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা করতে হবে। তবেই তিনি মাতৃশক্তি দিয়ে থাকেন। সাধনা না করলে শক্তি পাওয়া যায় না। শক্তিকে সঞ্চয় করতে হবে। বিপদ থেকে বা শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে শক্তির খুবই প্রয়োজন। অপশক্তিকে পরাস্ত করতে হবে। সম্মানকে রক্ষা কর।

সনাতন হিন্দু ধর্মের পীঠস্থান বেনারস হলেও শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে সুনামের অংশীদার পণ্ডিতমণ্ডল

দীপক চ্যাট্টার্জি, হাওড়া

বেনারস উত্তর ভারতে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় পন্ডিতদের সেখানে বেশ প্রভাব। এই প্রভাব যে শুধু মাত্র এই সময়ে, তা কিন্তু নয়। বিগত শতকগুলিতে এমন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বেনারস, কনৌজিয়া স্বরবারিয়া ব্রাহ্মণদের আপন ঘর সুরূপ। কিন্তু, এই শহরের ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশে বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। বরং এটিকে আগন্তকের মত লাগে এবং সম্পূর্ণরূপে হেঁয়ালিপূর্ণ সমাধান। যদি কেউ বেনারসে লভ্য পাণ্ডুলিপিগুলি পরীক্ষা করে দেখেন, এগুলি গুনতিতে একহাজারও হতে পারে কিংবা দশ হাজারও হতে পারে, তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হবেন, এগুলি অগনিত আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য, কিন্তু এটাও বাস্তব যে সর্বগুলিই বেনারসে বসে লেখা এবং এগুলি দক্ষিণী পন্ডিতদের লেখা, বিশেষত কয়েকটি স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্রীয় আহ্মণ পরিবারের। যদি বেনারসে দক্ষিণ ভারতীদের প্রভাবের উৎস মুখ খোঁজার চেষ্টা করা যায়, তবে দেখা যাবে বাংলা বা পূর্ব ভারতে, যাদের নিজস্ব একটি ইতিহাস আছে, তাদের বাদ দিলে, বেনারসের এই সংস্কৃত সাহিত্য, বিগত চার শকের। কনৌজ, কালী, মিথিলা এবং বাংলায়, হিন্দু জীবন যাত্রা এবং ধর্ম কর্মে, যে উত্তর ভারতীয় প্রভাব ছিল, সেখানে দক্ষিণী প্রভাবের অনুপ্রবেশ ঘটালেন, এক প্রবল পণ্ডিত যার নাম নারায়ণ ভট্ট। এই পণ্ডিত প্রবর, শুধু মাত্র অগণিত সংস্কৃত পুস্তক রচনা করলেন তাই নয়, তিনি দক্ষিণী ব্রহ্মনদের বসতি স্থাপন করেন বেনারসে। দূর দূরান্তে ভ্রমণ করে, একটি পরিবার কে খুঁজে বার করেন, যারা পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিল। মহম্মদীয় সময়ে, সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক অন্ধকারতাকে, ভট্টনারায়ণ পরিবার, প্রামাণ্য ইতিহাস দ্বারা পরিষ্কার করেছেন। রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ন মৌদালিক, তাঁর সম্পাদিত ভয়াভাহারা-মুখদতে এই বংশের কুলজীশাস্ত্র প্রকাশ করে, একটি মহৎ কাজ করেছেন। কিন্তু কুলজীশাস্ত্র কখনই ইতিহাস নয়। আমরা সকলেই জানি, ভারতে ইতিহাস চর্চার প্রবণতা খুবই কম। ইতিহাস যেমন অপ্রতুল, ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবনী ও অপ্রতুল এবং পন্ডিত প্রবরদের জীবনী আজও সমান ভাবে অপ্রতুল। এইখানে এই বংশের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির লেখা থেকে, একটি ইতিহাস পাই। এটিকে বলা হয় গাধিভামসনুচরিএমক্ষ্ম। সেটির রচয়িতা, শঙ্কর ভট্টের দ্বিতীয় পুত্র নারায়ণ ভট্ট, যে তাঁর পিতার মতোই শিক্ষায় উজ্জ্বল। আমার স্বর্গত সহকর্মী, মহোমপাধ্যায় গোবিন্দ শাস্ত্রী বেনারসের মানুষ, তাঁর সৌজন্যে একখানি পুস্তক আমি পেয়েছিলাম। প্রথম পাতাটি হারিয়ে গেছে। এবং এই লেখাটি অপ্রত্যাশিত ভাবেই শেষ হয়েছে। পুস্তকটি ভ্রমাত্মক এবং বহু বিষয় অনুল্লেখিত। অপ্রত্যাশিত শেষ হয়ে যাওয়া বিষয়টি এর ঐতিহাসিক মূল্যবোধকে ক্ষুণ্ণ করে না। শেষ পরিচ্ছেদে, শঙ্কর তাঁর উদীয়মান উজ্জ্বল ভ্রাতুস্পুত্রের, প্রয়াণের জন্য বেদনা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই হারিয়ে যাওয়া প্রথম পাতাটি আমাদের কাছে অত্যাধিক ক্ষতি, কারণ বংশের প্রতিষ্ঠাতাকে তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। অষ্টম শতাব্দীতে বহমানি রাজ বংশের পতন ঘটে, এবং পাঁচটি খন্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। রামেশ্বর তখন সদ্য যুবক এবং তাঁর পড়াশুনা সমাপ্ত করেছেন, গাধিভামসনুচরিএম এর দ্বিতীয় পাতা শুরু হচ্ছে, রামেশ্বর স্তুতিবাদ দ্বারা। তিনি সুপুরুষ, সুবক্তা, ধৈর্য্যশীল, ধার্মিক, দানশীল, সকলের কাছে গ্রহণ যৌগ্য এবং সুপন্ডিত। তিনি একাধারে মীমাংসা ব্যাকারণ, তর্ক বিদ্যা এবং দর্শনের বিষয়ে জ্ঞানী। তিনি রামকুতহল নামে একটি কাব্য রচনা করেন, উদ্দেশ্য শ্রীহর্ষের নিষাদের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস করা। এই পুস্তকটি এখনও পর্য্যন্তি লভ্য নয়। ও ফ্রিচৎ, রামেশ্বরের আর কোন লেখার কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু রামেশ্বরের প্রচুর উজ্জ্বল ছাত্র ছিল, যাদের কথা আমি পরে বলব। অনুমান তিনি রচনা করেছিলেন, গাধিভামাসচরিত্রম'এ রামকুত হলমের আলোচনার পরবর্তীতে নিদর্শন পাওয়া যায়। পাণ্ডুলিপি থেকে একটি ক্ষুদ্র অংশ তুলে ধরছি- তাৎপর্যস্য চ দর্শনং নিশিখিল বিখানা যাদালোকর্ণে মৌলেঃ তু কতঃ ক্রিয়াৎ কীল সুরাচার্যোহপি চান্দোলনং। জীবনের শুরুতেই, রামেশ্বরের কাছে বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠের সুযোগ এসেছিল। এক সন্ন্যাসীকে তিনি প্রতিবেশী হিসাবে পেয়েছিলেন, যিনি প্রচুর ছাত্রকে পাঠ দিতে না তাঁর নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণস্মরণম; কিন্তু তিনি মহন্ত বা যে সাধু কৌমের অন্তর্গত ছিলেন, তার প্রধান পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর বিবিধ কার্যাবলীর মধ্যে ছিল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান। তারা শিক্ষা নেবার উদ্দেশ্যে রামেশ্বরের নিকট ভিড় জমান, গোদাবরীর তীরে প্রতিষ্ঠান' বা পতি-হানে। কবি বলছেন, পবিত্র নদী-তীরে রামেশ্বরের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মনে হত 'রামেরক্ষ্ম শিবির, রামেশ্বরমকে মনে হত রামের অবতার রূপে। রামেশ্বর জাতিকূল নির্বাচনের ক্ষেত্রে খুব কঠোর ছিলেন। ব্রাহ্মণদের পূজায় তিনি রামমন্ত্রের প্রচলন করেন। দেশে তার প্রভাব বৃদ্ধি হতে লাগে এবং নতুন ভাবে গড়ে ওঠা, নীজাম শাহী তার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে তার অধিকার, সুযোগ এবং বেশ কিছু অনুমোদন বৃদ্ধি করতে থাকেন। বিদগ্ধ পন্ডিত তাঁর ক্ষমতার যাদুর দাবী করতে থাকেন, যা শুধু হিন্দুরাই মেনে নিয়েছিল তা নয়, মুহম্মদিয়-রাও স্বীকার করত। জাফর মালিক সে সময় আহমদনগর রাজ্যে প্রভাবশালী অমাত্য ছিলেন এবং প্রতিষ্ঠান জিলাতেও তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর এক পুত্র হঠাৎই কুষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়। সব ধরনে চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয় কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। পুত্রটি সুউচ্চ প্রাচীর থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার কথা চিন্তা করছিল, এমত সময় একজন তাকে রামেশ্বরের নিকট রসদ গ্রহণের কথা বললেন। রামেশ্বর, উপর থেকে আজ্ঞা ব্যতিরেকে, এইরূপ সেবা দানে অনইচ্ছক ছিলেন। কিন্তু এক স্বপনের মাধ্যমে এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হন। রামেশ্বর, এই মুসলমান যুবককে হিন্দু মত অনুযায়ী, আচরণ বিধি দান করেন এবং এই প্রচেষ্টা ঔষধ হিসাবে কাজে আস। যুবক রোগমুক্ত হয় এবং রামেশ্বরের সুনাম চর্তুদিকে ছড়িয়ে পরে। নীজাম শাহী, সুবর্ণ খচিত শীলমোহর ছাপের এক পত্র রামেশ্বরের কাছে প্রেরণ করেন এবং তাঁর দূরবারে আত্মহবান করেন। দূত, প্রতিষ্ঠানে রামেশ্বরমের নিকট পৌঁছান। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, যেতে সম্মম্মত হন। কিন্তু সাক্ষাতকারের বিবরন কোথাও পাওয়া যায় না। কোলহাপুরের, মহা-লক্ষ্মী মন্দিরে পূজা দিতে যাবার সময়, যাত্রা পথের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় তিনি সেখানে গিয়ে ছিলেন। যাবার পথে, একটি অদ্ভুত ঘটনার মুখোমুখি হন। একটি ব্রাহ্মণের আত্মার সাক্ষাৎ পান, তাকে বশীভূত করেন, তিনি কোলহপুরের পথ পদর্শক হন, বিনিময়ে ব্রাহ্মণের কাছে থাকা একটি কম্বল দিল, যেটি তিনি পোড়াবেন এবং আত্মা রামেশ্বরের পুত্র হবেন। কোলহাপুরের যাত্রা শেষে, রামেশ্বর বিদ্যানগরের দিকে এগিয়ে চলেন। সে সময় বিদ্যানগরের শাসক ছিলেন, বিখ্যাত কৃষ্ণরাও। রামেশ্বর, কৃষ্ণ ভট্ট ওম তত সৎ এর বাড়ীতে অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন তাঁর সহপাঠী এবং রাজার ধর্ম পথ প্রদর্শক। রামেশ্বরের পান্ডিত্যের কথা, রাজার কর্ণগোচর হলে, উপঢৌকন হিসাবে হাতী, ঘোড়া ইত্যাছি তাকে দিতে চান। রামেশ্বর জানতেন হাতী ঘোড়া উপঢৌকন হিসাবে গ্রহণ করা শাস্ত্র বিরূদ্ধ, তাই গ্রহণে অস্বীকার করে। এক প্রাতে সে স্থান ত্যাগ করে। তীর্থের উদ্দেশ্যে দ্বারকার দিকে অগ্রসর হন। ১৪৩৫ শকের চৈত্রমাস, অর্থাৎ ১৫১৪ মার্চ মাসে এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এই সন্তানই পরবর্তীতে, বিখ্যাত নারায়ণ ভট্ট। রামেশ্বর, সেখানে চার বৎসর বসবাস করেন। দ্বারকায় তিনি মহাভাষ্য এবং সুরেশ্বরভটিকা শিক্ষা দেন। এরপর তিনি প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসেন, যেখানে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। সেখানে তিনি চার বৎসর বসবাস করেন, এবং বাকী জীবন অতিবাহিত করার জন্য কাশীতে ফিরে আসেন। রাস্তায় দ্বিতীয় পুত্র, শ্রীধর জন্মগ্রহণ করেন এবং তৃতীয়টির জন্ম হয় কাশীতে। তিন পুত্রেরই বেনারসে বিবাহ হয়। নারয়ণের জন্মের সময়েই বয়সের দিক থেকে তিনি প্রবীন। সুতরাং যখন তিনি বেনারসে প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি একজন বৃদ্ধ। রামেশ্বরের, ছাত্ররা এসে থাকত, দ্রাবির, গুরজারা কম্বাকুব্জ্য, পশ্চিম ভারত, মালব, ব্রজ, মিথিলা, হিমালয়ের রাজ্যগুলি থেকে, কর্ণাটক, উৎকল, কাউকানা, গৌড়, অন্ধ্র, মথুরা, কামরূপ ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে। রামেশ্বর অতি বৃদ্ধ বয়সে মারা যান এবং স্ত্রী সহমরণ করেন। নারয়ণ ভট্ট, এখন একজন মহান শিক্ষক। তিনি তাঁর পিতার থেকে সমস্ত শাস্ত্র - শ্রুতি, স্মৃতি, এবং ষড়দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি গয়া, কাশী, প্রয়াগে পূজা পদ্ধতি সম্পর্কে, ত্রিস্থলি-সেতু নামে এক পুস্তক রচনা করেন। তিনি পূর্বভারতের পন্ডিতদের সাথে সব ধর্মীয় ব্যাপারে তর্কে লিপ্ত হতেন এবং তাঁর দক্ষিণের মতটি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হতেন। টোডর মলের, দিল্লি বাড়ীতে এক শ্রাদ্ধ বাসরে, তিনি গৌড়, মিথিলা প্রভৃতি দেশে পন্ডিতদের সাথে তর্কানুষ্ঠান করেন। যেখানে মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন বিদ্যানিবস। টোডর মল ব্যক্তিগত ভাবে একজন সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। স্মৃতি, জ্যোতিষ, বিদ্যায়ক এবং অন্যান্য শাস্ত্রে তাঁর গতি বিধি ছিল। তিনি দীর্ঘকাল বাংলা সুবেদার ছিলেন। সুতরাং এটা খুব অযৌক্তিক নয় যে, তিনি বাংলার পন্ডিতদের শ্রাদ্ধ বাসরে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বিদ্যানিবাস, সে সময় নবদ্বীপের অগ্রগণ্য পন্ডিত। তিনি 'বন্দো' ছিলেন। শোনা যায়, তার পিতা বিদ্যা-বাচস্পতির পদ যুগল, রাজাদের সোনা জহরত দ্বারা ধৌত হত। বিদ্যানিবাসের পুত্ররা সকলেই সু-পরিচিত পণ্ডিত ছিলেন। নারায়ণ, স্মৃতির উপর দু'টি মূল্যবান রচনা করেন। 'ধর্মা-প্রাভ্রিতি' দক্ষিণ ভারতীয় ধাঁচে,। অপরটি প্রয়াগরন্ত উত্তর ভারতীয় ধাঁচে। ১৫৪৫শে তিনি, ভিরিত্ররত্নাকর' উপর একটি ভাষ্য রচনা করেন। ভিরগ্ররন্ত্রাবলীদর উপর তিনি নিজে একটি ছন্দঃশাস্ত্র- সম্বন্ধীয় রচনা লেখেন। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমক্ষ্ম এর প্রাকৃত বিবৃতি লেখেন। 'ত্রিস্থলি-সেতু এবং 'প্রয়াগতন্ত্র রচনায় প্রভুত ভাবে অন্য বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে শাস্ত্র দীপকা বা কারিকা, মীমাংসা ভাষ্যে, মধ্যাচার্যের 'কালনির্ণিয়' প্রভৃতি। স্মৃতিতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। যেমন উদ্যান, জলাধার, দেওয়া ইত্যাদি। শিব লিঙ্গ, ভগবানদের মূর্তি এবং আরও অনেক। দ্বিতীয় পুত্র নারায়ণ ভট্টই শঙ্কর ভট্ট। তিনি, ধর্মদভাটিকা-নির্ণয় চন্দ্রিকা, মীমাংসা-বালা প্রকাশা, বিধি-রসায়ন- দুষন, ভারতম মুখ, শাস্ত্র- দীপিকা- প্রকাশ, সর্ব ধর্ম প্রকাশ এবং শ্রাদ্ধ- কালপ প্রকাশ ইত্যাদি রচনা করেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। শুধু বৃদ্ধ বয়সে তিনি খুবই ব্যাথাতুর ছিলেন, কারণ তার প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্রের অকাল তাঁর মৃতু হয়, কিন্তু বইয়ে তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ নেই। কৌভিন্দ্র-চন্দ্রোদয়' অনুযায়ী, তিনি বেনারসের এক উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তি। ভারতবর্ষের পন্ডিত সমাজের প্রধান ব্যাক্তি এবং একজন মহান শিক্ষানুরাগী। আমরা তাঁর মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে অবহিত নই। 'প্রায়শ্চিত-মুখমক্ষ্ম থেকে আমরা তাঁর পুত্র নীলকান্তের নাম জানিতে পারি। তাঁর চার পুত্র ছিল, দামোদর, নৃসিংহ, নীলকান্ত এবং রঘুনাথ। বইটি যখন দেখো হয়, সম্ভবত, তার পূর্বেই রঘুনাথের মৃত্যু ঘটে। কাশীর তরুণ গবেষক জয়দেব দাস থেকে জানতে পারি, আশির দশকে বেনারসে দক্ষিণ ভারতীয় সম্প্রদায় হরিশ্চন্দ্র ঘাটের পাশেই কর্নাটক স্টেট ঘাটের ওপর অঞ্চলে সীমিত ছিল। এখন দিন প্রতি দিন তারা ধর্মীয় কারণে আগমণ করেই চলেছে। জয়দেব মহাশয় বলেন, এখনও তাদের মধ্যে নিজেদের সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ দেখে আমার খুব ভালো লাগে। ইন্ডিয়ান এনটিকোয়ারী পত্রিকায়, ১৯১২ সালে মহমোহপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সুহাশয়ের বেনারসে দক্ষিনী পন্ডিত নামে প্রবন্ধটি প্রকাশ পায়। ইংরাজী প্রবন্ধতে নারায়ণ ভট্ট, শংকর ভট্ট, রামেশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

গোয়েন্দা 'ব্যোমকেশ' শ্রষ্টা সাহিত্যিক শরদিন্দু

বিশেষ প্রতিবেদন
(পূর্ব প্রকাশের পর)

'দেবদূত' (১৯৪৮) এবং 'বিষের ধোঁয়া' (১৯৪৯)। পরিচালক ছিলেন লেখকের দ্বিতীয় পুত্র অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রূপোলি পর্দার মায়া যে তাঁকে সাহিত্যচর্চা থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই কষ্টও ছিল অন্তরে। আবারও সমস্ত জাল কেটে বেরিয়ে এলেন। ১৯৫২ সালে মুম্বইয়ের ফিল্ম জগতের সম্পর্ক ত্যাগ করে চলে গেলেন পুনে। এই সিদ্ধান্ত যে তাঁকে মানসিক শান্তি দিয়েছিল, সেটা বনফুলকে লেখা একটি চিঠি দেখলেই বোঝা যায়। তিনি লিখছেন, সিনেমার সম্পর্ক ঘুচে গেছে; তার ফলে বাংলা লেখার অবকাশ পেয়েছি। এইভাবে শেষ দিনগুলো যদি কেটে যায় তাহলে নালিশ করবার আর কিছু থাকবে না। জীবনের শেষ দিনগুলো কেটেছিল পুনেতেই। সেখানের জল-হাওয়ায় নতুন শক্তি নিয়ে পনেরো বছর পরে লিখলেন ব্যোমকেশের নতুন কাহিনি। গল্পের নাম; 'অর্থমনর্থম'। নালিশ করার সুযোগ দেননি, বরং সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়েছিলেন বাংলা ভাষার সেবায়। জীবনের এই নাটকীয় বাঁকবদলগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল তাঁর সাহিত্যেও। ১৯৩৫ সালে লিখলেন 'ডিটেকটিভ' নাটক। এই নাটকের মাত্র তিন বছর আগে থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে ব্যোমকেশ। গোয়েন্দা মাত্রেই যে সামাজিক জগৎ থেকে আলাদা হতে হবে, এই ধারণায় বিশ্বাস করতেন না তিনি। ব্যোমকেশ ছিলেন তাঁর কাছে একই সঙ্গে বন্ধু ও সন্তান। তাঁকে নিয়ে এতটাই খুঁতখুঁতে ছিলেন যে, সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'চিড়িয়াখানা' সিনেমায় চশমা পরা ব্যোমকেশকে দেখে রীতিমতো রেগে গেছিলেন। অভিনয় হওয়ার সময় আরো বদলে গেল নাটকটা। একেবারে প্লেটোর মতো সত্য থেকে তিন ধাপ দূরে দাঁড়িয়ে গেল শরদিন্দুর

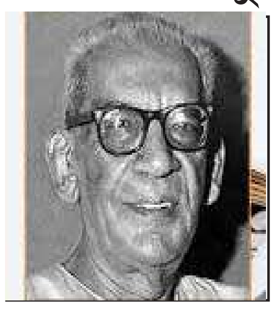

'ডিটেকটিভ'। সম্ভবত সেই কারণেই পরবর্তীতে আর নাটক লেখার কাজে খুব একটা উৎসাহিত হননি। মুম্বইতে থাকাকালীন 'লাল পাঞ্জা'-র মতো থ্রিলারধর্মী নাটক লিখলেও, সেটা সম্ভবত ফরমায়েশি লেখা। ফিল্ম জগতের কাজে প্রবেশের পর সময় পান নি পর্যাপ্ত, কলকাতার নাট্যমঞ্চ থেকেও ছিলেন দূরে। অবশ্য, 'বিশুপাল বধ'-এ এসেছিল বাংলা পেশাদার থিয়েটারের প্রেক্ষাপট। ঘটনাচক্রে সেই গল্প শেষ করে যেতে পারেননি। নারায়ণ সান্যালের হাতে সমাপ্ত হয় সেটি। ব্যোমকেশের গল্পগুলিও কিন্তু নাটকীয়তায় ভরা। 'সত্যান্বেষী'-র গল্পে নাটক তো থাকবেই। শুধু কাহিনি নয়, যে ভাষায় তিনি 'সিচুয়েশন' তৈরি করেন, তার জুড়ি মেলা ভার। 'অর্থমনর্থম'-এর শেষে সত্যবতীর সঙ্গে ব্যোমকেশের প্রেমের সূত্রপাতে সংলাপের চালাকিটা বোকা বানিয়েছিল অজিতকেও। কিংবা মনে পড়তে পারে, 'শজারুর কাঁটা' গল্পের শেষের 'টুইস্ট'-টার কথা। এমন নয় যে, ব্যোমকেশের আবির্ভাবের আগে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে নাটকীয়তার কমতি ছিল। পরে ফেলুদার কাহিনিতেও সিনেমাসুলভ 'সাসপেন্স'-এর প্রচুর উপাদান আছে। কিন্তু শরদিন্দু নিজের রাস্তা তৈরি করে নেন গল্প বলার ভঙ্গি আর ঘটনাক্রম তৈরিতে। ব্যোমকেশকে দিয়ে এত কাণ্ড করানোর পরেও যে তাঁকে পাশের বাড়ির একজন গৃহস্থ বাড়ির ছেলে মনে হয়, সেটা কিন্তু শরদিন্দুর কৃতিত্ব। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটির জন্য শরদিন্দু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতের সন্ধানে বাঙালি পণ্ডিত শরৎ চন্দ্র দাস

বিশেষ প্রতিনিধি

সালটা ১৮৮২, মে মাসের এক বিকেলে দুর্গম পথ পেরিয়ে তিব্বতের রাজধানী লাসায় ঘোড়ার পিঠে চেপে পৌঁছাল একটি দল। দলে আছে মালবাহক ও তিব্বতি লামারা, আর আছে লামার পোশাক-পরা লাল পাগড়ি চোখে সানগ্লাস এক ভিনদেশি। ক্লান্তিতে মাঝে মাঝে নুয়ে পড়ছে সে। চিনে পেস্ট্রির দোকানে জমায়েত হওয়া ভিড়টা তাকে দেখে মন্তব্য করল, 'দেখেছ আবার এক বসন্ত রোগী এসে হাজির হয়েছে...।' তারা জানেই না লাল পাগড়ি ভিনদেশির সঙ্গে আছে রিভলভার, কম্পাস, সেটস্কোয়ার ও হরেক কাগজ। তিব্বতি ভাষায় সুদক্ষ মানুষটি বিভিন্ন মঠ থেকে খুঁজে পাওয়া পুঁথি অনুবাদ করে নিয়ে যাবেন তার দেশে...তিববতি সংস্কৃতি ও জনজীবনে আগ্রহী এই বাবুটি আরও একটি কাজ করছেন। চলার পথে প্রতিটি পাহাড়, নদীনালা ও ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কাগজে লিখে নিয়েছেন, লাসায় আসার পথে চুম্বি উপত্যকা, 'ইয়ামদ্রোক সো' হ্রদে ঝটিতি জরিপ করেছেন। টুকে নিয়েছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা এলাকার হরেক পাহাড় ও পথের পরিচয়। সেগুলি ভারত সরকারের দফতরে গোপনে বাক্সবন্দি হবে। পরে বৃটিশ সেনাপতি ইয়ংহাজ ব্যান্ড এই তথ্যের ওপর নির্ভর করেই তিব্বত দখলের অভিযানে বেরংবেন। ভিনদেশি ছিলেন এক বঙ্গসন্তান... শরৎচন্দ্র দাস। তাঁর পরিচয় নিয়ে কয়েক বছর পরেও তিব্বতে ঘোর ধোঁয়াশা। যে তিব্বতি লামারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, সকলকেই পরবর্তী কালে এক ধার থেকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। শরৎচন্দ্র দাস তবে ঠিক কি ছিলেন...... পণ্ডিত? দুর্গম পথের অভিযাত্রী? না কি এক গুপ্তচর? লাসা সফরের তিন বছর পর এই রহস্যময় চরিত্রটিকে দেখা গেল চিনের রাজধানী পিকিং শহরে। সেখানে বাণিজ্যের খোঁজে আসা তিব্বতিরা তাঁকে 'কা চে লামা' বা কাশ্মীরের লামা বলে ডাকেন। শরৎচন্দ্র দাসের সঙ্গে অবশ্য কাশ্মীরের কোনও সম্পর্ক নেই, তিনি এসেছেন কোলম্যান মেকলে নামে এক ব্রিটিশ কূটনীতিককে সাহায্য করতে। কোলম্যান লাসা শহরে ব্রিটিশ দূতাবাস খুলতে যাবেন, পিকিং শহরে তাই ঘাঁটি গেড়ে বসে আছেন। চিনের রাজধানীতে বাঙালি শরৎচন্দ্র দাস এ বিষয়ে তাঁর প্রধান সাহায্যকারী।

দূতাবাস খোলা আর হয়নি। কিন্তু শরৎচন্দ্র দাসের পরিশ্রমী তথ্য থেকে ব্রিটিশরা এ ভাবেই নানা সাহায্য পেয়েছে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' ও 'অর্ডার অব ইন্ডিয়ান এম্পায়ার'-এ ভূষিত করেছে। হিমালয়ের খুঁটিনাটি অজানা ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারের জন্য সম্মানিত করেছে লন্ডনের রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটি। আবার, কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এই গুপ্তচরের লেখালিখি খুলে দিয়েছে তিব্বত ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার নতুন দিগন্ত। নিজেই তৈরি করেছেন তিব্বতি-ইংরেজি ভাষার অভিধান। থাইল্যান্ডে গিয়েছেন, বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার জন্য খেতাব দিয়েছেন সেখানকার রাজা। মৃত্যুর দু'বছর আগেও বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সংস্কৃতি ঘাঁটতে কয়েক মাসের জন্য পাড়ি দিয়েছেন জাপান। উনিশ শতকেই তিব্বত চর্চার জন্য সারা পৃথিবীর কুর্নিশ আদায় করে নিয়েছেন এই বাঙালি। এই পণ্ডিত গুপ্তচর আদতে চট্টগ্রামের আলমপুর গ্রামের লোক। ১৮৪৯ সালে তাঁর জন্ম। ছাত্র হিসাবে মেধাবী, উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে জ্যোতির্বিদ্যা, হরেক বিষয়েই তাঁর আগ্রহ। স্কুল শেষে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনার জন্য ভর্তি হয়েছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানে তখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হত। বাদ সাধল ম্যালেরিয়া। ১৮৭৪ সালে ফাইনাল পরীক্ষার সময় অসুস্থ হলেন শরৎচন্দ্র, সারাক্ষণই ঠকঠকে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর। বাঁচিয়ে দিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক সি বি ক্লার্ক। দার্জিলিঙের ডেপুটি কমিশনার স্যর জন এডগার তত দিনে সেখানকার শিশুদের লেখাপড়ার জন্য ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুল তৈরি করেছেন। ক্লার্ক সেখানকার প্রধান শিক্ষক হওয়ার প্রস্তাব দিলেন ছাত্রকে। শরৎচন্দ্র প্রথমে দোনোমোনো করছিলেন। তারপর ভেবেচিন্তে, পাহাড়ি জলহাওয়ায় স্বাস্থ্য উদ্ধার হবে ভেবে সায় দিলেন। স্কুলের ছাত্ররা না বোঝে বাংলা না ইংরেজি। এদিকে হেডমাস্টারমশাইও তাদের ভাষা বোঝেন না। কিন্তু আগ্রহী মানুষটি আস্তে আস্তে রপ্ত করে ফেললেন তাদের ভাষা। সিকিমের তৎকালীন রাজা, মন্ত্রী, অমাত্যরাও ইংরেজি শেখাতে তাঁদের ছেলেদের পাঠাচ্ছেন ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলে। দু'বছর পরে হেডমাস্টারমশাই ছুটিতে ছাত্রদের এক্সকারশনে নিয়ে গেলেন পাশের দেশ সিকিমে, পেমিয়াংচি মঠে। '১৮৭৯ সালে এই পেমিয়াংচি মঠের লামা **(ক্রমশ)**

রাজ ঐতিহ্য ধান্যকুড়িয়া

বিশেষ প্রতিনিধি

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট এলাকায় টাকির কাছে ধান্যকুড়িয়া। এই স্থানে তিনটি জমিদার বাড়ি রয়েছে। এই তিনটি জীমদার বাড়ি হল গায়েন বাড়ি, সাউ বাড়ি এবং বল্লভ বাড়ি। তিনটি জমিদারদের জামিদারি ছিল বাংলাদেশে। ভারত ভাগ হয়ে যাওয়ার পরে তাদের জমিদারি চলে যায়। চাষবাস এই অঞ্চলের প্রধান রোজগার। চাষ প্রধান এলাকা। জেলেরা রয়েছে। তারা নদী থেকে মাছ ধরে ব্যবসা করে। এই সব জমিদার বাড়িতে আজও প্রথা মেনে দুর্গা পুজো হয়। সেই সময়ে তিন পরিবারের সদস্যরা এখানে চলে আসে। তারা লক্ষ্মীপুজা পর্যত তেকে আবার যে যার কর্মস্থলে ফিরে যায়। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন যে এই সব বাড়িগুলি জমিদার বাড়ি নয়। এরা সবাই ছিলেন টাকি জমিদারদের নায়েব। জমিদারদের সন্তুষ্ট করে এরা এই রকম বিশাল বাড়িতৈরি করেছে। তবে এই সব বাড়িতে গৃহদেবতা রয়েছে। তাদের নিত্য পুজো হয়। বেস কয়েকটি বাড়ি আবার দুর্গের মতো। বাইরের শত্রুরা যাতে পরিবারের কাউকে আক্রমণ না করতে পারে এবং বাড়ির সম্পদ নিয়ে যাতে করে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য এই রকমভাবে দুর্গের মতো খিলান তৈরি করা হয়েছে। সেখানে বন্দুক ধারী পাহাদার ছিল। ার ঠেঁল লেঠেল বাহিনী। নদী বেয়ে এক সয়ে ডাকাতরা এই গ্রামে প্রবেশ করতো। ডাকাতরা যাতে ডাকাতি করতে না পারে তার জন্যই দুর্গ এর মতো খিলান নির্ণাণ করা হয়েছিল। এখানে একটি রাসমঞ্চ তৈরি করা রয়েছে। এই রাসমঞ্চে রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের দূর্গগুলির মতো এই সব জমিদার বাড়িগুলি নির্মিত। অচেনা লোক প্রবেশ করলে গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাবে। প্রসাদ থেকে বের হতে পারবে না। সাউ বাড়ি, বল্লভ বাড়ি এবং গায়েন বাড়ির সিংহদ্বার রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ আজও অবহেলিত, প্রচারে বেরিয়ে বললেন জয়ন্ত রায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ এপ্রিল ঃ উত্তরবঙ্গ আজও অবহেলিত। দক্ষিণবঙ্গ আর উত্তরবঙ্গের মধ্যে পার্থক্য বলে শেষ করা যাবে না। সবদিক থেকেই অবহেলার শিকার উত্তরবঙ্গ। শনিবার সকালে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী এলাকার সাহুডাঙ্গিতে প্রচারে এসে এমনই মন্তব্য করলেন জলপাইগুড়ির বিজেপি প্রার্থী ডক্টর জয়ন্ত রায়। পাশাপাশি তৃণমূলের জনগণের জন গর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে জয়ন্তবাবু বলেন, ওটা জনগণের গর্জন নয় ওটা চোরদের আর্তনাদ। জলপাইগুড়ির সদ্য প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ জয়ন্তবাবু এবার আবার বিজেপির টিকিট পেয়েছেন। এবারও জেতার ব্যাপারে আশাবাদী জয়ন্তবাবু। মোদী কি গ্যারান্টি, কেন্দ্রীয় সরকারের নানান প্রকল্প, ঝা চকচকে রাস্তাঘাট, নতুন রূপে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন, জলপাইগুড়ি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল, এই সমস্ত ইস্যুকে সামনে রেখেই ভোটের ময়দানে হাত জোড় করে ভোট ভিক্ষা চাইছেন ডক্টর জয়ন্ত রায়। বলছেন আবারো জিতলে উন্নয়নের বন্যা বইয়ে দেবেন তিনি। শনিবার সকালে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী বিধানসভা এলাকা চষে বেড়ালেন তিনি। প্রচারের শুরুটা করেছিলেন সাহুডাঙ্গি এলাকার গোড়া মোড় থেকে। গোরা মোরে মা কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচারের কাজে নামেন তিনি। হাতজোড় করে পথে চলাচলকারী মানুষ থেকে শুরু করে দোকানীদের সাথে কথা বলেন জয়ন্তবাবু। এদিকে প্রার্থী আসবেন জন্য সকাল থেকেই ছিল কর্মী সমর্থকদের ভিড়। গোড়া মোড় থেকে পায়ে হেঁটে জয়ন্তবাবু সোজা চলে যান ভালোবাসা মোড়, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ান ফুলবাড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা। সাংসদকে কাছে পেয়ে অনেকে সমস্যার কথাও বলেন। সাহুডাঙ্গী এলাকায় কালী মন্দিরের পাশে ব্যবসায়ীদের সুবিধের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা অনুরোধ সাংসদের কাছে করেন ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি সাহুডাঙ্গি রেলগেটে উড়ালপুলের দাবিও তোলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জয়ন্তবাবু বলেন, বিগত পাঁচ বছরে তিনি অনেক কাজ করেছেন, কিছু কাজ বাকি, আগামী পাঁচ বছরে সব সমস্যার সমাধান হবে। প্রচারে বেরিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জলপাইগুড়ির বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত রায় বলেন, উত্তরবঙ্গ আজও বঞ্চিত। চিকিৎসা পরিষেবা থেকে শিক্ষা, সবকিছুতে পিছিয়ে উত্তরবঙ্গ। দক্ষিণবঙ্গের সাথে উত্তরবঙ্গের পার্থক্য বলে শেষ করা যাবে না। অবহেলার শিকার উত্তরবঙ্গের মানুষ। এমনটাই অভিযোগ করেন জয়ন্ত রায়। উত্তরবঙ্গে এমস্ হোক, এর জন্য অনেক চেষ্টা তিনি চালিয়েছেন এবং আগামীতেও চালাবেন বলে জানান।

মুকুটমনির অনুগামীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা বিজেপির অন্দরে

দুরন্ত বার্তা, রানাঘাট, ৬ এপ্রিল ঃ সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের নদীয়া দক্ষিণ শাখার একদা সভাপতি মুকুটমণি অধিকারী দলবদল করে লোকসভা ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের নদীয়া দক্ষিণ শাখায় সাংগঠনিক রদবদল ঘিরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি নতুন সভাপতি বেছে নেওয়া হয়েছে। বিগত প্রায় চারবছর ওই পদে ছিলেন মুকুটমণি। রানাঘাট লোকসভা আসনে তৃণমূলের প্রার্থী হওয়ার পরই তাঁকে মতুয়া মহাসংঘের নদীয়া দক্ষিণের সভাপতির পদ খোয়াতে হয়। সম্প্রতি সেই পদে স্থলাভিষিক্ত হন হাঁসখালির বাসিন্দা সুশীল বসু। যিনি মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বলেই সুশীল বসু পরিচিত। মধ্যবর্তী সময়ে সংগঠনের কার্যকরি সভাপতি জয় মিত্র বলেন, মুকুটমণি অধিকারী তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরদিন আমাদের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটি চিঠি দিয়ে জানায় যে মতুয়া মহাসংঘের নদীয়া দক্ষিণের সভাপতির মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় সেই কার্যভার কার্যকরি সভাপতিকে দেওয়া হল। সেই মত আমি দায়িত্ব পালন করেছি। তারপর নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতির দায়িত্ব পালন করার সময় জয় মিত্র রানাঘাট ১ নম্বর ব্লকের মতুয়া মহাসংঘের সভাপতি বদল করেছেন। তিনি বলেন, ওখানে নতুন সভাপতি করা হয়েছে বিবেক বিশ্বাসকে। তিনি পরিমল বিশ্বাসের পরিবর্তে সভাপতি হলেন। কেন না আগের সভাপতির নামে প্রচুর অভিযোগ আসছিল। যদিও ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান পরিমল বিশ্বাস মুকুটমণি অধিকারীর ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁকে সরানো হয়। অন্যদিকে রানাঘাট ১ নম্বর ব্লকের পরিমল বিশ্বাস বলেন, আমার কাছে এমন কোন খবর নেই। তাছাড়া

উনি কে আমাকে সরিয়ে দেওয়ার? সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অনিমেষ বালাও একই সুরে জানিয়েছেন সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘ একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। তিনি জানিয়েছেন নতুন সভাপতির সঙ্গে মুকুটমণির তৃণমূলে যোগদানের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, ২০২০ সালের জুলাই মাসে মুকুটমণি সংগঠনের নদীয়া দক্ষিণের সভাপতি হয়েছিলেন। সভাপতি হিসাবে তিনি দু'বার দায়িত্ব পালন করছেন। এবার স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর জায়গায় অন্য জনের সভাপতি হওয়ার ছিল। তাই হয়েছে, এরমধ্যে অন্য কিছু নেই। যদিও সভাপতির দায়িত্ব নিয়েই সুশীল বসু স্পষ্ট জানিয়েছেন তাঁর প্রথম কাজ হবে মতুয়াদের যে অংশ মুকুটমণির সঙ্গে গিয়েছেন তাঁদের ফিরিয়ে আনা। তিনি বলেন যারা গেছেন প্রথমে তাঁদের বুঝিয়ে প্রয়োজনে পায়ে ধরে অনুরোধ করব ফিরে আসার জন্য। ঠাকুরের ভক্তদের পায়ে ধরতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যদি তারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে না চান তাহলে তাদের 'ইনঅ্যাক্টিভ' করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বিষয়টিকে মুকুটমণি অধিকারী অবশ্য গুরুত্ব দিতে চাননি। তিনি বলেন,এটা একটা গর্হিত সিদ্ধান্ত। এটা শান্তনু ঠাকুরের স্বেচ্ছাচারিতা। গুরুচাঁদ ঠাকুর যে স্বপ্ন দেখেছিলেন মতুয়াদের সংঘশক্তি বৃদ্ধি করা। উনি তার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করছেন। বিজেপি না হলে কেউ ওনার সঙ্গে থাকতে পারবেন না এমন চিন্তাভাবনা যে কোন ধর্মদর্শনের পরিপন্থী, মতুয়াদের তো বটেই। তবে এসবে কিছু এসে যায় না। পাশাপাশি শনিবার শান্তিপুরের প্রচারে বেরিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ প্রসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমকে তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমনি অধিকারী জানান , বেছে বেছে কিছু রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই ব্যবহার করছে বিজেপি শাসিত সরকার। মুকুটমনি বলেন , সিবিআই, ইডি ব্যবহার করতে হলে সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিধায়ক সাংসদ এবং নেতা - মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে করা উচিত। আসলে এটা বিজেপির একটা রাজনৈতিক কৌশল।

নির্বাচনী প্রচারে আজ রবিবার জলপাইগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ এপ্রিল ঃ নির্বাচনী প্রচারে আজ রবিবার জলপাইগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক কথায় বলা যেতেই পারে জলপাইগুড়ি লোকসভা আসন এক ইঞ্চি মাটি ছাড়তে নারাজ তৃণমূল ও বিজেপি শিবির। জলপাইগুড়িতে বেশ কয়েকদিন ধরে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জলপাইগুড়ি জেলায় নির্বাচনী প্রচার সেরেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই প্রথম দফার প্রচার সেরেছেন এবং আগামীতেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার কর্মসূচি রয়েছে এই জেলাতেই বলে জানা যায়। কিন্তু এরই মাঝে রবিবার ধূপগুড়িতে জনসভা করতে আসছেন বিজেপি নেতা তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদীর সভা ঘিরে ইতিমধ্যেই ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারী ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়নাতলী লাল স্কুল এলাকায় সভাস্থল নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে জোরকদমে। রবিবার তিনি এই এলাকায় সভা করবেন। বিজেপি সূত্রে জানা যায় জাতীয় সড়ক পার্শ্ববর্তী ময়নাতলী লাল স্কুল এলাকায় তিনি সভা করবেন এবং রাস্তার অপর প্রান্তেই তৈরি করা হচ্ছে হেলিপ্যাড অর্থাৎ বলা যেতেই পারে আকাশ পথে তিনি এই এলাকায় আসবেন। হেলিপ্যাড থেকে সড়কপথে উল্টো দিকের কৃষি জমিতে তার সভাস্থলে আসার কথা রয়েছে। আর এতেই রীতিমতো জাতীয় সড়ক থেকে প্রবেশ এবং বাইরের জন্য খানাখন্দ কিছু অংশ ভরাট করা হচ্ছে বালি দিয়ে। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক বিষয় মাথায় রেখে আধা সামরিক বাহিনীর ডগ স্কোয়াড ও বম্ব স্কোয়াড এর কড়া নজরদারিতে সভামঞ্চ তৈরির কাজ চলছে। হেলিপ্যাড থেকে শুরু করে সভাস্থল সবটাতেই নজর রাখা হচ্ছে বিশেষভাবে। তীব্র তাবদাহের কারণে সভাস্থলে একাধিক টেন্ট লাগানো হচ্ছে। রীতিমতো ময়নাতলী এলাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে সভাস্থল মুড়ে ফেলা কাজ চলছে জোরকদমে। তবে দুই দলের হেভিওয়েটের প্রচার সূচীকে নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। জলপাইগুড়ি আসন দখলে রাখতে খোদ প্রধানমন্ত্রী প্রচারে আসছেন। আবার ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থীর জয়ের পর ধূপগুড়ি মহকুমা ঘোষনা এবং সেই প্রার্থীকেই লোকসভা আসনে মনোনীত করাতেই কি তাহলে খানিকটা ব্যাকফুটে পদ্মশিবির। যার কারনে প্রধানমন্ত্রীর সফর।

ভুট্টায় ভাঙার অপরাধে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ এক ব্যক্তিকে, গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ এপ্রিল ঃ প্রতিবেশীর জমি থেকে না বলে ভুট্টা তুলতে গিয়ে তিন ভাইয়ের অমানসিক নির্যাতনে প্রাণ হারালো এক ব্যক্তি। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো সীমান্ত এলাকায়। ভাইয়ের বাড়িতে ঘুরতে আসাই যেন কাল হলো। একটি ভুট্টার জমি থেকে দুই, তিনটি ভুট্টা নিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। আর তাতেই জমির মালিকদের রোষের মুখে পড়তে হলো তাকে। পিটিয়ে খুন করা হল মাঝবয়সী ওই ব্যক্তিকে। সমগ্র ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য বাংলা বিহার সীমান্তবর্তী এলাকায়। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এক অভিযুক্ত। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার সাদলিচকের ঘটনা। মৃত ব্যক্তির নাম জামালউদ্দিন (৪০)। বাড়ি রতুয়া থানার ভাদো এলাকায়। দুইদিন আগে জামালউদ্দিন তার ভাই কামাল উদ্দিনের বাড়িতে ঘুরতে আসেন। কামালউদ্দিনের বাড়ি বাংলা-বিহার সীমান্তে কুমেদপুর লাগোয়া আজমনগর থানার অন্তর্গত বাটনারাহি গ্রামে। ভাইয়ের বাড়িতে ঘুরতে এসে শুক্রবার রাতে সাদলিচকে একটি ভুট্টার জমি থেকে দুই তিনটি ভুট্টা ভাঙেন জামালউদ্দিন। তারপরেই কার্যত জমির মালিকেরা পিটিয়ে মারে ওই ব্যক্তিকে। এমনটাই অভিযোগ ভাই কামালউদ্দিনের। তিনি জানতে পারেন তার দাদা ভুট্টার জমির পাশে একটি সেতুতে পড়ে রয়েছে। তারপরেই গিয়ে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় তদন্তে নেমে নাসিম নামে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে শনিবার চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। জানা যাচ্ছে আরো বেশ কয়েকজন এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। সমগ্র ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। মৃত ব্যক্তির ভাই কামালউদ্দিন জানান আমার দাদা শামসি থেকে গতকাল আমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। প্রতিবেশীদের জমি থেকে রাত্রেবেলা দুটো ভুট্টা ভেঙে আনেন। এরপরই ওই ভুট্টা জমির মালিকরা তিন ভাই মিলে আমার দাদাকে নিশংস নির্যাতন চালিয়ে মারধর করে। এরপর ওকে এলাকারই একটি ব্রিজের নিচে ফেলে রেখে দেয়। আমরা খবর পেয়ে ওকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি কিন্তু ওকে আর বাঁচানো যায়নি। আমরা দোষীদের শাস্তি চাই। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিত সরকার জানিয়েছেন এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে আজ চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

জনসংযোগে ব্যস্ত শ্রী-রূপা মিত্র চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, মালদা , ৬ এপ্রিল ঃ নির্বাচন ঘোষণা হতেই শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন দলের নির্বাচনী প্রচার। কেউ মিছিল, কেউ মিটিং করছে। এর মধ্যে বেশ কিছুটা ব্যতিক্রমী দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রী-রূপা মিত্র চৌধুরী। জেলার মানুষ যাকে নির্ভয়া দি বলে চেনে। ইংরেজবাজারের এই বিজেপি বিধায়ককে এবার দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে বিজেপি। সকাল থেকেই তাকে দেখা গেল অন্য মেজাজে পরনে গোলাপি শাড়ি যে গাড়িটি চলছে তাও গোলাপি। বাড়ি থেকে বেরিয়েই শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তির নিচে বসে সকাল সকাল জনসংযোগে ব্যস্ত। কিন্তু এই গোলাপি রং কেন তাড়াতাড়ি তিনি জানালেন এই গোলাপি রঙ হলো পাওয়ার অফ ওম্যান অর্থাৎ নারী শক্তির প্রতীক। যখন আইন কানুন কিছু ছিল না এবং সেই সময় তীব্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহিলারা একত্রিত হয়ে গোলাপি গ্যাং বানাতো। নারী শক্তির স্বশক্তি করনের জন্যই এই রঙ তিনি বেছে নিয়েছেন। এদিন সকালে ইংরেজবাজার শহরে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে তিনি মোথাবাড়ি বিধানসভার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হিসেবে লজ্জা বোধ করছি, এনআইএ-র ওপর হামলা প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পল

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৬ এপ্রিল ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র ওপর হামলার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। একইসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পল বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের একজন বাসিন্দা হিসেবে এই ঘটনায় অত্যন্ত লজ্জা বোধ করছি। উল্লেখ্য, শুক্রবার গভীর রাতে একটি বিস্ফোরণের মামলার তদন্তে গিয়ে আক্রান্ত হয় এনআইএ। যদিও ওই বিস্ফোরণের ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এনআইএ-র আধিকারিকদের ওপর হামলা প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পল বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা হিসেবে আমরা লজ্জিত। কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি ইডি আধিকারিকদেরও আক্রমণ করা হয়েছে। এখন এনআইএ আক্রান্ত। যা ঘটেছে তার দায় নিতে হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে..।

ভূপতিনগর বিস্ফোরণকাণ্ডে দুই তৃণমূল কর্মী গ্রেফতার, তীব্র নিন্দা বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৬ এপ্রিল ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগরে বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। এ বার তা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিল বিজেপি। রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই এই ঘটনা ঘটেছে। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিচারব্যবস্থার হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তিনি। পাল্টা জবাব দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্রের খবর, যে দু'জনকে আটক করেছিল এনআইএ, সেই বলাই মাইতি এবং মনোব্রত জানাকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার ওপর হামলা প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেছেন, ''পুরো বিষয়টি ঘটেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে। স্থানীয় মানুষ নয়, এরা চিহ্নিত তৃণমূল নেতা এবং কর্মী। যে ভাবে একের পর এক কেন্দ্রীয় এজেন্সির উপর আক্রমণ হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গকে দেখে মাঝেমাঝে আমাদের মনে হচ্ছে আফগানিস্তানে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে এবং বিচারব্যবস্থাকে খুব তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করা উচিত। নচেৎ, পশ্চিমবঙ্গ আগামিদিনে ভারতের অঙ্গরাজ্য থাকবে, না কি থাকবে না, তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে।

ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ এপ্রিল ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন জলপাইগুড়িতে। আগামীকাল রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভা ধূপগুড়িতে। শনিবার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হলো জলপাইগুড়িতে। রাজগঞ্জ ব্লকের পাহারপুরগ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পাতকাটা কলোনি সহ বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি নেতাকর্মীরা দলীয় পতাকা উত্তোলন সহ পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির ৩৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভা রয়েছে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে। জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা সাংসদ ডক্টর জয়ন্ত কুমার রায়ের সমর্থনে নরেন্দ্র মোদী জলপাইগুড়িতে আসছেন। খুশি বিজেপি নেতাকর্মীরা। বিপুল ভোটে জয়ী হবেন প্রার্থী এমনটা আশা করছেন তারা।

আদ্রা ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা বিভাগে উন্নয়নমূলক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা হবেঃ ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি / সংক্ষিপ্ত উৎপত্তি ঃ ১. ০৮১৭৪/ ০৮৬৫২ টাটানগর-আসানসোল-বরাভূম মেমু স্পেশাল, ০৯.০৪.২০২৪ এবং ১২.০৪.২০২৪ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি আদ্রা থেকে উদ্ভূত/ সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে। ২. ০৮৬৮০/ ০৮৬৭৯ আদ্রা-মেদিনীপুর-আদ্রা মেমু স্পেশাল, ১২.০৪.২০২৪ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি বাঁকুড়া থেকে সংক্ষিপ্ত/ সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে। ৩. ০৮৬৭১/ ০৮৬৭২ আদ্রা-ভাগা-আদ্রা স্পেশাল, ১৩.০৪.২০২৪ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি ভোজুডিহ থেকে উদ্ভূত/ সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে। ট্রেনের ডাইভারশন ঃ ১. ১৮৬০১ টাটানগর- হাতিয়া এক্সপ্রেস, ০৮.০৪.২০২৪, ১০.০৪.২০২৪ এবং ১২.০৪.২০২৪ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা চান্দিল- গুন্ডা বিহার-মুড়ি হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে।

জে.ডি. বিড়লা ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা ৩ এপ্রিল ২০২৪-এ নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতায় কলেজের আই কিউ এ সি এবং এন এস এস শাখা দ্বারা আয়োজিত সিস্টেমেটিক ভোটারস এডুকেশন অ্যান্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন (এসভিইইপি) প্রোগ্রামের সময় একটি উজ্জ্বল ভারতের জন্য ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষক - কর্মচারী সহ ৬০০ জনেরও বেশি উৎসাহী শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীদের ভোট দিতে এবং তাদের অধিকার বুঝতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এই ইভেন্টটি উপস্থিতদের মধ্যে নাগরিক কর্তব্যের অনুভূতি জাগিয়েছিল। একই সময়ে, তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে আমাদের সম্মিলিত পদক্ষেপ ভারতের ভবিষ্যতকে রূপ দিতে পারে।

আবারো বড়সড় ভাঙ্গন শাসক দলের, পানিশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ এপ্রিল ঃ আবারো বড়সড় ভাঙ্গন শাসক দলের, পানিশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের। পানিশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক বিকাশ রাজ ভরের নেতৃত্বে শনিবার তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ২৫ টি পরিবার বিজেপিতে যোগদান করলো কোচবিহার জেলা বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে। একই সাথে ডাওয়াগুড়ি অঞ্চলের মোতাব আলী মিয়া-এর নেতৃত্বে আরো ৩৩ টি পরিবার যোগদান করে বিজেপিতে। তাদের সকলের হাতেই দলীয় পতাকা তুলে দেন কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি সুকুমার রায়। বিকাশ রাজভর মন্তব্য করে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসে যে কোন ঐক্য নেই, একটা দম বন্ধ হওয়া পরিস্থিতি। কোন যোগ্য মর্যাদা নেই তাই বাধ্য হয়ে তারা বিজেপিতে যোগদান করল। এই বিষয়ে ডাওয়াগুড়ি অঞ্চলের মোতাব আলী মিয়া বলেন আমরা তৃণমূলে থেকেও বিজেপিতে ভোট দিয়েছি তৃণমূলে থাকা অবস্থায় আমাদের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি অবহেলা করা হয়েছে সেই কারণেই আমরা আজ বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিয়েছি। এই বিষয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, এরকম প্রতিটা জায়গায় কোচবিহারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ দলে দলে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন।

আবারও হাতির হানায় মৃত্যু বৃদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ এপ্রিল ঃ আবারও হাতির হানায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। ঘটনাটি ঘটেছে, আজ, শনিবার সকালে মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরা এলাকার অঞ্চলপাড়া এলাকায়। বৃদ্ধার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়। মৃতার নাম সাবিত্রী রায় (৮৫)। মৃতার ছেলে সন্তোষ রায় বলেন, ভোরবেলা বাড়ির পাশে থাকা ঝোরা থেকে জল ভরে নিয়ে আসার সময় তাঁর মাকে হাতি আক্রমণ করে। সেখানেই মৃত্যু হয় মায়ের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন খুনিয়ার বনকর্মীরা ও মেটেলি থানার পুলিস। খুনিয়ার রেঞ্জার সজলকুমার দে জানান, মৃতার ক্ষতবিক্ষত দেহ মেটেলি থানার পুলিস উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। আজই দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে জলপাইগুড়িতে। নির্দিষ্ট সরকারি নিয়ম মেনে আবেদন করলে খুব শীঘ্রই মৃতার পরিবারকে সরকারি সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

চা-বাগান থেকে উদ্ধার হল বিশালাকার কিং কোবরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ এপ্রিল ঃ পুনরায় চা-বাগান থেকে উদ্ধার হল বিশালাকার এক কিং কোবরা। মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের বড়দিঘি চা-বাগানের টিলাবাড়ি ডিভিশন থেকে প্রায় ১৪ ফুটের ওই কিং কোবরাটি উদ্ধার করা হয়েছে। এদিন বাগানের ৩৪ সেকশনে কাজ করার সময় শ্রমিকেরা ওই কিং কোবরাটিকে দেখতে পান। চা-বাগানের এক শ্রমিক মনোজ মুন্ডা বলেন, আমরা যখন চা বাগানে কাজ করছিলাম, তখন চা-বাগানের মধ্যে এত বড় সাপ দেখে খুব ভয় পেয়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে বাগানের ম্যানেজারকে খবর দেওয়া হয়। পাশাপাশি, ওই সেকশনের কাজও বন্ধ হয়ে যায় বেশ কিছুক্ষণের জন্য। এর পরেই চালসার সর্পপ্রেমী যুবক দিবস রাইকে খবর দেওয়া হয়। দিবস এসে কিং কোবরাটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। সাপটি সুস্থ থাকায় এদিনই সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে দিবস রাই জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, এর আগেও টিলাবাড়ি ডিভিশন চা-বাগান থেকে কিং কোবরা উদ্ধার করা হয়েছিল। বাগানটির পাশেই রয়েছে গরুমারা জঙ্গল। গরুমারা জঙ্গল থেকেই কিং কোবরা যখন- তখন চা-বাগানে চলে আসতে পারে বলে বাসিন্দাদের অনুমান। এদিকে, বন দফতরও জানিয়েছে, সাপটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. ঃ সিওএম /সি অ্যান্ড ভি /নিউ অ্যালটমেন্ট/এমপিএস/২০২১ **তারিখ ঃ ০৪.০৪.২০২৪**

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে 'সি' ক্যাটাগরির স্টেশনে ৬৩ টি মাল্টি-পারপাস স্টল (এমপিএস) -এর চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও তথ্য জানতে **www.ireps.gov.in** -এর ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। নিলামের বিশদ ঃ **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- ৭-২০২৪। ক্র. নং.; এসইকিউ নং.; লট নং./ক্যাটাগরি, বিবরণ; বন্ধের তারিখ/সময়** নিম্নরূপ ঃ **(১) এএ/১;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসকেজি-এমপিএস-৫৫-২৩-১;সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। **(২) এএ/২;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমবিই- এমপিএস-৪০-২৩-১;অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে। **(৩) এএ/৩;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেকেএই-এমপিএস-১৫-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে। **(৪) এএ/৪;** এমপিএস- এইচডব্লুএইচ -ডিএমএলই- এমপিএস-২৭-২৩-১;অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, সকাল ১১টা। **(৫) এএ/৫;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএলজি- এমপিএস-৪৬-২৩-১;অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, সকাল ১১টা ১০ মিনিটে। **(৬) এএ/৬;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-টিবিএই- এমপিএস-৪৮-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত;১৬.০৪.২০২৪, সকাল ১১টা ২০ মিনিটে। **(৭) এএ/৭;** এমপিএস- এইচডব্লুএইচ-বিএফজেড-এমপিএস-৫০-২৩-১;সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। **(৮) এএ/৮;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- জেপিকিউ- এমপিএস-৫২-২৩-১;সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে। **(৯) এএ/৯;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসওএই- এমপিএস-৫৬-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, সকাল ১১টা ৫০ মিনিটে। **(১০) এএ/১০;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমডিএসই- এমপিএস-৬৩-২৩-১;সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ১২ টা। **(১১) এএ/১১;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিবিজেড- এমপিএস-৬৬-২৩-১;সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ১২ টা ১০ মিনিটে। **(১২) এএ/১২;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ -এডিএসটি- এমপিএস-২-২৩-১;সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ১২ টা ২০ মিনিটে। **(১৩) এএ/১৩;** এমপিএস- এইচডব্লুএইচ- বিজিএই- এমপিএস-৪-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিটে। **(১৪) এএ/১৪;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএনএ - এমপিএস-৬-২৩-১;সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ১২ টা ৪০ মিনিটে। **(১৫) এএ/১৫;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিএফএই-এমপিএস-১১-২৩-১;সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ১২ টা ৫০ মিনিটে। **(১৬) এএ/১৬;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এজিএই - এমপিএস-১৯-২৩-১;অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ১ টা। **(১৭) এএ/১৭;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল - এমপিএস-২৪-২৩-১;অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ১ টা ১০ মিনিটে। **(১৮) এএ/১৮;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিপিএই- এমপিএস-২৯-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ১ টা ২০ মিনিটে। **(১৯) এএ/১৯;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিটিএই - এমপিএস-৩২-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে। **(২০) এএ/২০;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এনবিএই - এমপিএস-৪১-২৩-১;অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ১ টা ৪০ মিনিটে। **(২১) এএ/২১;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিটিএই - এমপিএস-৪৩-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ১ টা ৫০ মিনিটে। **(২২) এএ/২২;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-টিএলও -এমপিএস-৪৯-২৩-১;অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ২ টো। **(২৩) এএ/২৩;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিএইচএই- এমপিএস-৫১-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ২ টো ১০ মিনিটে। **(২৪) এএ/২৪;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজেআরএ- এমপিএস-৫৩-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ২ টো ২০ মিনিটে। **(২৫) এএ/২৫;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিআরএই-এমপিএস-৬০-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ২ টো ৩০ মিনিটে। **(২৬) এএ/২৬;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিপিএই- এমপিএস-৮-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ২ টো ৪০ মিনিটে। **(২৭) এএ/২৭;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- জেওএক্স-এমপিএস-১৪-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, দুপুর ২ টো ৫০ মিনিটে। **(২৮) এএ/২৮;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-সিডিএই-এমপিএস-২৬-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৩ টে। **(২৯) এএ/২৯;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এলওকে- এমপিএস-৩৭-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৩ টে ১০ মিনিটে। **(৩০) এএ/৩০;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিএসএই- এমপিএস-৪৪-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৩ টে ২০ মিনিটে। **(৩১) এএ/৩১;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-আরএসএলআর- এমপিএস-৪৫-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৩ টে ৩০ মিনিটে। **(৩২) এএ/৩২;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিসিজিএম- এমপিএস-৫৭-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৩ টে ৪০ মিনিটে। **(৩৩) এএ/৩৩;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএফ- এমপিএস-২০-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৩ টে ৫০ মিনিটে। **(৩৪) এএ/৩৪;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ - বিআরপিএ- এমপিএস-২৩-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৪ টে। **(৩৫) এএ/৩৫;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিআরপি- এমপিএস-২৮-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৪ টে ১০ মিনিটে। **(৩৬) এএ/৩৬;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এলকেএক্স-এমপিএস-৬২-২৩-১;সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৪ টে ২০ মিনিটে। **(৩৭) এএ/৩৭;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএমএই- এমপিএস-৬৭-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৪ টে ৩০ মিনিটে। **(৩৮) এএ/৩৮;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএসএই- এমপিএস-৭-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৪ টে ৪০ মিনিটে। **(৩৯) এএ/৩৯;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএইচএলএ- এমপিএস-৯-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৪ টে ৫০ মিনিটে। **(৪০) এএ/৪০;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিবিআরএ-এমপিএস-১২-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৫ টা। **(৪১) এএ/৪১;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমইউজি-এমপিএস-১৭-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৫ টা ১০ মিনিটে। **(৪২) এএ/৪২;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- ডিবিপি- এমপিএস-৫৮-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৫ টা ২০ মিনিটে। **(৪৩) এএ/৪৩;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএএইচডব্লু- এমপিএস-৩-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৫ টা ৩০ মিনিটে। **(৪৪) এএ/৪৪;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচআইএইচ- এমপিএস-১৩-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৫ টা ৪০ মিনিটে। **(৪৫) এএ/৪৫;** এমপিএস- এইচডব্লুএইচ-বিএমএই- এমপিএস-২৫-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, বিকেল ৫ টা ৫০ মিনিটে। **(৪৬) এএ/৪৬;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচওয়াইজি- এমপিএস-৩১-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৬.০৪.২০২৪, সন্ধ্যা ৬ টা। **(৪৭) এএ/৪৭;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- কেএমএই- এমপিএস-৩৬-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৭.০৪.২০২৪, সকাল ১০ টা ৩০ মিনিটে। **(৪৮) এএ/৪৮;** এমপিএস- এইচডব্লুএইচ-এমএওয়াইপি-এমপিএস-৩৯-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৭.০৪.২০২৪, সকাল ১০ টা ৪০ মিনিটে। **(৪৯) এএ/৪৯;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- পিআরএই- এমপিএস-৪২-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৭.০৪.২০২৪, সকাল ১০ টা ৫০ মিনিটে। **(৫০) এএ/৫০;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিইএ- এমপিএস-৫৯-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৭.০৪.২০২৪, সকাল ১১ টা। **(৫১) এএ/৫১;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- এসএইচবিসি- এমপিএস-৬৮-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৭.০৪.২০২৪, সকাল ১১ টা ১০ মিনিটে। **(৫২) এএ/৫২;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেওজি-এমপিএস-১৬-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৭.০৪.২০২৪, সকাল ১১ টা ২০ মিনিটে। **(৫৩) এএ/৫৩;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- পিএলএই-এমপিএস-১৮-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৭.০৪.২০২৪, সকাল ১১ টা ৩০ মিনিটে। **(৫৪) এএ/৫৪;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেআরএই- এমপিএস-৩৪-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৭.০৪.২০২৪, সকাল ১১ টা ৪০ মিনিটে। **(৫৫) এএ/৫৫;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- কেএইচএন- এমপিএস-৬৯ -২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৭.০৪.২০২৪, সকাল ১১ টা ৫০ মিনিটে। **(৫৬) এএ/৫৬;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমএসএই-এমপিএস-৩৮-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৭.০৪.২০২৪, দুপুর ১২ টা। **(৫৭) এএ/৫৭;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেজেইউ-এমপিএস -৬১-২৩-১; সংরক্ষিত ; ১৭.০৪.২০২৪, দুপুর ১২ টা ১০ মিনিটে। **(৫৮) এএ/৫৮;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- এনকেএল- এমপিএস-৬৪-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৭.০৪.২০২৪, দুপুর ১২ টা ২০ মিনিটে। **(৫৯) এএ/৫৯;** এমপিএস- এইচডব্লুএইচ- বিকিউওয়াই-এমপিএস-১০-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৭.০৪.২০২৪, দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিটে। **(৬০) এএ/৬০;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিওআই-এমপিএস-২১-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৭.০৪.২০২৪, দুপুর ১২ টা ৪০ মিনিটে। **(৬১) এএ/৬১;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- এইচজিওয়াই-এমপিএস- ৩০-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৭.০৪.২০২৪, দুপুর ১২ টা ৫০ মিনিটে। **(৬২) এএ/৬২;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ- জেআইটি- এমপিএস-৩৫-২৩-১; অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৭.০৪.২০২৪, দুপুর ১ টা। **(৬৩) এএ/৬৩;** এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএলএই -এমপিএস-৫-২৩-১; সংরক্ষিত; ১৭.০৪.২০২৪, দুপুর ১ টা ১০ মিনিটে। **লট নং./বিভাগ ঃ** এমপিএস-মাল্টি পারপাস স্টল (ক্র. নং. ১ থেকে ৬৩ -এর জন্য)। **বিবরণ ঃ** মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) বণ্টন (ক্র. নং. ১ থেকে ৬৩ -এর জন্য)। **দর একক ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি (ক্র. নং. ১ থেকে ৬৩ -এর জন্য)। **ট্রিপ/দিন ঃ** ১৮২৬ (ক্র. নং. ১ থেকে ৬৩ -এর জন্য)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি % ঃ** ০.২ (ক্র. নং. ১ থেকে ৬৩ -এর জন্য)। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৫ % (ক্র. নং. ১ থেকে ৬৩ -এর জন্য)। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার ঃ** ০ (ক্র. নং. ১ থেকে ৬৩ -এর জন্য)। HWH-07/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

খাওয়া-দাওয়া

কি ভাবে আপনি কাবুলি পোলাওয়ের রেসিপি বানাবেন, জানতে হলে এখুনি পড়ুন

উপকরণ ঃ মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, সয়াবিন তেল আধা কাপ, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, আস্ত গোলমরিচ ১০-১২টি, বাসমতী চাল ১ কেজি, জাফরান সামান্য, কেওড়াজল ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, ঘি ২ টেবিল চামচ, চিনি ৭-৮ টেবিল চামচ, মাখন ২ টেবিল চামচ, গাজর লম্বাটে চিকন করে কাটা ১ কাপ, কিশমিশ আধা কাপ, কাঠবাদাম পরিমাণমতো, পেস্তা ও কাজুবাদাম এবং লেবুর রস এক টেবিল চামচ।

প্রণালিঃ প্রথমে ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে নিন ভালো করে। বাদামি হয়ে এলে রসুনবাটা, লবণ, মরিচ দিয়ে নেড়ে মাংস দিয়ে দিন। মাংস কষানো হলে প্রায় ২ লিটার জলন দিয়ে সেদ্ধ হতে দিন। একটি প্যানে সামান্য জল ও চিনি দিয়ে ক্যারামেল করে নিন।

মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে এবং ঝোল প্রায় আধা লিটার বা তার বেশি পরিমাণ থাকতেই নামিয়ে নিতে হবে। এরপর ঝোল থেকে মাংস তুলে আলাদা করে রাখুন। ঝোলের সঙ্গে অর্ধেকটা ক্যারামেল মিশিয়ে আলাদা করে রাখুন। চাল প্রায় দুই ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে জলেতে আধা সেদ্ধ করে নিন। জল ঝরিয়ে নিন। জল ঝরানো হলে একটি প্যানে ভাত দিয়ে এতে মাখন, গোলমরিচ, লেবুর রস, কেওড়াজল, জাফরান, কিশমিশ এবং ক্যারামেল দেওয়া ঝোল ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিন। এরপর প্যানে ভাতের ওপর মাংস ছড়িয়ে দিয়ে প্যানটি মাঝারি আঁচে চুলায় দমে বসিয়ে দিন। ১০ মিনিট দমে বসিয়ে রাখুন।

লক্ষ রাখবেন যেন ভাপ বাইরে বেরিয়ে না যায়। এরপর ঢাকনা খুলে ঘি ছড়িয়ে দিন ওপরে। ৫ মিনিট মৃদু আঁচে ঢেকে রেখে নামিয়ে নিন। বাকি অর্ধেক ক্যারামেল কেটে রাখা গাজর দিয়ে ভেজে নিন। গাজর আলাদা করে রাখুন। একটি পরিবেশন পাত্রে কাবুলি পোলাও তুলে নিয়ে ওপরে ক্যারামেল করা গাজর এবং বাদাম ও কিশমিশ ছড়িয়ে দিন এবং গরম-গরম পরিবেশন করুন।

আমি সমস্ত পার্টি সদস্যদের আইএনডিআই-এর সমাবেশ অংশগ্রহণ করতে আবেদন জানাচ্ছি ঃ কল্পনা

রাঁচি, ৬ এপ্রিল ঃ আমি সমস্ত পার্টি সদস্যদের আইএনডিআই-জোটের সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে আবেদন জানাচ্ছি, এই মন্তব্য করেন জেএমএম নেতা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের স্ত্রী কল্পনা সোরেন। শনিবার তিনি রাঁচিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন। সম্প্রতি আইএনডিআই-এর একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেখানে জেএমএম দলের সকল সদস্যদের এবং সকল জোটের সদস্যদের অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন কল্পনা সোরেন। তিনি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমি আইএনডিআই-জোটের সকল সদস্যকে এবং জেএমএম দলের সকলকে এই বিশাল সমাবেশে যোগদান করতে অনুরোধ করছি।

বিভিন্ন মাছের নতুন রেসিপি

বাঙালি মানেই মাছে-ভাতে। পাতে মাছ না থাকলে পয়লা বৈশাখের ভোজ জমে নাকি? ঘটি হোক বা বাঙাল, তরজা ভুলে ইলিশ-চিংড়ির শান্তির সহাবস্থান হয় ভোজের পাতে। আর তাই পয়লা বৈশাখের জন্য রকমারি মাছের রেসিপি রইল সংবাদ প্রতিদিন ডট ইন-এর পাতায়। মাছের এই পদগুলো বানানোও যেমন সহজ, তেমন পাতও চেটেপুটে সাফ হবে। আর হ্যাঁ, এই গরমেও পেটের জন্য ভালো। ঝটপট জেনে নিন।

কাতলা রেজালা

উপকরণ-

কাতলা মাছ (লবণ-হলুদ গুঁড়ো দিয়ে মাখানো), নুন, চিনি, জিরেগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো, গরম মশলাগুঁড়ো, গোটা গরমমশলা, কাঁচালঙ্কা, পিঁয়াজ পেস্ট, আদা পেস্ট, কাজু-কিশমিশ পেস্ট, জলে ভেজানো জাফরান, সরষের তেল, সাদা তেল

প্রণালী-

প্রথমে তেল গরম করে ম্যারিনেট করা মাছগুলোকে সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন। এবার এতে গোটা গরম মসলা ফোঁড়ন দিন, গন্ধ বেরোতে শুরু করলে কাজু-কিশমিশের পেস্ট দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে এতে পিঁয়াজ ও আদা বাটা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিয়ে একে একে সব গুঁড়োমশলা দিয়ে ভালো করে কষান। প্রয়োজনে সামান্য জল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ রাখুন। ফুটতে থাকলে ভাজা মাছগুলো দিয়ে আরও ৫ মিনিট ঢেকে রাখুন। নামানোর আগে উপর থেকে জাফরান জল ছড়িয়ে দিন।

গোলমরিচ আড়

উপকরণ-

আড় মাছ, রসুন পেস্ট, শুকনো লঙ্কা, গোটা গোলমরিচ, গোলমরিচ গুঁড়ো, কালো জিরে পেস্ট, টক দই, নুন (স্বাদ অনুযায়ী), ধনেপাতা কুচি

প্রণালী-

প্রথমে ভালো করে মাছ ধুয়ে সামান্য লবণ ছড়িয়ে হালকা ভেজে নিন। এবার একটি প্যানে তেল গরম করে তাতে রসুনের পেস্ট দিয়ে সামান্য ভেজে এতে পরিমান মতো গোল মরিচগুঁড়ো, কালোজিরে পেস্ট এবং কিছুটা গোটা গোলমরিচ যোগ করে কষিয়ে নিন। প্রয়োজনে সামান্য জল যোগ করে মিনিট খানিক ফুটতে দিন। এবার ভাজা মাছ, স্বাদমতো নুন এবং কুচোনো ধনেপাতা দিয়ে, একটি ঢাকনা দিয়ে প্যানটি ঢেকে কিছুক্ষণ রান্না করুন। এবার সার্ভিং প্লেটে কিছু ধনেপাতা দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে গরম গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন গোলমরিচ আড়।

লাউ কাতলা

উপকরণ-

কাতলা মাছের টুকরো (৪টি), লাউ (ছোট ১টি), আলু মাঝারি মাপের (২টি), তেজপাতা (২টি), শুকনো লঙ্কা (২টি), জিরে (১ চা-চামচ), হলুদগুঁড়ো (১ চা-চামচ), জিরেগুঁড়ো (১ চা-চামচ) ধনেগুঁড়ো (১ চা-চামচ), নুন (স্বাদমতো), চিনি (সামান্য) সরষের তেল (১ কাপ), বড়ি (৮-৯টি), কড়াইশুঁটি (অল্প)

প্রণালী-

প্রথমে মাছ ভালো করে ধুয়ে নুন-হলুদ মাখিয়ে ভেজে তুলে নিন। লাউ খোসা ছাড়িয়ে কুচি করে ধুয়ে রাখুন। এবার কড়াইয়ে সরষের তেলে শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, জিরে ফোড়ন দিন। এর মধ্যে আলুর টুকরো দিয়ে নাড়াচাড়া করে তাতে লাউ দিয়ে নুন, হলুদগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, চিনি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে পরিমাণমতো জল দিয়ে কষান। ঢেকে রাখুন। লাউ থেকে জল ছাড়বে। খানিকটা শুকিয়ে এলে ভাজা মাছ, কড়াইশুঁটি, আগে থেকে ভাজা বড়ি, কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঢেকে দিন। ১০-১৫ মিনিট ফুটিয়ে নামিয়ে নিন। তৈরি লাউ কাতলা।

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে সোশাল মিডিয়ায় অশালীন রিলস্ ভিডিও শ্যুট নিষিদ্ধ, ধরা পড়লে জরিমানা

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ৬ এপ্রিল ঃ গোমতি জেলার অন্তর্গত উদয়পুরের মাতাবাড়ি তথা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে সরকারিভাবে নিযুক্ত একজন ম্যানেজার থাকা সত্ত্বেও কীভাবে সোশাল মিডিয়ায় অশালীন রিলস্ ভিডিও তৈরি হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। সতীর ৫১ পীঠের এক পীঠ মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষের একটি অন্যতম তীর্থস্থান। যেখানে প্রত্যেকদিন হাজার হাজার দর্শনার্থী এবং পুণ্যার্থী আসেন মাকে দর্শন ও পুজো দেওয়ার জন্য। মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষ আসেন এবং মায়ের কৃপা লাভ করেন। মাতা ত্রিপুরেশ্বরী আজ গোটা বিশ্বে পরিচিত তাঁর মহিমায়। যার জন্য বারংবার প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, টলিউড, বলিউডের তারকারাও আসেন মায়ের আশীর্বাদ নিতে। মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের এত খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে মাতাবাড়িতে কিছু উশৃঙ্খল মহিলা এবং মেয়েছেলে আজ আস্থার জায়গাকে করে ফেলেছেন নোংরামি পরিবেশ। দুঃখজনক হলেও সত্যি, গত বেশ কয়েকদিন ধরে সামাজিক মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে মাতাবাড়িতে পূজা শেষে অশ্লীল গানে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিতে ভিডিও করে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিকৃত মস্তিষ্কের কিছু মানুষ। যার ফলে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। ক্ষোভ সৃষ্টি হয় ধর্মপ্রাণ মানুষজনদের মধ্যে। যারা এ ধরনের ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ড করছেন মাতাবাড়িতে এসে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন হিন্দু, মুসলিম সকল ধর্মের মানুষজন।

এর প্রতিবাদ এবং সোচ্চার দেখে এবার কড়া পদক্ষেপ নিল মাতাবাড়ি মন্দির কমিটি। শনিবার সকাল থেকে বারবার মাইকিং করে দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন মন্দির কমিটি। বলা হয়েছে, মাতাবাড়িতে এসে যদি কেউ অশ্লীল ভিডিও বানায় বা এ ধরনের রিলস বা ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে দেখা যায়, তাহলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি মোটা অঙ্কের জরিমানাও আদায় করা হবে।

মন্দির কমিটির এ ধরনের সিদ্ধান্ত সম্প্রচারিত হওয়ার পর সকল ধর্মপ্রাণ মানুষজন খুব খুশি। মাতাবাড়িতে পুজো দেবে সেটা স্বাভাবিক। তবে পূজা শেষে অশ্লীল ভিডিও বানাবে তা কোনওভাবেই মানা যায় না। তাই সাধারণ মানুষের দাবিকে মান্যতা দিয়ে মাতাবাড়ি মন্দির কমিটি এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বামকংগ্রেসে জোটকে অনৈতিক আখ্যা দিয়ে গণহারে সিপিআইএম ছাড়ছেন বহু পরিবার

কুমারঘাট (ত্রিপুরা), ৬ এপ্রিল ঃ ত্রিপুরায়ও বাম-কংগ্রেস এক হয়ে ভোটের প্রচার চালাচ্ছে জোর কদমে। কিন্তু তাদের এই জোটকে মানতে পারছেন না একাংশ সিপিআইএম এবং কংগ্রেস কর্মীরা। দুই দলের জোটে আপত্তি প্রকাশ করে দলও ছাড়ছেন অনেকে। এমনই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ত্রিপুরার ফটিকরায় বিধানসভাধীন পালবাজার এলাকায়। লোকসভা নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিরোধী শিবির। দলে দলে ভোটাররা যোগ দিচ্ছেন শাসক বিজেপি দলে। এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উপস্থিতিতে ফটিকরায়ের পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ি এবং পালবাজারে বিজেপি ফটিকরায় মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে হয় দুটি পৃথক পৃথক যোগদান সভা। দুটি সভায় ৩৭ পরিবারের ১৩০ জন ভোটার বাম-কংগ্রেসের সঙ্গ ছেড়ে যোগ দিলেন বিজেপি দলে। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইন্ডি জোটকে একহাত নিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদীর শাসনে দেশের রাজনীতির চেহারা পাল্টে গিয়েছে। দেশে পরিবারবাদ, জাতিবাদ এবং ধর্মীয় মৌলবাদের রাজনীতি ধ্বংস হয়ে গেছে। যার দরুন দেশের দুর্নীতিবাজ নেতারা একত্রিত হয়ে যে জোট বেঁধেছেম তার নামই ইন্ডি জোট বলে কটাক্ষ সুধাংশু দাসের। এদিন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধীকে নিয়েও সুর চড়ান মন্ত্রী। সিপিএম এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভরা সভায় সমালোচনা করেন সুধাংশু দাস। পাশাপাশি বিজেপিশাসনে মানুষ কী কী সুবিধা পেয়েছেন তার খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। এদিনের সভায় বক্তব্য পেশ করেছেন সদ্য কংগ্রেস ত্যাগী নিরঞ্জন নমশুদ্র। তিনি বলেন, বাম-কংগ্রেসের জোট অনৈতিক। এই জোটে আস্থা হারিয়ে দীর্ঘদিন ধরে করে আসা কংগ্রেস দল ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন তিনি।

বিজেপিতে দলীয় সমর্থক নয়, কর্মী হিসেবে কাজ করবেন বলেও এদিন প্রকাশ্যে জানালেন নবাগতরা। সভায় মন্ত্রী সুধাংশু দাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব এবং বুথ সভাপতিরা।

সভায় নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাদের দলে বরণ করেন নেতৃত্ব।

বিহারে খুনের অপরাধে, পানাগড়ে পুলিশের জালে ধৃত অভিযুক্ত

দুর্গাপুর, ৬ এপ্রিল ঃ দু-দুটি খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত। পানাগড়ে আত্মগোপন করেও শেষ রক্ষা হল না। অবশেষে বিহার পুলিশের জালে ধরা পড়ল বমাল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম অজিত যাদব। শুক্রবার, পানাগড় ওয়া পাড়ায় আত্মীয়র বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে বিহার পুলিশ। শনিবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে বিহার পুলিশের হাতে ট্রানজিট রিমান্ডের নির্দেশ দেন। বিহার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬ সালে বিহারের ভাগলপুরের নগাছিয়া থানা এলাকায় বিনোদ যাদব নামে এক ব্যাক্তিকে খুন করে অজিত। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে আসে। চলতি বছর গত ৮ মার্চ মিঠুন যাদব নামে এক ব্যাক্তিকে খুন করে সে। এরাজ্যে এসে আত্মগোপন করেছিল। জানা গেছে, পানাগড়ে নতুনপাড়া এলাকায় আত্মিয়র বাড়িতে ডেরা নেয় অজিত। এখানে অবৈধ বালি কারবার চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ। এদিন তার মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিহার পুলিশ জানিয়েছে, আদালতে তার ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে। ভাগলপুর নিয়ে যাওয়া হবে তাকে।

ট্রেনে ক্রমবর্ধমান লিনেনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে গুয়াহাটি, কাটিহার ও আলিপুরদুয়ারে অত্যাধুনিত লন্ড্রি কেয়ার সেন্টার স্থাপন

মালিগাঁও, ৬ এপ্রিলঃ লিনেনের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে এবং আমাদের যাত্রীদের উৎকৃষ্ট মানের পরিষেবা প্রদান করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত গুয়াহাটি, কাটিহার ও আলিপুরদুয়ারে অত্যাধুনিক লন্ড্রি কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

গুয়াহাটির লন্ড্রিটি প্রতি দিন ১৬,০০০ বেডরোল উৎপাদন করতে সক্ষম। একইভাবে কাটিহার ও আলিপুরদুয়ারের লন্ড্রি প্রতি দিন যথাক্রমে ২০০০ ও ২১০০ বেডরোল উৎপাদন করতে সক্ষম। এর ফলে অমরনাথ এক্সপ্রেস, লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস, অবধ অসম এক্সপ্রেস ইত্যাদির মতো গুয়াহাটি ভিত্তিক ট্রেন, নর্থইস্ট এক্সপ্রেস, ব্রহ্মপুত্র মেল ইত্যাদির মতো কামাখ্যা ভিত্তিক ট্রেন, সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেসের মতো আলিপুরদুয়ার ভিত্তিক ট্রেন এবং আম্রপালি এক্সপ্রেস, চম্পারন হামসফর এক্সপ্রেসের মতো কাটিহার ভিত্তিক ট্রেনগুলির বর্ধিত লিনেনের চাহিদা পূরণ হবে। গুয়াহাটিতে অত্যাধুনিক লন্ড্রিটি টানেল ভিত্তিক সিস্টেম, যার মধ্যে জল, শক্তি, স্টিম এবং ক্যামিকেলের ব্যবহার অপ্টিমাইজ করার সময় বৃহৎ পরিমাণ লিনেন পরিচালনা করার ক্ষমতার পাশাপাশি পরবর্তী পর্যায়ে স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর সহ অসংখ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ওয়াশিং প্রক্রিয়ার সময় প্রথমে নোংরাযুক্ত লিনেন ওজন করা হয় এবং মেশিনের অটোমেটিক কনভেয়রে প্রেরণ করা হয়। এরপর কম্পিউটারাইজড অপারেশনের মাধ্যমে ভালো করে ধোয়া ও পরিস্কার করার জন্য লিনেনগুলিকে একটি টানেল ব্যাচ ওয়াশারে লোড করা হয়। এরপর ওয়াশার থেকে লিনেনগুলি ড্রায়ারে স্থানান্তর করার জন্য রোবোটিক ফিডিং ব্যবহার করা হয়। এরপর, সর্বাধিক জল নিস্কাশনের সুবিধার জন্য হাইড্রোলিক প্রেস দিয়ে সজ্জিত প্রেসিং সিস্টেমের দ্বারা জল নিস্কাশন করা হয়।

এরপর, ধোয়া লিনেনগুলি একটি শাটেল কনভেয়রে আনলোড করা হয় এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ড্রায়ার দিয়ে ভালো করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এরপর, লিনেনগুলি আইরনিং সিস্টেম মেশিনে আইরন করা হয়, যা সম্পূর্ণ হওয়ার পর লিনেনগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাঁজ করে দেয়। যাত্রীদের শ্রেষ্ঠ মানের বেডরোল দেওয়া নিশ্চিত করতে লিলেনের মান পরীক্ষা করার জন্য হোয়াইটনেস মিটার ব্যবহার করা হয়। ওয়াশিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর লিনেন সেটগুলি সংশ্লিষ্ট ট্রেনগুলিতে সরবরাহ করার জন্য ব্যাগের মধ্যে প্যাক করা হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের পরিস্কার ও স্বাস্থ্যকর বেডরোল প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এর জন্য এই ধরনের যান্ত্রিক লন্ড্রি স্থাপন করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের অধিক্ষেত্রের অধীনে অন্যান্য স্থানেও এই ধরনের যান্ত্রিক লন্ড্রি স্থাপন করার পরিকল্পনা করেছে।

Name Change

I PRANATI RAY, DAUGHTER OF BHUPATI CHARAN DAS, RESIDING AT KANASREE, SHANTINAGAR, PO-RAHARA KHARDA, NORTH 24 PARGANAS - 700118, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRANATI DAS RAY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/03/2024.THAT PRANATI RAY AND PRANATI DAS RAY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RAMESH KUMAR JAJOO, SON OF BHAWER LAL JAJU, RESIDING AT GOKUL APTS. 14,WATKINS LANE, BLOCK-D, P.S-GOLABARI, HOWRAH-711101,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMESH KUMAR JAJU VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024.THAT RAMESH KUMAR JAJOO AND RAMESH KUMAR JAJU BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I HARISH CH DURLOV, S/O- GOPAL DURLOV, R/O- MASHRA, VTC MASARA, PO- TATLA, CHAKDAH, DIST- NADIA, PIN-741222, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HARISH CHANDRA DURLOV, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024, THAT HARISH CH DURLOV AND HARISH CHANDRA DURLOV ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ABHIJIT PAL, S/O-BISWAJIT PAUL, R/O-VIĹL & P.O.-KHALITPUR, PS.-PETRAPOLE, District- North 24 PARGANAS, PIN-743405, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABHIJIT PAUL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BONGAON ON 02/04/2024, THAT ABHIJIT PAL AND ABHIJIT PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOUSUMI PRAMANICK,WIFE OF ANIRBAN PRAMANIK, RESIDING AT HARINAGAR PASCHIMPARA, RATHTALA FISH MARKET, RANAGHAT, NADIA-741201, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUSUMI PRAMANIK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/03/2024.THAT MOUSUMI PRAMANICK AND MOUSUMI PRAMANIK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SANKAR DATTA, C/O KSHITISH CHANDRA DATTA, R/O JUGBERIA, SAHARPUR, TALBANDA, NORTH 24 PARGANAS - 700100, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHANKAR DUTTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024. THAT SANKAR DATTA AND SHANKAR DUTTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PHICK DKHAR, S/O- LAKHON RYNGKHLEM, R/O- WAPUNG SHNONG EAST JAIN HILLS PIN-793160, MEGHALAYA, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PHIK DKHAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024, THAT PHICK DKHAR AND PHIK DKHAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I LOKMAN ALI SK, S/O- AHADALI SEKH, R/O- SEKH HALDER PARA BAHIR GACHHI, P.S-USTHI S.24.PARGANAS -743375, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LOKMAN ALI SEKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024, THAT LOKMAN ALI SK AND LOKMAN ALI SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MAMONI DAS, S/O- RAM CHANDRA DAS, R/O- 658 RABINDRA SARANI KOLKATA-700003, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MONIKA SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024, THAT MAMONI DAS AND MONIKA SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KURBAN ALI SK, S/O-LOKMAN ALI SEKH, R/O- SARDAR BAIDYA PARA BAHIR GACHHI, P.S-USTHI DIAMOND HARBOUR-743375, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KURBAN ALI SEKH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024, THAT KURBAN ALI SK AND KURBAN ALI SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I YONIKA BIAM, S/O- RAM KYNDAIT, R/O- MIHMYNTDU LUMPYRDI WEST JAINTIA HILLS DISTRICT JOWAI PIN-793150, MEGHALAYA, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YOOPHI BIAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024, THAT YONIKA BIAM AND YOOPHI BIAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AJAY KUMAR MALLICK, S/O AMAR MALLICK, R/O- VILL & P.O-SANEKPUR, P.S - GOPAL NAGAR, BONGAON, PIN-743701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJOY KUMAR MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/04/2024, THAT AJAY KUMAR MALLICK AND AJOY KUMAR MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PAL SANJAY, S/O PASHUPATI PAL, R/O HARISH CHAK, KHANAKUL, HOOGHLY, 712416, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJOY PAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024, THAT PAL SANJAY AND SANJOY PAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Basudeb Mandal (old name) S/O Gopal Mandal, residing at Vill- Dhobaghata Bamanchak, P.O.- Satkhunda Sahebnagar, Dist- East Medinipur, Pin- 721431, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Basudeb Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/04/2024. Basudeb Mondal (new name) and Basudeb Mandal (old name) both are same identical person.

Name Change

I GULAM SHARWAR, S/O ABDUL JABBAR, R/O KRISHNAPUR PAN PARA,P.O-GARALGACHA,P.S-CHANDITALA, HOOHLY, PIN-712708, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GULAM SARWAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024, THAT GULAM SHARWAR AND GULAM SARWAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Chandan Maity (old name) S/O Diptendu Maity, residing at Opposite Football Ground, Naskarpur, Kharubere, P.O.- Kharuberia, P.S.- Shyampur, Dist- Howrah, Pin- 711314, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Spandan Maity (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/04/2024. Spandan Maity (new name) and Chandan Maity (old name) both are same identical person.

Name Change

I FARHAD HOSEN SARDER AND FARHAD HOSSAIN SARDAR, S/O- NABIR ALI SARDAR, R/O- PURBA SHIBNAGAR PO.-TALDI,SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743376, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FORHAD HOSSAIN SARDAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024, THAT FARHAD HOSEN SARDER AND FARHAD HOSSAIN SARDAR, AND FORHAD HOSSAIN SARDAR, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Kajol Shankar (old name) S/O Fullchand Shankar, residing at Kantlia Naskar Para, P.O.- Nibira, P.S.- Domjur, Dist- Howrah, Pin- 711409, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kajal Shankar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/04/2024. Kajal Shankar (new name) and Kajol Shankar (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Sekhar Roy (পুরাতন নাম), পিতা Late Baroda Kanta Roy, ঠিকানা- FLAT NO. C-19/13, MANJULIKA-A CO-OP HOUSING SOCIETY LTD., EKTP PHASE-IV, KOLKATA -700107, West Bengal, কোলকাতার নোটারি পাবলিকের Affidavit No.A/14/2024 dated 19.03.2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sekhar Ray (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sekhar Roy (পুরাতন নাম) এবং Sekhar Ray (নতুন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Imrana Begum (old name) W/O Tabrej, Presently residing at Vill.- 22/1H/3 Bright Street, Circus Avenue, Kolkata, Pin- 700017, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Imrana Tabrej (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/04/2024. Imrana Tabrej (new name) and Imrana Begum (old name) both are same identical person.

Name Change

I MADHU JAJOO, WIFE OF RAMESH KUMAR JAJU, RESIDING AT GOKUL APTS.14, WATKINS LANE, BLOCK-D, P.S-GOLABARI, HOWRAH-711101, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHU JAJU VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024.THAT MADHU JAJOO AND MADHU JAJU BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Kakoli Biswas (old name) W/O Bulu Biswas, Presently residing at 129, K.G Road, P.O.- New Barrackpore, P.S.- New Barrackpore, Pin - 700131, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jhuma Biswas (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/04/2024. Jhuma Biswas (new name) and Kakoli Biswas (old name) both are same identical person.

Name Change

I ARUN KR PAUL (OLD NAME) SON OF LATE MANI MOHAN PAUL, RESIDING AT BD-180, MILLENNIUM APARTMENT, KAMAL PARK, RABINDRAPALLY, KESTOPUR, KOLKATA-700101, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUN KUMAR PAUL(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024.THAT ARUN KR PAUL AND ARUN KUMAR PAUL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি অমিত সাহা, পিতা - প্রয়াত শ্যামা প্রসাদ সাহা, নিবাসী 2A/1 রাজওয়ারা অল্টিটিউড, ই.এম বাইপাস, সাহাপারা, ফর্তাবাদ, গড়িয়া, দক্ষিণ 24- পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ 700084, ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বারুইপুর কোর্ট, বারুইপুর, দক্ষিণ 24-পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এর affidavit দ্বারা অমিত কুমার সাহা নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No 2627, dated 21.03.2024 অমিত সাহা এবং অমিত কুমার সাহা একই ব্যক্তি।

শুরু হল উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বারুনি মেলা স্নান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ির মোহিতনগরের গৌরীহাটে আজ থেকে শুরু হল উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বারুনি মেলা স্নান।

এবার ৮২ তম বছরে পদার্পণ করেছে গৌরীহাটের মেলা। প্রতি বছরের মত এবারও আরো বেশি সংখ্যক বারুনি মেলা ও স্নানে অংশগ্রহণ করেছেন অনেক পুণ্যার্থীরা। গৌরীহাটের উত্তরবাহী করলা নদীর তীরে প্রাচীনকাল থেকেই বারুনি স্নান করতে আসেন বিভিন্ন এলাকার পুণ্যার্থীরা। এই জনসমাগমকে কেন্দ্র করে বিশাল মেলার আয়োজন করা হয়। এবারও সাত দিনব্যাপী মেলার আয়োজন করেছেন স্থানীয় উদ্যোক্তারা। মূলতঃ উত্তরমুখী করলা নদীতে স্নান করে পুণ্য অর্জনের জন্য উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে আসেন পুণ্যার্থীরা। আজ থেকে শুরু হওয়া বারুনী মেলা চলবে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত। তবে বারুণী স্নান হবে মূলতঃ দুদিন ধরে। উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী বারুনি মেলা বলা হয়। গৌরীহাটের এই মেলাকে। সকাল থেকেই স্নানে অংশগ্রহণ করেন অসংখ্য পুণ্যার্থী। নদীতে স্নানের পর মন্দিরে পুজো দিয়ে চিরাচরিতভাবে দই চিঁড়ে খেয়ে থাকেন পুণ্যার্থীরা।

জোট নিয়ে ভোটের রণকৌশল শুরু হল দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ৬ এপ্রিল ঃ জোট নিয়ে ভোটের রণকৌশল শুরু হল দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে। বিজেপিকে রুখতে ইতিমধ্যে তৎপর হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ভূমিপুত্র গোপাল লামাকে প্রার্থী করে ইতিমধ্যে চমক দিয়েছে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে। অন্যদিকে ফের তার জেতা আসনে লড়াইয়ে নেমেছেন রাজু বিস্টা। কেও অনিতা থাপাকে নিয়ে কেউ বা বিমল গুরুংকে পাশে নেই লড়াই সম্ভবদ্ধ হয়েছে। ব্যতিক্রম নয় কংগ্রেস। সিপিএম, হামরো পার্টি কে সঙ্গি করে এবার লড়াই নেমেছে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস। ডঃ মনিষ তামাংকে প্রার্থী করে এই লড়াই জিততে মরিয়া কংগ্রেস দল। গত শুক্রবার ভোট প্রচার শুরু করেছেন কংগ্রেস। এবার জোট সঙ্গীদের নিয়ে প্রচার শুরু করেন তারা। শনিবার অনিল বিশ্বাস ভবনে এক বৈঠকে মিলিত হয় সিপিএম, হামরো পার্টি ও কংগ্রেস নেতৃত্বরা। বৈঠকের পর একত্রিত ভাবে শহর শিলিগুড়িতে ভোট প্রচারে নামেন তারা। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কেন্দ্রের জোট প্রার্থী ডঃমুনিষ তামাং জানান,, বিজেপি পাহাড়ের মানুষের সাথে প্রতারনা করেছে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই দেয়নি তারা। অন্যদিকে বিভিন্ন পর্যদ বানিয়ে ভোট ব্যাংক তৈরি করেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তাই পাহাড়ের প্রকৃত উন্নয়ন একমাত্র কংগ্রেস জোট প্রার্থী দ্বারাই সম্ভব। তাই মানুষকে তাকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

নির্বাচন যতই এগোচ্ছে ততই বাড়ছে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারের উত্তাপ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে তত রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারের উত্তাপ বাড়ছে। একইভাবে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়া এলাকায় মাধব ভবনের কাছে তৃণমূলের ১৬ নং ওয়ার্ড কমিটির পক্ষ থেকে একটি ফ্লেক্স লাগানো হয়। এই ফ্লেক্সে লেখা নেই কোন প্রার্থীর নাম কিংবা দলের প্রতীক

অথবা ভোট দেবার আবেদনও। কিন্তু এখানে তুলে ধরা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী এবং ভগবান রামের কার্টুনকে। আর তৃণমূলের এই পোস্টার ঘিরে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর তরজা। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছেন শিলিগুড়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস আসলে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবাংলা বানাতে এভাবে হিন্দু সনাতন ধর্মের দেবতা রামকে নিয়ে মকারী করার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, ভোট এলে ধর্মের নামে রাজনীতি জাতি জাতির মধ্যে ভেদাভেদ এসব বিজেপি করে। কার্টুন তো সবাইকে নিয়ে করা হয়, এতে অন্যায় আমরা কিছু দেখছি না।

রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ডে আগুনে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি, পুড়ল কয়েকটি দোকান

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ এপ্রিল ঃ বীরভূম জেলার রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ডে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল কয়েকটি অস্থায়ী দোকান। দমকলের তৎপরতায় আগুন রক্ষা পেল বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি বাস। শুক্রবার গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ডে। ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। তবে ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক বলে মনে করা হচ্ছে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, শুক্রবার রাত তখন ১১.৩০ মিনিট হবে, একটি বিকট আওয়াজ শুনতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। আওয়াজ শুনে স্থানীয়রা বাইরে বেরিয়ে দেখেন বাসস্ট্যান্ডের পূর্বদিকের দেওয়াল সংলগ্ন অস্থায়ী দোকানগুলি দাউদাউ করে জ্বলছে। খবর যায় দমকলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রামপুরহাট দমকল বিভাগের দু'টি ইঞ্জিন। প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পুড়ে যাওয়া দোকান ঘরগুলি বেশির ভাগই ছিল টায়ার-সহ বাস, গাড়ির যন্ত্রাংশের দোকান। দমকল এবং স্থানীয়দের অনুমান, রাত্রিবেলায় গ্যারেজ লাগোয়া বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার রয়েছে। সেখান থেকে শর্ট সার্কিট হয়ে দোকানে আগুন ধরে থাকতে পারে। আগুনের কারণে গ্যারেজে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন পাশের দোকানগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের পরানপুর অঞ্চলের চাঁদপুর গ্রামে পিয়ারুল শেখ এর বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নগদ দেড় লক্ষ টাকা সামগ্রিক সহ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। বাড়ির উপর দিয়ে ইলেকট্রিক তার বার বার করা হয়েছিল অন্যের বাড়িতে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার জন্য। সেই তার থেকে শর্ট সার্কিট হয়ে বাড়িতে আগুন লাগে। বাসিন্দারা তাড়াতাড়ি করে আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে এগিয়ে আসেন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ততক্ষণে বাড়ির সমস্ত আসবাব জিনিসপত্র পুড়ে ছাই। এই পিয়ারুল খান পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। তিনি কেরালায় কাজে আছেন।

দিল্লিতে আটক শিশু পাচার চক্র! এক মাসেই বিক্রি ১০, উদ্ধার ২ সদ্যোজাত

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ দিল্লিতে মিলল শিশু পাচার চক্রের হদিশ। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দেশে। ঘটনার তদন্তে নেমে সিবিআই আধিকারিকরা উদ্ধার করলেন দুই সদ্যোজাত শিশু। জানা গেছে, শুক্রবার রাতে কেশবপুরম এলাকায় এক মহিলার বাড়িতে তল্লাশি চালাতে যান আধিকারিকরা। সিবিআই সূত্রে খবর, মোট আট জন শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই শিশুগুলিকে পাচারের জন্য জড়ো করা হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। ইতিমধ্যেই এই পাচারকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে হাসপাতালের ওয়ার্ড বয় ও আরও কয়েকজন মহিলা এবং পুরুষ রয়েছেন বলে জানা গেছে। তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে কেশবপুরমের বাড়িতে দুটি শিশুকে বিক্রি করার জন্যই নিয়ে আসা হয়েছিল। তবে এই শিশু পাচারের সঙ্গে হাসপাতালের কোন যোগসূত্র আছে কিনা তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। সূত্রের খবর, ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোটা অঙ্কে বিক্রি করা হচ্ছে নবজাতকদের।

স্ত্রী এবং দুই কন্যা সন্তানের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করছেন স্বামী, আত্মহত্যার চেষ্টা গৃহবধূর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ এপ্রিল ঃ অন্য নারীতে আসক্ত পরিযায়ী শ্রমিক স্বামী তালাক দিতে চায় বর্তমান স্ত্রীকে। বাধ্য হয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে রেললাইনে আত্মঘাতী হতে উদ্যত গৃহবধূ। গ্রামবাসীদের তৎপরতায় উদ্ধার। ভিন রাজ্যে স্বামী নতুন নারীতে আসক্ত হয়েছেন। তাই পুরনো স্ত্রীকে আর রাখতে চান না। নতুন বিয়ে করতে চান। এদিকে বাড়িতে দুই নাবালক সন্তান অসুস্থ। তাদের চিকিৎসার জন্য টাকা চাই। এই কথা ফোনে স্বামীকে জানাতেই উল্টে স্বামী নিজের স্ত্রীকে হুমকি দিয়ে বলে মরে যেতে। সে কোন টাকা পাঠাতে পারবে না। তাই দুই নাবালক সন্তানের হাত ধরে বাড়ির পাশের রেললাইন ধরে ছুট লাগালেন গৃহবধূ। তবে দুর্ঘটনা ঘটার আগেই আশেপাশে থাকা গ্রামবাসীদের তৎপরতায় রক্ষা পেল তিনটি প্রাণ। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বারদুয়ারী রেলগেটে। ঘটনার খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ মা ও সন্তানদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক বছর আগে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার মালিপাকর গ্রামের আনোয়ারার সঙ্গে সাহাপুর গ্রামের বাসিন্দা তাজরুলের সঙ্গে বিয়ে হয়। তাদের দুটো ছোট ছোট মেয়ে রয়েছে। দুজনেই শারীরিক ভাবে অসুস্থ। তাজরুল বর্তমানে কাশ্মীরে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। আনোয়ারা তার স্বামীর কাছে ছেলে মেয়েদের চিকিৎসা এবং খাবারের জন্য বারবার টাকা চাইলে উত্তরে তার স্বামী তাজরুল জানায় সে টাকা দিতে পারবে না অন্য জায়গায় বিয়ে করবে। পারলে যেন তারা মরে যায়। স্বামীর মুখ থেকে এই কথা শোনার পর শনিবার দুপুরে বাড়ির পার্শ্ববর্তী বারদুয়ারী রেলগেটে গিয়ে সেখানে রেললাইনে দুই শিশু কন্যাকে নিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার জন্য ছুটতে থাকেন। সে সময় দুরন্ত গতিবেগে ট্রেন এগিয়ে আসছিল রেলগেটের দিকে। গ্রামবাসীদের নজরে আসতেই এলাকার বাসিন্দারা তৎপর হয়েই দুই শিশু কন্যা সহ আনোয়ারা কে হাত ধরে টেনে রেললাইন থেকে উঠিয়ে নেন। অল্পের জন্য রক্ষা পায় তিনটি প্রাণ। আনোয়ারা বিবি বলেন, আমার স্বামীকে আমি ফোন করছি। কিন্তু আমার স্বামী আমাদের দায়িত্ব নিতে চাইছে না। বাবার বাড়িতেও বাবা মারা গেছে। দুই মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাব। এক মেয়ে খুব অসুস্থ। ওর চিকিৎসার খরচ দরকার। তাই আজ আত্মহত্যা করতে গেছিলাম। স্থানীয় বাসিন্দা মাসুদ আলম বলেন, উনারা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন। উনার স্বামী হয়তো উনি এবং উনার মেয়েদের মেনে নিচ্ছেন না। আমরা ট্রেনের মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনেছি। পরবর্তীতে পুলিশ এসে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। বর্তমান যুগে মেয়েরা অনেক এগুলো গ্রামীণ এলাকায় বিবাহ পরবর্তীকালে মেয়েরা তাদের স্বামীর উপরে নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে বঞ্চনার স্বীকার হলে অনেক সময় জীবন যুদ্ধে হার মেনে এই ধরনের চরম সিদ্ধান্ত নিতে যায় অনেক গৃহবধূ। এই ঘটনাও তারই প্রতিফলন।

মুখ্যমন্ত্রী দেশের থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থর কথা বেশি ভাবেন ঃ দেবাশিস ধর

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ এপ্রিল ঃ যে মুখ্যমন্ত্রী সংবিধানের শপথ নিয়ে দেশের কথা ভাবেন না। শুধু ব্যক্তি স্বার্থের কথা ভাবেন তাঁর সম্পর্কে জবাব দেওয়ার কোন ভাষা নেই। তিনি বিভিন্ন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আক্রমণের প্ররোচনা দিয়ে এসেছেন। তারপরেই চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালি এরপর শনিবার এনআইএকে আক্রন্ত হতে হচ্ছে। শনিবার প্রচারে বেরিয়ে এভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করলেন বীরভূম লোকসভার বিজেপি প্রার্থী, প্রাক্তন আইপিএস দেবাশিস ধর। এদিন তিনি সকালে পৌঁছে যান নলহাটি ১ নম্বর ব্লকের কুরুমগ্রামে। সেখানে এদিন রক্ষাকালী মায়ের বিশেষ পুজো ছিল ফলে সেখানে কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হয়। মন্দিরে মা কালিকে প্রণাম করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন নলহাটির বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা অনিল সিং। মুখোমুখি হয়ে দুজনেই শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। অনিলবাবুর দাবি, প্রার্থী তাকে প্রচারে নামার অনুরোধ করেন। আমরাও জানিয়ে দিয়েছি বহিস্কার প্রত্যাহার হলেই মাঠে নামবেন তারা। সেখান থেকে দেবাশিসবাবু চলে যান নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের শীতলগ্রামে। সেখানে পায়ে হেঁটে প্রচার করেন। শিব মন্দিরে প্রণাম করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন আই পি এস বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রচনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা থেকে কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনীকে আক্রান্ত হতে হচ্ছে। যারা জাতীয় সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় কাজ করে চলেছেন, যারা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে দমন করে চলেছেন এদিন তাদের আক্রান্ত হতে হয়েছে। এই মুখ্যমন্ত্রী দেশের আগে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভাবেন। প্রতিপক্ষ তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায় প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধর বলেন, আমি চাকরি ছেড়ে রাজনীতি করতে এসেছি। প্রধানমন্ত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে এসেছি। এক সঙ্গে দুই দিক দেখব এতা হতে পারে না। আমি অভিনয়অ করব আবার রাজনীতি করব হতে পারে না। তাই তো গ্রামে গ্রামে ঘুরে এতো না পাওয়ার অভিযোগ আমাদের শুনতে হচ্ছে। আর উনি শুধু বলছেন তাকে দেখার জন্য ভোট দাও। আমরা বলছি এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে ভোট দেন। শুধুমাত্র সংসদের সভা ছাড়া সর্বক্ষণ আমাকে আপনারা পাবেন। আমি তাই চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে এসেছি। মনে করলে এখনঅ ১৭ বছর চাকরি করতে পারতাম। কিন্তু মোদীজিকে দেখে চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে এসেছি। শীতলকুচিতে সংখ্যালঘু মৃত্যু নিয়ে দেবাশিসবাবু বলেন, উনি শীতলকুচি নিয়ে বলছেন, আর বগটুই গ্রামে ১০ জনকে জতুগৃহের মতো পুড়িয়ে মারা হল। সেটা নিয়ে উনার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তাই আমি প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে এসেছি। সেই ঢেও মুখ্যমন্ত্রীর কানে ধাক্কা মারছে। আমার মনে হয় এরকম মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই।

আসানসোলে বাধার মুখে কেন্দ্রীয় বাহিনী

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৬ এপ্রিল ঃ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ও এনআইএর পর আসানসোলে কয়লার ডিপোতে হানা দেওয়ার সময় বাধার মুখে কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি হুমকির মুখে পড়ে সিআইএসএফ। এই মর্মে ইসিএল-এর শ্রীপুর এরিয়ার সিআইএসএফ আধিকারিকেরা জামুরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেন ও সিজার লিস্ট জমা দেন। সিআইএসএফ জামুরিয়া থানায় যে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে তাতে স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে, টহলদারি দেওয়ার সময় দুটি কয়লা ভর্তি ট্রাক্টরকে তারা রাতের বেলায় দেখতে পায়। ট্রাক্টর দুটিকে দাঁড়াতে বলে তারা। কিন্তু ট্রাক্টর দুটি না দাঁড়িয়ে দ্রুতগতিতে পালাতে শুরু করে। সিআইএসএফ আধিকারিকেরাও কয়লা ভর্তি ওই ট্রাক্টর দুটিকে ধাওয়া করে। দেখা যায় ট্রাক্টর দুটি আসানসোলের জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া এলাকায় একটি কারখানায় প্রবেশ করে। সিআই এস এফ আধিকারিকেরা তাদের কাছে কয়লার কাগজ দেখতে চাইলে তারা কোন কাগজ দেখাতে পারেনি বলে অভিযোগ সিআইএসএফের। উল্টে তাদের হুমকি দেওয়া হয় বলে আভিযোগ। কারখানা কর্তৃপক্ষের প্রশ্ন কেন কলকাতা পুলিস লেখা তথা পুলিস লেখা গাড়িতে করে সিভিল ড্রেসে তারা এসেছেন? তার প্রমাণ চাইতে শুরু করে তারা। স্থানীয় জামুরিয়া থানায় কোনরকম কোন ইনফরমেশন না দিয়ে কেন এই হানা দিয়েছে সিআইএসএফ? সেই প্রশ্ন করতে শুরু করে ওই কারখানার কর্মীরা। কার্যত সারা রাত উভয়পক্ষের মধ্যে বচসা হতে থাকে। শেষমেষ সিআইএসএফের পক্ষ থেকে একটা লম্বা সিজার লিস্ট ও অভিযোগ পত্র জামুরিয়া থানায় জমা করে দেওয়া হয়। যার মধ্যে কয়লা ভর্তি পাঁচটি ট্রাক ও ট্রাক্টর বাজেয়াপ্ত, খালি ট্রাক্টর ও ট্রাক প্রায় পাঁচটি বাজেয়াপ্ত, তিনটে জেসিবি মেশিন, প্রায় ২০০ মেট্রিক টনের মত পড়ে থাকা কয়লা ও বেশ কিছু কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে তারা সিজার লিস্ট বানিয়ে জামুরিয়া থানায় জমা করেছে সিআইএসএফ। এই সমস্ত কিছু ওই কারখানার ম্যানেজার রূপম সাধুকে হ্যান্ড ওভার করে গেছে বলে অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করেছে তারা। এই বিষয়ে কারখানার পক্ষ থেকে সেখ মইউদ্দিন ও সেখ আব্দুল মান্নান বলেন, কলকাতা পুলিসের স্টিকার লাগানো একটি গাড়ি এসে কারখানায় কাগজপত্র যাচাই করতে শুরু করে এবং তাদের গাড়ির চালককে মারধর করে। পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা ডিমান্ড করে। তারা সিআইসেফ না কোন দুস্কৃতি তা বোঝা যায়নি কারণ তারা সিভিল ড্রেসে ছিল। তাদের কাছে কয়লার সমস্ত কাগজপত্র থাকা সত্বেও তাদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হযেছে বলে তাদের অভিযোগ। থানায় কোনরকম ইনফরমেশন ছাড়াই তারা এই ভাবে হানা দিয়েছে বলে তাদের অভিযোগ। জামুরিয়া থানার পুলিশ সব দিক খোলা রেখে তদন্ত শুরু করেছে।

চাকরির টোপ দিয়ে দুই নাবালিকাকে অপহরণ, দিল্লি পুলিশের অভিযানে উদ্ধার এক নাবালিকা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ এপ্রিল ঃ একেই কাজ নেই এই রাজ্যে। তাই নিজেরাই গেছিলো ভিন রাজ্যে কাজ করতে। কিন্তু সেখানে গিয়েও ছলনা। চাকরির টোপ দিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে দুই নাবালিকাকে। সুদূর দিল্লি থেকে ফুঁসলিয়ে দুই নাবালিকাকে বাড়িতে নিয়ে এসে ছিল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের দুই পরিযায়ী শ্রমিক। শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুরের সুলতাননগর থেকে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল দিল্লি পুলিশ। এদিন দিল্লি পুলিশ সুলতাননগরে হানা দিয়ে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করলেও অন্য এক নাবালিকার হদিশ পায়নি। হদিশ মেলেনি অপহরণে অভিযুক্ত দুই যুবকেরও। এক কিশোরী ওড়িশায় রয়েছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে হরিশ্চন্দ্রপুরের সুলতান নগরের বাসিন্দা নুরুল খান ও শেখ জিগির দিল্লিতে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন। এ বছর জানুয়ারি মাসে তারা বাড়ি ফিরে আসেন। সেখান থেকে তারা দুই নাবালিকাকে পড়াশোনা করিয়ে পুলিশে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে গ্রামে নিয়ে এসে রেখেছিলেন বলে অভিযোগ। এদিকে ওই দুই নাবালিকার পরিবার দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে। তদন্তে নেমে দিল্লি পুলিশ হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার সুলতান নগর গ্রামের ২ পরিযায়ী শ্রমিকের নাম উদ্ধার করে। এর পরেই হানা দিয়ে. এক নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা বলেন, ''এটা দিল্লি পুলিশের বিষয়। ওখানেই অভিযোগ হয়েছিল। আমরা দিল্লি পুলিশকে সবরকম সহায়তা করেছি।'' তবে এই ঘটনায় উঠে এসেছে বিভিন্ন প্রশ্ন। তবে কি ওই দুই অপহরণকারী কোন চক্রের সঙ্গে যুক্ত। কি কারনে নিয়ে এসে ছিলেন ওই দুই নাবালিকাকে। আরেক নাবালিকা বা কোথায় রয়েছে।

প্রচারে নেমে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ৬ এপ্রিল ঃ নির্বাচনি প্রচারে নেমে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা । কালো পতাকা দেখানোর পাশাপাশি তৃণমূলের তরফে ওঠে গো ব্যাক স্লোগানও। যাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে চোপড়া বিধানসভার কাঁচাকালী এলাকায়। শনিবার চোপড়া বিধানসভা এলাকায় প্রথম প্রচারে আসেন রাজু বিস্তা। এদিন কাঁচাকালী বাজার এলাকায় কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে দাসপাড়ার উদ্দেশ্যে বের হন তিনি। চুয়াগাড়ি চৌরঙ্গী মোড় এলাকায় বিক্ষোভের মুখে পড়েন রাজু বিস্তা। প্রচারকে কেন্দ্র করে এলাকায় আগে থেকেই মোতায়েন ছিল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষের অভিযোগ, 'গত পাঁচ বছর সাংসদ থাকাকালীন রাজু বিস্তকে এলাকায় দেখা যায়নি। পাশাপাশি কোনও উন্নয়নমূলক কাজও করেননি। সেকারণে এদিন এলাকার মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন।

আইআরসিটিসি ভারত গৌরব স্পেশাল টুরিস্ট ট্রেনের যাত্রা চালু করছে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ এপ্রিল ঃ আগামী ১৮ মে আইআরসিটিসি এর তরফে উত্তর ভারত এবং রামলালার দর্শনের জন্য ভারত গৌরব স্পেশাল টুরিস্ট ট্রেনের যাত্রা চালু হতে চলেছে। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন আইআরসিটিসি আধিকারিকেরা। জানা গেছে,

আগামী ১৮ মে ভারত গৌরব স্পেশাল টুরিস্ট ট্রেন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করবে। মালদা টাউন, রামপুরহাট, দুমকা, ভাগলপুর, জামালপুর, কিউল সহ পাটনা থেকে যাত্রীদের নিয়ে উত্তর ভারত এবং রামলালা দর্শনে যাবে ট্রেনটি। এর জন্য ৮ রাত্রি এবং ৯ দিনের প্যাকেজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই যাত্রায় দর্শনার্থীরা বৈষ্ণোদেবী, হরিদ্বার, ঋষিকেশ, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা মন্দির দর্শন করতে পারবেন। এই সফরে তিনবেলা খাবার এবং যাত্রা চলাকালীন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের চিকিৎসা ও সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ শুরু

কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ শহরের অন্যান্য মেট্রো প্রকল্পগুলির মতো, পার্পল লাইন অর্থাৎ জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডোর সাম্প্রতিক সময়ে গতি

পেয়েছে। এই করিডোরের জোকা-মাঝেরহাট প্রসারিত এখন চালু হয়েছে। এই করিডোরের মোমিনপুর (বাছাই) থেকে এসপ্ল্যানেড প্রসারিত নির্মাণের কাজও চলছে। এই স্ট্রেচ নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই মেসার্সকে ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা হয়েছে। গত জুলাই মাসে লারসেন অ্যান্ড টুব্রো। এই স্ট্রেচটি চালু হওয়ার পর, কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ অর্থাৎ তারাতলা, বেহালা, ঠাকুরপুকুর এবং জোকা এলাকা থেকে মধ্য কলকাতায় যাতায়াত সহজ ও সহজ হবে। এই প্রসারিত চারটি স্টেশনের মধ্যে (খিদ্দারপুর, ভিক্টোরিয়া, পার্ক স্ট্রিট এবং এসপ্ল্যানেড) ভূগর্ভস্থ ভিক্টোরিয়া স্টেশন নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই স্টেশনটি চালু হলে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ কলকাতার একটি আইকনিক জায়গা ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছাতে পারবে। এই স্টেশনটি ৩২৫-মিটার দীর্ঘ হবে এবং এর প্ল্যাটফর্ম স্তরটি পৃষ্ঠ থেকে ১৪.৭ মিটার গভীরতায় থাকবে। শহর এবং শহরতলির লোকেরাও ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে যেতে সক্ষম হবেন যা 'গড়ের মাঠ' নামে পরিচিত এবং এখানে নামার পর আনন্দময় গ্রীষ্ম এবং শীতের বিকেল এবং সন্ধ্যা উপভোগ করতে পারে। ভিক্টোরিয়া স্টেশনের নির্মাণ কাজ নির্বাহকারী সংস্থা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল) দ্বারা নেওয়া হয়েছে। এই আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় এলাকার ব্যারিকেডিং ও অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজ প্রায় শেষ। প্রথমে, ডায়াফ্রাম দেওয়াল (ডি-ওয়াল) তৈরি করা হবে এবং তারপর কাট এবং কভার টপ-ডাউন পদ্ধতি অনুসরণ করে স্টেশন স্ল্যাব তৈরি করা হবে। এই ডায়াফ্রাম দেওয়াল নির্মাণের জন্য ভিক্টোরিয়া স্টেশন সাইটে মেশিনারিজ মোতায়েন করা হয়েছে। এই স্টেশনটি নির্মাণের জন্য, প্রায় ২৯ সংখ্যক গাছ, যা ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হযেছে, এই কাজের পথ প্রশস্ত করার জন্য বেলিয়াঘাটার কাছে কামারডাঙ্গায় প্রতিস্থাপন করা হবে। এই লঙ্ঘনকারী গাছ প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র নেওয়া হচ্ছে। একবার প্রাপ্ত হলে, এই গাছগুলি প্রতিস্থাপন করা হবে এবং ডি-ওয়ালের অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ করা হবে। মেট্রো রেলওয়ের নির্মাণ ও পরিচালনার সময় কম্পনের মাত্রা নির্ণয় করার জন্য ইতিমধ্যেই ভাইব্রেশন ইমপ্যাক্ট স্টাডি করা হয়েছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের বেসমেন্টের স্বাস্থ্য সমীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এই স্টেশনের নির্মাণ কাজের সময় বায়ু ও শব্দ দূষণ কমাতেও বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই স্টেশনের অঙ্কন প্রমাণ পরীক্ষা করার জন্য IIT-Guwahati -এর বিশেষজ্ঞদেরও পরামর্শ নেওয়া হবে।

ছাত্রীদের ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়িতে ৩ ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার হল এক টিউশন শিক্ষক। ধৃতের নাম অভিষেক ভেগরা। মোহরগাঁও এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, অভিষেক ভেগরা নিজের বাড়িতে ছোট ছোট শিশুদের টিউশন পড়াত। প্রত্যেকদিনের মত শুক্রবার সকালেও পড়ুয়াদের পড়াছিল এই শিক্ষক। অভিযোগ, সেইসময় তিন ছাত্রীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। বিষয়টি কাউকে না জানানোর কথা বলে এই শিক্ষক। যদিও পরে ওই তিন ছাত্রী বাড়িতে গিয়ে বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানায়। এরপরই প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে টিউশন শিক্ষককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো অ্যাক্টের আওতায় মামলা দায়ের করে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

বিজেপি প্রার্থীর দেওয়াল লিখনে কাদা, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৬ এপ্রিল ঃ পূর্বস্থলীর কাস্টশালী বাজার এলাকায় বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারের দেওয়াল লিখনের উপর কাদা নেপে দেওয়া হয়েছে। আর এরপরই এদিন শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের এই কার্য বলে অভিযোগ তুললেন কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার বিজেপি জেলা সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায়। বিজেপির শক্তি বাড়ছে আর তৃণমূল ভয় পেয়ে এইরকম কর্ম করছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। স্থানীয় পূর্বস্থলী পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য তথা উপ প্রধান কাজল শেখ তিনি বলেন বিজেপির তিনটি গোষ্ঠী এটি বিজেপির অন্দরের কাজ। তৃণমূলের সাথে এর কোন যোগ নেই।

কেন্দ্রীয় সংস্থার উপর আক্রমণ নিয়ে কটাক্ষ বীরবাহা হাঁসদার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৬ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গে যেখানে যেখানে ভোটে হার নিশ্চিত সেখানে সেখানে বিজেপি কেন্দ্রীয় সংস্থা কে পাঠাচ্ছে নাটক করতে। যাতে তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্কে ধ্বস ধরাতে পারে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভোটের আগে এই সব সংস্থা কে পাঠাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের ভয় দেখাতে, কিন্তু মানুষ এর জবাব দেবে ভোট বাক্সে। শনিবার বর্ধমানের আদিবাসী সম্মেলনে যোগ দিতে এসে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। উল্লেখ্য, পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে তদন্তে এসে এন.আই.এ মতো কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্মীরা আক্রান্ত হওয়ায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বিজেপি। সন্দেশখালির পর ফের আক্রান্তের বিষয় মন্তব্য করতে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার এই বক্তব্যে কার্যতই চাঞ্চল্য ছড়ায় রাজনৈতিক মহলে। লোকসভা ভোটের আগে পূর্ব বর্ধমান জেলার আদিবাসী ভোট একত্রিত করতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই আদিবাসী সম্মেলন করা হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রায় ৯ শতাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের বাস, সেই ভোট কে ধরে রাখতে তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস। তাই রাজ্যের মন্ত্রী তথা আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম নেত্রী বীরবাহা হাঁসদা এবং রাজ্য আদিবাসী সেলের সভাপতি দেবু টুডুর নেতৃত্বে এই সম্মেলন। মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আরেক মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভার প্রার্থী কৃতি ঝাঁ আজাদ, বর্ধমান-পূর্ব লোকসভার প্রার্থী ডাঃ শর্মীলা সরকার সহ জেলা তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। ৩৪ বছর বাম শাসনে আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের কথা না ভেবে শুধু ভোট ব্যাঙ্কের মতো ব্যবহার করে গেছে। অন্যদিকে এই সমাজের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার বঞ্চনা তো আছেই। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল সরকার জয়-জোহার থেকে শুরু করে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছে আদিবাসী সমাজের মানুষের জন্য বলে সম্মেলন থেকে দাবী করেন আদিবাসী নেতৃত্বরা। অন্যদিকে বর্ধমান-পূর্ব লোকসভায় বিজেপি প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে ইতিমধ্যেই বির্তক শুরু হয়েগেছে রাজনৈতিক মহলে। সে বিষয়ে তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ শর্মীলা সরকার কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়ে কিছুই বলতে চাই না। আমার যা শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে, আমি সেই রকম ভাবেই প্রচার করবো। কারও পাল্টা মন্তব্য করা টা আমি পছন্দ করি না। উনি ওনার মতো ভাষায় প্রচার করুন, আমি আমার মতো। লোকসভায় দাঁড়ানোর জন্য শিক্ষার কোন মাপকাঠি নাই, থাকলে অবশ্যই নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা করতো। মানুষের পাশে থাকতে গেলে, মানুষের কথা বলতে গেলে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকার প্রয়োজন হয় না বলে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে উঠা বির্তক থেকে কার্যত্ব এড়িয়ে গেলেন প্রার্থী ডাঃ শর্মীলা সরকার।

CSB Bank
Trusted Heritage Smart Future

PUBLIC NOTICE ON AUCTION OF PLEDGED GOLD ORNAMENTS

The borrower/s in specific and interested bidders, in general, are hereby informed that on account of non-repayment of the Bank's dues by the borrowers as under despite the payment notice and recall/auction notice issued by the Bank, the gold ornaments pledged with the bank as security by the respective borrowers for the loans availed by them will be sold in public auction on "as is where is" and "non-recourse" basis through e-auction portal https://gold.samil.in on 15th April 2024 at 10.30 AM The auction may be adjourned to any other later date at the discretion of the bank upon publication of the same in the Bank's notice board. The borrowers are hereby further informed that the gold ornaments will be disposed of by private sale if the public auction is not successful and if there is a further balance to be recovered thereafter, legal action will be initiated against the borrower/s for recovery of the balance amounts due to the bank.

S.No.	Branch Name	Account Name	Client ID	No. of Acc.	Bal. Outstanding as on 01-04-2024	Weight (grams)
1	KOLKATA - BURRA BAZAR	SARITA DEBI	3920571	1	115570.44	29.3

For more details/account wise information borrowers/interested bidders may contact respective branches and for participating in the auction, please visit/login to the e-auction portal https://gold.samil.in

Authorised Officer
CSB Bank

WEST BENGAL | 07 APRIL 2024

কেন তাঁকে দলে রাখল না নাইটরা? সেই প্রশ্ন করতে চান শুভমান

৬ এপ্রিল ঃ এখন তিনি গুজরাট টাইটান্স দলের অধিনায়ক। কিন্তু বছর কয়েক আগেও নাইট রাইডার্স সমর্থকদের নয়নের মণি ছিলেন শুভমান গিল । কিন্তু ২০২১ সালে তাঁকে ছেড়ে.দেয় শাহরুখ খানের দল। কেন তাঁকে দলে রাখল না নাইটরা? বলিউডের বাদশাকে সেই প্রশ্ন করতে চান শুভমান। তবে সরাসরি নয়। বিখ্যাত ব্রিটিশ গায়ক এড শিরানকে প্রশ্নের দায়িত্ব দিয়েছেন ভারতীয় ব্যাটার।সম্প্রতি একটি ভিডিওয় মুখোমুখি হয়েছিলেন এড শিরান ও শুভমান। সেখানে ছিলেন কমেডিয়ান তন্ময় ভাট। জমাটি আড্ডার মাঝেই শুভমান নাইট দলে তাঁর না থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। যদিও এড শিরান জানতেন না আইপিএলে শাহরুখের নিজস্ব টিম আছে। শুভমান যে সেই টিমে তিন বছর খেলেছেন, সেটাও আড্ডার টেবিলেই জানতে পারেন। তার পরই শুভমান প্রশ্ন করেন, জিজ্ঞেস করো, কেন আমাকে দলে রাখলেন না শাহরুখ?

কিছু দিন আগেই শাহরুখের সঙ্গে দেখা করেন ব্রিটিশ গায়ক। কিং খানের পরিচিত স্টেপে পা মেলান এড শিরান। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় সেই ছবি। ভারত সফরে এসে শুভমানের সঙ্গে ক্রিকেটও খেলেন তিনি। সেই সময়ের আড্ডাতেই কেকেআরের কথা তোলেন শুভমান।২০১৮ থেকে নাইটদের দলে ছিলেন তিনি। কলকাতার মায়া ছেড়ে.দীর্ঘদিন তিনি গুজরাট দলের সদস্য। তার মাঝেও চাপা অভিমান রয়ে গিয়েছে পুরনো দল নিয়ে। হালকা মেজাজের আড্ডাতেও সেই কথাই উঠে এল বলে মনে করছেন নেটিজেনরা।

কলকাতা ফুটবলে চিনের বেটিং চক্রের ছায়া!

৬ এপ্রিল ঃ ম্যাচ গডাপেটার আশঙ্কায় শোরগোল কলকাতা ফুটবলে। তবে বিষয়টি দেশের মধ্যে থেমে নেই। সেটা এবার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। কারণ চিনের বেটিং চক্রের নজর প।ছে দেশের ফুটবলে। সেই মর্মে বাংলা ফুটবল সংস্থাকে (ক্লক) সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে পাঠানো চিঠিতে বেটিং চক্র নিয়ে সাবধান করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, চিন থেকে স্যাম নামের এক জুয়া।বিভিন্ন ক্লাবকে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পাঠাচ্ছে। শুধু কলকাতার ক্লাবগুলি নয়, ভারতের অন্যান্য প্রান্তের ক্লাবগুলোতেও লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে মেল করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে একটা ফোন নম্বরও থাকছে। যার মাধ্যমে বেটিংয়ে যুক্ত হতে পারে আগ্রহী ক্লাবগুলো।

সেই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে এআইএফএফ থেকে। কোনও ক্লাব এরকম মেইল পেলে যেন উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়, সেটাও জানিয়েছে ফেডারেশন থেকে। ভারতের সব প্রান্তের ফুটবল ক্লাবেই সতর্ক করা হয়েছে। ভারতীয় ফুটবলে বিদেশি বেটিং চক্র সক্রিয় হওয়ার ঘটনা আগে ঘটেনি। সম্প্রতি দিল্লির ফুটবল ম্যাচে ফিক্সিংয়ের অভিযোগ উঠেছিল। তার মধ্যেই বিদেশ থেকে জুয়ার প্রস্তাব নিয়ে প্রস্তাবের ঘটনায় উদ্বিগ্ন ফুটবল মহল। আইএফএ থেকে ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত ক্লাবগুলোকে সতর্ক করা হয়েছে।

মানসিক অবসাদে ভুগতেন পাঞ্জাব ক্রিকেটার, ফের তোপের মুখে নাইট কোচ

৬ এপ্রিল ঃ ঘরোয়া ক্রিকেটের সফল হেডস্যর তিনি। সেই চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে 'মিলিটারি কোচ' বলে তোপ দেগেছিলেন প্রাক্তন কেকেআর তারকা ডেভিড উইজা। পণ্ডিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল গৌরব যাদবেরও। এবার প্রীতি জিন্টার দলের ক্রিকেটার আশুতোষ শর্মাও অভিযোগ করলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের বিরুদ্ধে। যদিও কেকেআর কোচের নাম উচ্চারণ করেননি তিনি। কিন্তু যে ইঙ্গিত তিনি করেছেন এবং যে ঘটনাবলির কথা জানিয়েছেন, তাতে সবাই মনে করছেন আশুতোষের তোপের মুখে পণ্ডিতই। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ১৭ বলে ৩১ রানের ইনিংস খেলে নজর কাড়েন আশুতোষ। সেই আশুতোষের অভিযোগ, একটা সময় ছিল যখন আমাকে মাঠে ঢুকতে দেওয়া হত না। জিমে ঘাম ঝরাতেন তিনি। তার পরেই হোটেলে ফিরে ঘরবন্দি হয়ে যেতেন আশুতোষ। অবসাদে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল তাঁর। দুঃস্বপ্নের সেই অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে আশুতোষ বলছেন, জিম করে হোটেলে ফিরে যেতাম। মাঠে ঢোকার অধিকার ছিল না। আমার দোষ কোথায় কেউই বলেননি। মধ্যপ্রদেশে নতুন এক কোচ তখন যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর আবার পছন্দ-অপছন্দের বাছবিচার ছিল। একটি ট্রায়াল ম্যাচে ৪৫ বলে ৯০ রান করেও দল থেকে বাদ পড়তে হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের হয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আশুতোষের অভিষেক ঘটেছিল ২০১৮ সালে। ২০১৯ সালে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে শেষবার আশুতোষকে খেলতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত মধ্যপ্রদেশের কোচ হয়ে আসার পরে দলে আর সুযোগ পাননি আশুতোষ। এবারের আইপিএলে পণ্ডিত ভুল প্রমাণিত করার সুযোগ আশুতোষের সামনে।

রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচে তিনটি রেকর্ড গড়তে পারেন বিরাট

৬ এপ্রিল ঃ রাজস্থান রয়্যালস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মধ্যে ম্যাচটি হবে জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে। এই ম্যাচে সবার নজর থাকবে আরসিবির তারকা ব্যাটসম্যান তথা প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির দিকে। এই মরসুমে এখনও পর্যন্ত সেরা ফর্মে রয়েছেন। কোহলি বর্তমানে অরেঞ্জ ক্যাপধারী । ৪ ম্যাচে ৬৭.৬৭ গড়ে ২০৩ রান করেছেন। অন্য দিকে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচে কোহলি ব্যাট হাতে গড়তে পারেন তিনটি রেকর্ড।

আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ২৯ ম্যাচে ৬১৮ রান করেছেন প্রথম মরসুম থেকে আরসিবির হয়ে.খেলা বিরাট কোহলি। আইপিএলের আলোচ্য এই ম্যাচে ৬২ রান করতে পারলেই লিগের ইতিহাসে রাজস্থানের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়ে যাবেন তিনি। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে আইপিএলে ৬৭৯ রান করা শিখর ধাওয়ান রয়েছেন এই তালিকার প্রথম

স্থানে। তাঁর আগে রয়েছেন এবি ডি ভিলিয়ার্স, লোকেশ রাহুল, সুরেশ রায়না ও দীনেশ কার্তিক। আইপিএলের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে.বেশি রান করার রেকর্ড বিরাট কোহলির নামে রয়েছে। ২৪১ ম্যাচে ৭৪৬৬ রান করেছেন তিনি। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে কোহলি যদি ৩৪ রান করতে পারেন, তাহলে তিনিই হবেন প্রথম ক্রিকেটার যিনি ৭৫০০ রানের মাইল ফলক স্পর্শ করবেন।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে দাবি,কারস্টেন ও গিলেস্পিকে কোচ পদে চূড়ান্ত করেছে পিসিবি

৬ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ওপেনার গ্যারি কারস্টেন এবং অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার জেসন গিলেস্পিকে ছেলেদের জাতীয় দলের কোচ পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি। সংশ্লিষ্ট সূত্র মারফত এই খবর জানিয়েছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ' নিউজ।'সংবাদমাধ্যমটি সূত্র মারফত জানিয়েছে, সাদা বলের সংস্করণে কারস্টেনকে এবং লাল বলে গিলেস্পিকে কোচ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি। কাগজপত্রের আনুষ্ঠানিকতা সেরে পিসিবি এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবে। পিসিবি এর আগে নিজেদের ওয়েবসাইটে কোচ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল এবং আবেদনের শেষ তারিখ জানানো হয় ১৫ এপ্রিল।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮ এপ্রিল থেকে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। তার আগে কোচ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল পিসিবি। অবশ্য সামনে টি-টোয়েঃটি বিশ্বকাপও আছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ১ জুন থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। গত বছরের নভেম্বরে পিসিবিতে পরিবর্তন আসার পর মিকি আর্থার, গ্র্যাঃট ব্র্যাডবার্ন ও অ্যান্ড্রু পুটিককে জাতীয় দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থেকে সরিয়ে জাতীয়

ক্রিকেট একাডেমির দায়িত্বে পাঠানো হয়। চলতি বছরের জানুয়ারিতে এই তিন কোচ নিজ নিজ দায়িত্ব ছো। দেন। তারপর নতুন কোচ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল পিসিবি। গত বছর এপ্রিলে পাকিস্তান ছেলেদের জাতীয় দলের পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয় মিকি আর্থারকে। ব্র্যাডবার্ন পান ছেলেদের জাতীয় দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব। গত বছরেরই এপ্রিল থেকে সাবেক প্রোটিয়া ক্রিকেটার পুটিক জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পালন করছিলেন। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে সহকারী প্রধান কোচের একটি পদও রেখেছে পিসিবি। এই পদে আবেদনের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সহকারী প্রধান কোচের দায়িত্ব পালনে অন্তত লেভেল টু পর্যায়ের কোচিং সার্টিফিকেট থাকতে হবে। এর পাশাপাশি যে কোনো আন্তর্জাতিক, ফ্র্যাঞ্চাইজি কিংবা ঘরোয়া দলের সঙ্গে অন্তত তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কোচ হিসেবে ভারতকে ২০১১ বিশ্বকাপ জেতানো কারস্টেন এখন আইপিএলে গুজরাট টাইটানসের ' এর দায়িত্বে আছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ১০১টি টেস্ট ও ১৮৫টি ওয়ানডে খেলেছেন সাবেক এই ওপেনার। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৭১টি টেস্ট ও ৯৭টি ওয়ানডে খেলা গিলেস্পি কিছুদিন আগে সাউথ অস্ট্রেলিয়া ও অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের ছেলেদের দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব ছা।নে। ২০১৪ ও ২০১৫ সালে কোচ হিসেবে ইয়র্কশায়ারকে টানা দুবার শিরোপা জিতিয়েছেন গিলেস্পি।

মাত্র তিন বলের জন্য কেন ব্যাট করতে নামলেন ধোনি, প্রশ্ন তুললেন পাঠান থেকে ভন

৬ এপ্রিল ঃ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে হারের পরে চেন্নাই সুপার কিংসের মহাতারকা মহেন্দ্র সিং ধোনির (শ্বঙ্ক ত্বঞ্চাট্ট) ব্যাটিং পজিশন নিয়ে উঠে গেল প্রশ্ন। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে নেমেছিলেন ইনিংসের তিন বল বাকি থাকতে। এত পরে কেন ব্যাট করতে নামলেন ধোনি, এই প্রশ্ন তুললেন ইরফান পাঠানের মতো প্রাক্তন তারকা। চুপ থাকলেন না ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকা মাইকেল ভন এবং প্রাক্তন কিউয়ি বোলার সাইমন ডুল। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ধোনির আরও আগে ব্যাট করতে নামা উচিত ছিল। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে ছউইকেটে চেন্নাই সুপার কিংসের হারের পরে ইরফান পাঠান বলছেন, ভুবি-উনাদকরের অফকাটারের মোকাবিলা করার জন্য ধোনির আরও আগে নামা উচিত ছিল। সেই ধোনি নামলেন বহু পরে। যে ধোনি দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ১৬ বলে ৩৭ রানে অপরাজিত ছিলেন, সেই মাহি হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ২ বলে ১ রানে অপরাজিত থেকে গেলেন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার মাইকেল

ভন বলেন, আগের ম্যাচেই ধোনি এত ভালো খেলল। সেই জায়গায় নিজে এগিয়ে না এসে পরের দিকে ব্যাট করতে নামায় আমি বিস্মিত হয়েছি। ইনিংসের মাত্র তিন বল বাকি থাকতে কেন ব্যাট করতে এল ধোনি, সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন বোলার সাইমন ডুলও প্রায় একই সুরে বলছেন, স্লোয়ার বলগুলো মারার ক্ষমতা ধোনির ছিল। অতীতে সেরকমই দেখা গিয়েছে। আমিও এমএসকে পরে ব্যাট করতে নামতে দেখে অবাক হয়েছি। ধোনিকে নিয়ে প্রশ্ন আর রহস্য।

পাঞ্জাবকে হারিয়ে লিগ-শিল্ডের লড়াইয়ে এগোল মোহনবাগান

মোহনবাগান- ১ পাঞ্জাব এফসি- ০ (পেত্রাতোস)

৬ এপ্রিল ঃ চেন্নাইয়িনের কাছে হারের পর আইএসএল লিগ-শিল্ড জয়ের স্বপ্ন ধাক্কা খেয়েছিল সবুজ-মেরুন শিবিরে। এদিন অবশ্য স্বমহিমায় ফিরল হাবাসের ছেলেরা। ডাগ আউটে ছিলেন না স্প্যানিশ কোচ। তিনি অসুস্থ। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির ছায়া গোটা টিমের খেলাতে চোখে প।ল না। দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে পাঞ্জাবকে ১-০ গোলে হারাল মোহনবাগান । পেত্রাতোসের একমাত্র গোলে লিগ-শিল্ড জেতার ল।ইয়ে এগিয়ে গেল তারা।

এদিকে যেমন হাবাস মাঠে ছিলেন না, তেমনই পাঞ্জাব দলের হেড কোচ স্টাইকোস ভার্গেটিসও কার্ড সমস্যায় সাইড লাইনের ধারে ছিলেন না। পাঞ্জাব দলের মগজাস্ত্র হিসেবে ছিলেন সহকারী কোচ শংকরলাল চক্রবর্তী। তাঁর পরিকল্পনার সামনে প্রথমার্ধে তেমন গুছিয়ে উঠতে পারেনি সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। মনবীররা কিছুতেই গোলের জাল খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কামিন্সের শট একবার বারের উপর দিয়ে উ। যায়। পাঞ্জাবের স্ট্রাইকার জর্ডান গিলের শট বাঁচিয়ে দেন বাগান গোলরক্ষক বিশাল কাইথ।লিগ-শিল্ড জিততে হলে এই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করতেই হত মোহনবাগানকে। ফের ত্রাতা হয়ে দেখা দিলেন সেই ব্যক্তি, যাঁর পায়ে ভরসা রেখেই স্বপ্ন দেখছে বাগান সমর্থকরা। হাফটাইমের ঠিক তিন মিনিট আগে জ্বলে উঠলেন দিমি পেত্রাতোস। তাঁর বাঁ পায়ের বাঁকানো শট পাঞ্জাবের ডিফেন্ডারদের মাঝখান দিয়ে গোলে ঢুকে যায়। পাঞ্জাব গোলরক্ষক রবি কুমার ঝাঁপ দিয়েও কিছু করতে পারেননি। দ্বিতীয়ার্ধেও টানা আক্রমণ চালিয়ে যায় মনবীররা। বাঁ প্রান্ত ধরে গতিতে নাজেহাল করে দেন পাঞ্জাবের এই স্ট্রাইকার। একবার গোলের মুখ প্রায় খুলেও ফেলেছিলেন। কিন্তু রবি কুমার কোনও রকমে ডান হাত ছু। বাঁচিয়ে দেন। সহজ সুযোগ মিস করেন জর্ডান গিলও। শেষ পর্যন্ত পেত্রাতোসের ওই একটি গোলই ব্যবধান গ। দিল দুদলের মধ্যে। এই জয়ের ফলে ২০ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রইল মোহনবাগান। সমসংখ্যক ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রইল মুম্বই সিটি।

লিসবনে থাকার 'নিশ্চয়তা না দেওয়া আমোরিম কি লিভারপুলেই আসবেন

৬ এপ্রিলঃ মৌসুম শেষে লিভারপুলকে বিদায় জানাবেন ইয়ুর্গেন ক্লপ। ২০১৫ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে লিভারপুলকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন জার্মান এ কোচ। ক্লপকে হারানো লিভারপুলের জন্য বড় ধাক্কাও। এই মুহূর্তে লিভারপুলের পুরো মনোযোগ তাই ক্লপের যোগ্য একজন উত্তরসূরি নিয়োগে। যেখানে তাদের প্রথম পছন্দ ছিলেন জাবি আলোনসো। বায়ার লেভারকুসেনকে বদলে দিয়েছেন এ স্প্যানিশ কোচ। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত অপরাজিত আলোনসোর লেভারকুসেন। ধারণা করা হচ্ছিল, লিভারপুলে ক্লপের জায়গা নেবেন আলোনসো। কিন্তু সে আশা গুড়বোলি। আলোনসো নিজেই জানিয়েছেন, লিভারপুল বা অন্য কোনো ক্লাবে না গিয়ে তিনি লেভারকুসেনেই থাকবেন। আলোনসো সরে দাঁ।নোর পর আলোচনার কেন্দ্র এখন রুবেন আমোরিম। পর্তুগিজ ক্লাব স্পোর্টিং লিসবনের এই কোচকেই নাকি এখন ইয়ুর্গেন ক্লপের উত্তরসূরি হিসেবে নিয়ে আসতে চায় লিভারপুর। শুধু লিভারপুলই নয়, ১৯ বছর পর লিসবনকে লিগ শিরোপা জেতানো আমোরিমকে পেতে চায় বার্সেলোনাও। ইউরোপীয় শীর্ষ ক্লাবগুলোর আগ্রহের কেন্দ্রে থাকা আমোরিম সম্প্রতি লিসবন ছাড়ার সম্ভাবনার কথাও পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আলোনসো যেভাবে লেভারকুসেনে থেকে গেছেন, আমোরিমও লিসবনে থেকে যেতে চান কি না-শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে জানতে চাইলে আমোরিম বলেছেন, ' আমি নিশ্চয়তা দিতে পারছি না।'আপাতত কোনো কথা না দিয়ে শিরোপা জেতানোয় মনোযোগ দিতে চান বলেও মন্তব্য করেছেন ৩৯ বছর বয়সী আমোরিম, ' আমরা শিরোপা জিততে না পারি, আমি স্পোর্টিং ছেড়ে যাব। এটা শুরু থেকেই বেশ স্পষ্ট ছিল। এটা এমন কিছু, যা আমার খেলোয়াড়দের বলাটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, আমাদের জিততে হবে। প্রথমে আমাদের শিরোপা জিততে হবে, তারপর আমরা ভবিষ্যত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।' লিসবনে আমোরিমের চুক্তি শেষ হবে ২০২৬ এর জুনে। পর্তুগিজ এ কোচ ক্লাবের কোচের দায়িত্ব নেন ২০২০ সালের মার্চে। দায়িত্ব নিয়ে ক্লাবকে সাফল্যও এনে দিয়েছেন তিনি। প্রশংসিত হয়েছে তাঁর কোচিং-দর্শনও। আমোরিম নিজের ভবিষ্যতের কথা বলতে না পারলেও ক্লাবে খুশি আছেন বলেই জানিয়েছেন। পর্তুগিজ লিগে বর্তমানে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আছে লিসবন। ২৬ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৬৮। এক ম্যাচ বেশি খেলে বেনফিকার পয়েন্ট ৬৭।

আইসিসির নিষেধাজ্ঞায় পড়তে পারে যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট বোর্ড

আমেরিকা, ৬ এপ্রিল ঃ জুনে যুক্তরাষ্ট্রে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটে নেমে এসেছে কিছুটা অন্ধকার। কারণ বোর্ডের প্রধান নির্বাহীকে বরখাস্ত এবং নিয়োগ সংক্রান্ত নানারকম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট বোর্ড পরিচালকদের বিরুদ্ধে। আর এসব কারণে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রকে নিষেধাজ্ঞার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আইসিসি। জুনে প্রথমবারের মতো আমেরিকাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্বকাপ। কিন্তু এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট বোর্ডের আধিকারিকরা গভীর চিন্তায়। সম্প্রতি আইসিসির কাছে চিঠি পাঠিয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিক কমিটি। ওই চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটের ম্যানেজমেন্ট পলিসি এবং কাজের সমালোচনা করা হয়েছে। আর এইজন্য আশানুরূপ উন্নতি হয়নি যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটের। সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এই ভেবে কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়নি আইসিসি। তবে বিশ্বকাপের পর আইসিসির নিষেধাজ্ঞা নেমে আসতে পারে যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটে।

র‍্যাপিডস ম্যাচে চোট সারিয়ে ফিরছেন মেসি

আমেরিকা, ৬ এপ্রিল ঃ ইন্টার মিয়ামি আগামীকাল মুখোমুখি হবে কলোরাডো র‍্যাপিডসের। এমএলএস ম্যাচে চোট কাটিয়ে ফিরছেন মেসি। তিনি ইন্টার মিয়ামির হয়ে শেষ ৪ টি ম্যাচ হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে খেলতে পারেননি, যার মধ্যে একটি ছিল গত বুধবার। কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে মেক্সিকোর মন্টেরির কাছে ২-১ গোলে হেরেছিল।মিয়ামি-মঃটেরে সিরিজের দ্বিতীয় লেগ বুধবার। তার আগে শনিবার হ্যামস্ট্রিং ইনজুরি সারিয়ে কলোরাডোর বিরুদ্ধে খেলতে নামছেন মেসি। শুক্রবার তিনি মিয়ামির সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি প্রতিদিন ভালো হচ্ছেন, ইন্টার মিয়ামি সহকারী কোচ জাভি মোরালেস এই কথাই বলেছেন। মেসি ১৩ মার্চ থেকে খেলেননি এবং গত মাসে এল সালভাদর এবং কোস্টারিকার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার প্রদর্শনীও মিস করেছেন। তিনি ফিরে এসেছেন, এই খবর জানিয়েছেন মায়ামি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে করেছেন।

ফোকাস লিগ শিল্ড জয়, পেত্রাতোসদের কাঁটা প্রাক্তন মোহনবাগান কোচ শংকরলাল

৬ এপ্রিল ঃ অসুস্থ হাবাস (ক্তন্তাট্টা ক্জ্বজ্রজ্ব্ণ), যে অসুস্থতা শুরু হয়েছিল চেন্নাইয়িন ম্যাচের আগের দিন থেকে। পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের চব্বিশ ঘণ্টা আগেও সেই অসুস্থতা থেকে পুরোপুরি সুস্থ হতে পারলেন না মোহনবাগান (গ্বণঞ্চত্মঢ ক্জ্বঞ্জত্বঢ) কোচ। ফলস্বরূপ শুক্রবার মোহনবাগান অনুশীলনে তো এলেনই না তিনি। এমনকী, পূর্বঘোষণা অনুযায়ী সাংবাদিক সম্মেলনেও অনুপস্থিত। পরিস্থিতি এমনই, শনিবার সকালে হাবাস যদি সুস্থ বোধ করেন তাহলে তখনই তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে দিল্লি। এদিকে কার্ড সমস্যায় নেই পাঞ্জাবের হেড কোচ স্টাইকোস ভার্গেটিস। শনিবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে পাঞ্জাব এফসি-র দায়িত্ব পালন করবেন সহকারী কোচ শংকরলাল চক্রবর্তী। আইএসএলে অতীতে কোনও বাঙালিই এভাবে হেড কোচের দায়িত্ব পালন করেননি। সেই নিরিখে বিচার করলে প্রথম বাঙালি হিসেবে কোচিংয়ে প্রো লাইসেন্স পাওয়া শংকরলালই নজির গড়তে চলেছেন। তবে সেসব নিয়ে ভাবছেন না শংকরলাল। তাঁর বক্তব্য, ম্যাচের দায়িত্ব পাওয়া প্রথম বাঙালির তকমা নিয়ে ভাবছি না। এই ম্যাচে আমাদের হেড কোচ থাকবেন না। তাই আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেটা ঠিকমতো পালন করাই এখন একমাত্র ভাবনা। একসময়ে সবুজ-মেরুন শিবির থেকেই ভারতীয় ফুটবলে কোচ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তিনি। নিজের পুরনো ক্লাবের বিরুদ্ধে নজিরের ম্যাচে নামা প্রসঙ্গে নিরুত্তাপ শংকরলাল। তিনি বলছেন, এটা একেবারেই কাকতালীয় বিষয়। আমি একসময়ে মোহনবাগানের কোচ ছিলাম। কিন্তু এখন আমি পাঞ্জাবের দায়িত্বে। তাই শুধু নিজের দলের কথাই ভাবছি। যদি হাবাস দিল্লি ম্যাচের ডাগ আউটে না থাকেন তাহলে কিন্তু ফের চাপে পড়ে যাবেন দিমিত্রি পোত্রাতোসরা। আগের ম্যাচেই দেখা গিয়েছে, অল্পের জন্য ঘরের মাঠে চেন্নাইয়িন এফসির কাছে হারতে হয়েছে জনি কাউকোদের। ম্যাচটিতে একেবারে শেষ মুহূর্তে ২-২ গোলে মোহনবাগান সমতায় ফিরলেও, শেষ বাঁশি বাজার আগে অতি আক্রমণাত্মক হতে গিয়ে গোল খেয়ে ২-৩ গোলে ম্যাচ হেরেছেন শুভাশিস বসুরা। সেই ম্যাচে ডাগ আউটে ছিলেন না হাবাস। মোহনবাগান কোচ থাকলে এই ম্যাচ থেকে অন্তত খালি হাতে ফিরতে হত না কামিংসদের। যদিও চেন্নাইয়িন ম্যাচ এখন আর মাথায় রাখতে চাইছে না সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সাংবাদিক সম্মেলনে আসা হাবাসের সহকারী কোচ ম্যানুয়েল পেরেজ সে কথাই জানিয়েছেন, চেন্নাইয়িন ম্যাচ এখন আমাদের কাছে অতীত। ওই ম্যাচ থেকে শিক্ষা নিয়ে পঞ্জাব ম্যাচ থেকে তিন পয়েঃট তুলে নিতে হবে। অবশ্য দিল্লি যাওয়ার আগে সহকারী কোচ ম্যানুয়াল পেরেজের সঙ্গে বৈঠকে গেমপ্ল্যান বুঝিয়ে দিয়েছেন মোহনবাগান কোচ। একান্তই তিনি যেতে না পারলে ডাগ আউটে থেকে হাবাসের পরিকল্পনামতোই দল পরিচালনা করবেন ম্যানুয়েল।ম্যানুয়েল বলেন, কোচের অভাব পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সবাই পেশাদার। এমন পরিস্থিতিতে কোচকে ছাড়াই খেলতে হলে ঘাবড়ে যাব না। কোচের পরামর্শ সবার মাথায় থাকবে। দলের জন্য ভালো খবর জনি কাউকো ফিট হয়ে ওঠা। কাউকো প্রসঙ্গে ম্যানুয়েল আরও বলেন, জনি খেললে আমাদের মাঝমাঠের শক্তি বাড়বে। আমাদের সামনে এখন তিনটে ম্যাচই তিনটে ফাইনালের সমান। তবে প্রতিটা ম্যাচ ধরে ধরে এগোব। আপাতত সামনে পঞ্জাব ম্যাচ জেতাটাই মূল লক্ষ্য। শুক্রবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি সাহাল আব্দুল সামাদ। তিনিও নেই এই ম্যাচে। অনুশীলনে আসেননি কিয়ান নাসিরিও। তিনিও দলের সঙ্গে দিল্লি গেলেন না। তার উপর দিল্লির প্রচণ্ড গরমে সন্ধ্যা ৫টায় খেলতে হবে শুভাশিসদের। যদিও দিল্লির গরমের সঙ্গে মানিয়ে নিতেই গত কয়েকদিন সকাল বেলা অনুশীলন করেছেন মোহনবাগান ফুটবলাররা। পাঞ্জাব ম্যাচটি আবার দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলা হবে। দিল্লির গরম সম্পর্কে বলতে গিয়ে মোহনবাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু বলেন, এখন গরম বাড়ছে। এমন পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে।

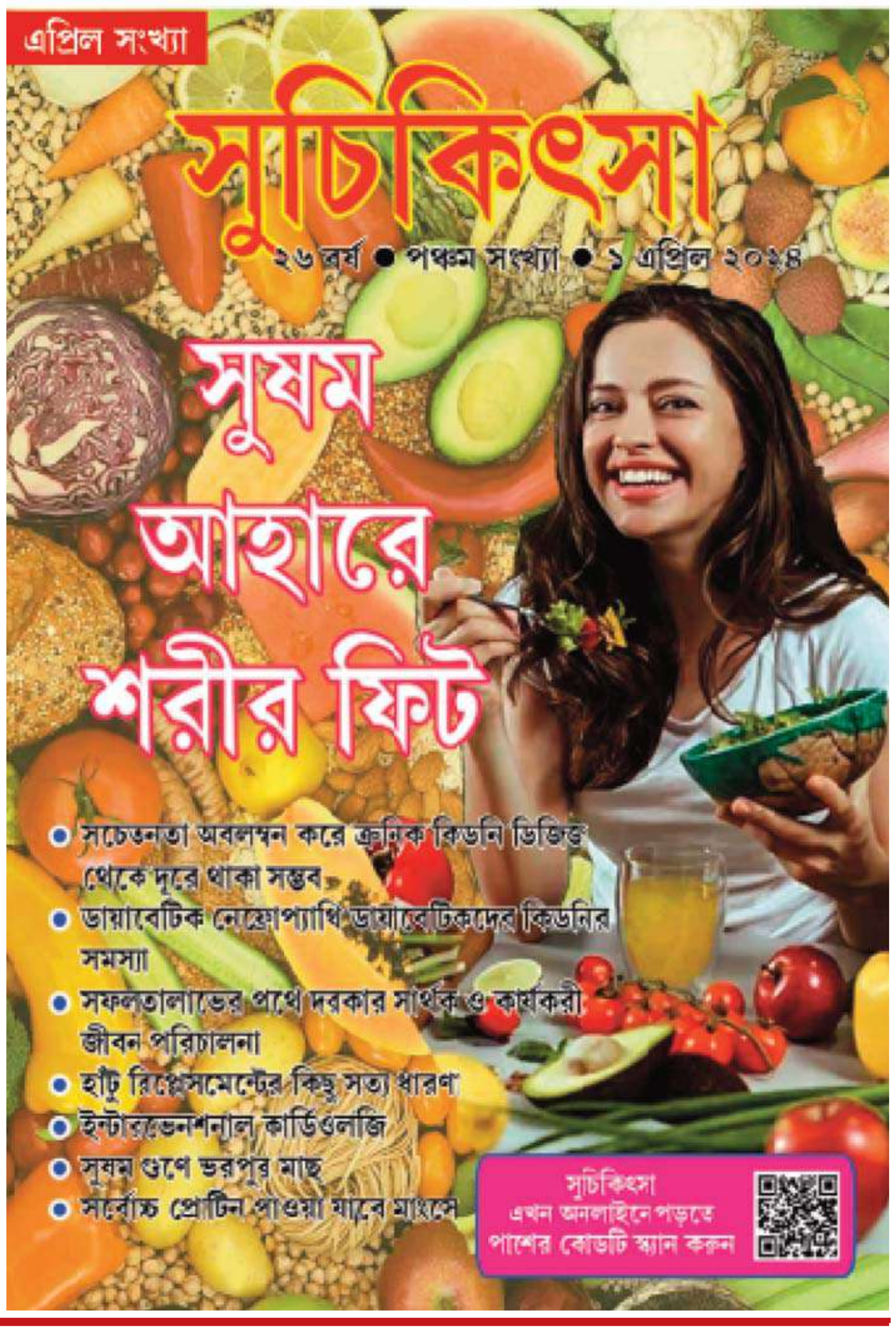

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com